কমলেকামিনী দর্শন।

বা

শ্রীমন্তের মশান গীতাভিনয়

নবদ্বীপ নিবাসী

শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

যাহা

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর যাত্রায়

অদ্যাবধি অভিনয় হইতেছে।

"ভক্তিধন বিনা ধন নাহিক সংসারে।
ভক্তিতে শ্রীমন্ত তরে বিপদ পাথারে॥"

অপার চিৎপুররোড, ১১৩ নং ডায়মণ্ড লাইব্রেরী

দে এণ্ড শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৫—নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, পঞ্চানন যন্ত্রে

শ্রীনন্দেরচাঁদ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

Printed By N. C. Seal At The "Ponchanon Press"

No. 5 Nilmoney Mitter's Street.

CALCUTTA.

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়——

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত—

মহাশয় মহিমার্ণবেষু।

শুভাকাঙ্ক্ষী মাতুল মহোদয়! আমি আপনার স্নেহগুণে একান্ত বাধ্য, অতএব আমার বহু যত্নের এই "শ্রীমন্তের-মশান বা কমলে কামিনী দর্শন" ভবানী ভবত্রাণ কারিণীর চরিত্র বিষয় গ্রন্থখানি জন সমাজে প্রচারিত করিবার সর্ব্বাগ্রেই আপনার সুকোমল কর-কমলে অর্পিত করিলাম, আপনি স্নেহ-চক্ষে একবার মাত্র পাঠ করিলেই সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
২৬ শে আশ্বিন
১২১৭।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনদেরচাঁদ শীল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যাত্রার সম্প্রদায় অসঙ্খ স্থানে এই গীতাভিনয় খানি অভিনয় হওয়ায় অগণিত দর্শকবৃন্দ ইহা দর্শন বা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দ নিরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তন্মধ্যে কিয়দংশ ব্যক্তি আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ লিপীকা দ্বারায় অনুরোধ করায় আমরা প্রণীত কর্ত্তা নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নিয়মানুসারে খরিদ করিয়া লইয়া ইহা মুদ্রাঙ্কণে প্রবর্ত্ত হইয়া বহু পরিশ্রমে ও ব্যয়ে কৃতকার্য্য হইলাম।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দে ও
শ্রীনদেরচাঁদ শীল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিষ্ণু	বৈকুণ্ঠাধিপতি
মহাদেব	কৈলাসাধিপতি
ব্রহ্মা	সৃষ্টিকর্ত্তা
ইন্দ্র	অমরাধিপতি
পবন	বায়ুদেবতা
বরুণ	জলেশ্বর
বিশ্বকর্ম্মা	দেবশিল্পী
বিভীষণ	লঙ্কাধিপতি
ধনপতি	উজ্জয়িণীর সদাগর
শ্রীমন্ত	ধনপতির পুত্র
দেবদত্ত, শিবসিংহ }	বন্দী সদাগর গণ
গুরু মহাশয়	শিক্ষক
দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র }	ছাত্রগণ
পুরোহিত	ধনপতির কুল দেবতা
শালিবাহন	সিংহলের রাজা
মন্ত্রী	ঐ রাজপাত্র
বয়স্য	ঐ রাজসখা
রাম সিং, গঙ্গারাম সিং }	ঘাতকদ্বয়

কোটাল নাবিকগণ, কারীকর ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মঙ্গলচণ্ডী ...... ভগবতী	খুল্লনা }	ধনপতি সদাগর পত্নী
পদ্মা ...... ভগবতীর দাসী	লহনা }	
কমলেকামিনী ... দুর্গা	দুর্ব্বলা	ঐ দাসী
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ...... ভগবতী	রাণী	শালিবাহনের পত্নী
কালী ...... ঐ	সুসীলা	ঐ রাজ কন্যা
ব্রাহ্মণী ...... পুরোহিত পত্নী	গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যোগিনীগণ ইত্যাদি	

কমলে কামিনী দর্শন।

(শ্রীমন্তের-মশান গীতাভিনয়।)

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—কৈলাস বিল্বকানন।

ভগবতী ও পদ্মা।

ভগবতী। পদ্মা! জীবের একমাত্র সম্বল ভক্তি। ভক্তি চ্যুত হোলে জীব প্রতি-পদেই আপদগ্রস্থ হোয়ে থাকে। জীব মাত্রেই ভ্রান্ত, তন্মধ্যে মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ বা কর্ম্ম নিবন্ধিত যে জ্ঞান প্রাপ্ত হোয়ে সময়ে সময়ে অভ্রান্ত হয়, কেবল ভক্তি রক্ষণার্থ, সেই জ্ঞান এবং অভ্রান্ততার অবসরেই ভক্তির উপলব্ধি হয়। ভক্তনর যখন ভ্রান্ত হয়, তখন জগৎ কারণ আদ্যাশক্তি আর স্থির থাক্‌তে পারেন না।

পদ্মা। দেবি! তজ্জন্যই কি আপনি বিচলিত হয়েছেন? কোন ভক্ত কি ভক্তি-ভ্রষ্ট হোয়ে আপনাকে ব্যথিত করেছে?

ভগবতী। শাক্ত ধনপতি সওদাগর যখন সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করে, সেই সময়ে তাহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা পতি-প্রাণা খুল্লনা পতির মঙ্গলের জন্য ভক্তি সহকারে ঘটস্থাপনা কোরে আমার পূজায় প্রবৃত্ত হয়, ইহা দেখে তাহার স্বপত্নী লহনা সামান্য নারী স্বভাবসুলভ ঈর্ষাবশে বিবিধ প্রকারে পতিকে বশ কর্‌লে, কামান্ধ ধনপতি অনায়াসে আমার ঘটে

পদাঘাত কোরে বাণিজ্যে গেল, কি স্পর্দ্ধা! ধনপতি নারীর অসার বাক্যে মুগ্ধ হোয়ে দেবীঘটে পদাঘাত কর্‌লে, অমূল্য ভক্তিরত্ন হারালে। তেম্‌নি তার বাণিজ্যেও প্রমাদ ঘটেছে।

পদ্মা। দেবি! কি প্রমাদ ঘটেছে, কৃপা করে আমার কৌতূহল তৃপ্ত করুন।

ভগবতী। পাপাত্মা ধনপতি তরী আরোহণে শালিবাহন রাজার রাজ্যে বাণিজ্য কর্ত্তে যায়, দৈব বিড়ম্বনায় দুষ্ট এখন শালিবাহনের বন্দীশালে বন্দী আছে।

পদ্মা। যেমন কর্ম্ম করেছে, তদনুযায়ী ফলও পেয়েছে, কিন্তু—

ভগবতী। পদ্মা! কিন্তু বলে যে নিরব হলে, এর কারণ কি?

পদ্মা। দেবি! কিন্তু বলে নিরব হবার কারণ অন্য আর কিছুই নয়, কেবল তোমার ভক্তা খুল্লনার জন্যে ভাব্‌ছি, খুল্লনা তো তোমা বই আর কিছুই জানেনা, শয়নে, স্বপনে, ভোজনে কেবল তোমারই পদ-চিন্তা কোরে থাকে, এমন ভক্তাকে পতি বিরহানলে দগ্ধ হতে হবে তাই ভাব্‌ছি।

(গীত।)

(বল) কেমনে জীবনে সহিবে বিরহ জ্বালা।
অবলা সরলা বালা নাহি জানে কোন জ্বালা॥
যিনি জন্মাবধি, পূজেন নিরবধি,
তার বাদী হবে কেমনে,
ওমা ত্রিনয়নে, বিষাদ তুফানে, কেন ভাসাবে কুলবালা।

ভগবতী। পদ্মা! তা সত্য, কিন্তু কি করি পাপের প্রতিফল না দেওয়াও দোষ; যদিও খুল্লনা কোন দোষে দোষী নয়, কিন্তু সংসর্গ দোষে দোষী হোয়ে পড়েছে, সংসর্গ দোষে সবই ঘট্‌তে পারে; রত্নাকর রত্নাকর হোয়েও যেমন সামান্য লবণ দোষে সকলের ত্যজ্য, হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর হোয়েও যেমন হিম দোষে সকলের অনাদরনীয়, ফণীর মাথার মণি আদরনীয় হোলেও সে যেমন খল সংসর্গে সকলের অগ্রাহ্য; সেইরূপ খুল্লনা পবিত্র স্বভাব হোয়েও অপবিত্র স্বভাব ধনপতির সংসর্গে তার শরীরে পাপ স্পর্শ করেছে, সেই জন্য কিছুকাল পতিবিচ্ছেদানল সহ্য কর্‌তে হবে।

পদ্মা। দেবি! তা যেন সহ্য কল্লে, এখন তার পতির উদ্ধারের উপায় কি স্থির করেছেন?

ভগবতী। পদ্মা! তার উপায় অগ্রেই করেছি।

পদ্মা। কি উপায় স্থির করেছেন?

ভগবতী। পতিপ্রাণা খুল্লনার গর্ভে কুমার তুল্য সুকুমার জন্ম গ্রহণ করেছে, তার নাম শ্রীমন্ত; সেই শ্রীমন্ত হোতেই ধনপতির উদ্ধার সাধন হবে। আর ও সব কথার আবশ্যক নাই, চল এখন শিবস্তব কোরে শিব পূজায় নিযুক্ত হইগে।

(গীত।)

শম্ভু শিব শঙ্কর ভোলা ভূত-ভাবন।
যোগীজন মন-মোহন মহেশ সনাতন॥
ভকত প্রধান, ভকতি নিদান,
দিগম্বর দেব হে দীন তারণ,—
তম তাপহারী, যোগী জটাধারী,
শ্মশান বিহারী, সদা শবাসন॥ (প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

—❋—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর খুল্লনার কক্ষ।

খুল্লনা আসীনা।

খুল্লনা। (স্বগতঃ) পাঠশালা হোতে কেন এখনও আমার শ্রীমন্ত ফিরে আস্‌ছেনা। তার বিলম্ব দেখে আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হোয়ে উঠ্‌লো, কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা। মা মঙ্গল চণ্ডি! মা ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, কিন্তু দেখো মা! যেন আমি শ্রীমন্তকে না হারাই, মাগো! একে নিদারুন পতি-বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হচ্ছি, তার উপর যদি শ্রীমন্ত ধনে হারাই, অহো! তাহলে আমার উপায় কি হবে! হা প্রাণনাথ! স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে কোথায় নিশ্চিন্ত হোয়ে আছ, আর কি দাসীকে দেখা দেবেনা, জীবিতেশ্বর! তোমার চরণে তো কখন কোন অপরাধ করিনাই, তবে কি দোষে দাসীকে ভুলে রয়েছ, প্রাণ বল্লভ! আর কতদিন তোমার অসহ্য বিরহানল সহ্য করবো, নাথ! মৃণাল ছাড়া হলে কমলিনীর কি দুর্দ্দশা হয়, তাতো জানেন, চন্দ্রছাড়া কুমুদিনীর কি দশা ঘটে তাইবা কোন্ না জানেন, বৃক্ষছাড়া লতার আর সুখ কোথায়, জীবিতনাথ! জেনে শুনে বিরহাগুণে কেন দগ্ধ করেন। একি হলো,— আমি যে চক্ষে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে,— আমি যে বৎস শ্রীমন্তের মুখ দেখে কোন রূপে

জীবন ধারণ কোরে আছি,— আমি দুঃখ করলে পাছে শ্রীমন্ত আমার দুঃখ পায়, সেই জন্য আমি সকল কষ্ট সকল শোক মন হতে দূর কোরে দিয়েছি, কৈ এখনো তো আমার জীবন ধন আস্ছেনা।

(গীত।)

কৈ সে জীবন ধন।
না হেরে বাছারে ধৈরজ না মানে মন ॥
বিলম্ব দেখিয়ে অধীর জীবন,
কোথায় রহিল আমার জীবনের জীবন,
হেরি শূন্যময় সকল ভুবন, একি অলক্ষণ করি দরশন।
হৃদয় রতনে. না দেখি নয়নে,
অনিবারি বারি বহে দুনয়নে,
চাতকিনী মত চেয়ে পথ পানে, আছি ভবনে,—
কোল শূন্য করি গিয়েছে পড়িতে,
কোলের ধন কখন আসিবে কোলেতে,
ডাক্‌বে চাঁদমুখে, মধুর স্বরেতে,
মা বোলে আমার যুড়াবে জীবন ॥

(লহনার প্রবেশ।)

লহনা। ভগ্নি! নির্জ্জনে বসে ভাব্ছো কেন, কি হয়েছে?

খুল্লনা। দিদি! আমি কি সাধ করে ভাবি, শ্রীমন্ত বই যে এ অভাগিনীর আর কেউ নাই, যশোদা যেমন

শ্রীকৃষ্ণ বই আর কিছুই জান্‌তেননা, আমিও সেইরূপ শ্রীমন্ত বই আর কিছুই জানিনা, শ্রীমন্তই আমার ধ্যান জ্ঞান শয়নে স্বপনে ভোজনে কেবল বাছার সেই চাঁদমুখখানি দেখি,— দিদি! কৈ এখনো তো আমার শ্রীমন্ত এলোনা, দুর্ব্বলা তো অনেকক্ষণ গিয়েছে, কৈ সেও যে ফিরে আস্‌ছেনা।

(দুর্ব্বলার প্রবেশ।)

দুর্ব্বলা। (স্বগতঃ) পাড়ায় পাড়ায় খুজে এলেম, শ্রীমন্তকে তো দেখ্‌তে পেলেম না, গেল কোথায়, খুঁজ্‌তে তো আর কসুর কল্লেম না, না দেখ্‌তে পেলেই বা কি কর্‌বো, কাজে কাজেই ছোট মাকে সংবাদ দিতে হলো। (অগ্রসর)

খুল্লনা। দুর্ব্বলে! তুই যে একা,— আমার শ্রীমন্ত কোথায়,— শ্রীমন্তকে দেখ্‌ছিনে কেন ?

দুর্ব্বলা। ছোট মা! আমি রাস্তা, ঘাট, বন, বাদাড়, পাড়া পল্লী খুঁজতে আর বাকি রাখিনি, কোথাও শ্রীমন্তের দেখা পেলেম না; কাজে কাজেই আমাকে ফিরে আস্‌তে হলো।

খুল্লনা। দুর্ব্বলে! বলিস্‌ কি ? শ্রীমন্তকে দেখ্‌তে পেলিনে ? কি সর্ব্বনাশ! পাঠশালায় গিয়েছিলি ?

দুর্ব্বলা। ঐটেই ভুল হোয়েছে,..(প্রকাশ্যে) নাগো সেখানে তো প্রায় দেখেছি, পাঠশালার ধার দিয়েই তো এলেম, সেখানে তোমার শ্রীমন্ত নাই।

খুল্লনা। দুর্ব্বলে! আমি তো ভাল বুঝ্‌ছিনা, তুই আর একবার পাঠশালায় ভাল করে খুঁজে আয়।

দুর্ব্বলা। আচ্ছা তবে চল্লেম, দুর্ব্বলার যতক্ষণ বলাবল আছে, খুব খাটিয়ে লও।

(দুর্ব্বলার প্রস্থান)

খুল্লনা। দিদি! আমি মনে যা ভাব্‌ছি, তাই বুঝি আমার কপালে ঘটে।

লহনা। ওকথা কি মুখে আন্‌তে আছে, একটু স্থির হও, শ্রীমন্তের জন্য কোন চিন্তা নাই, সে এখনি আস্‌বে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—✱—

পাঠশালা।

গুরুমহাশয় আসীন।

গুরু। (স্বগতঃ) এত বেলা হোল কৈ এখন তো কাকেও দেখ্‌ছি নে, তবেকি আজ ছেলেরা পড়্‌তে আস্‌বেনা,—না আস্‌বার কারণ কি, আজ তো আর উৎসবের দিন নয় যে কামাই কর্‌বে, আর কামাই কল্লেই বা কি কর্‌বো, ওরাতো কথার বাধ্য নয়, মার্ত্তে গেলে মার্ত্তে আসে, শাসন কর্‌তে গেলে উল্‌টে শাসন্‌ করে, অন্যান্য ছেলেকে যদিও কোন রূপে মেরে ধরে বোলে কোয়ে শাসন কর্ত্তে পারা যায়, কিন্তু শ্রীমন্তকে কিছুতেই পেরে উঠ্‌বার যো নাই। সেটা অতি অশান্ত, বিশেষতঃ আজ কাল বড় মানুষদের ছেলেদের শাসন করা শক্ত ব্যাপার হোয়ে পড়েছে,একটু একটু ছেলেদের তেজ

কত, স্পর্দ্ধার কথাই বা কি; ছেলেদের মুখে পাকা বুড়োর কথা শুন্‌লে গাটা জ্বলে উঠে, ইচ্ছা করে সপাং সপাং লাগিয়ে দি, কিন্তু তাহলে কি আর নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারবো যাই হোউক্, শ্রীমন্তকে আজ একবার ভাল করে দেখ্‌বো, আজ আমি তার কোন ওজর শুন্‌বনা, পড়া না বল্‌তে পাল্লে, বিশেষ রূপ শাস্তি দিব, ধনীর ছেলে বলে আর খাতির কর্‌বো না, খাতির কোরে কোরে আমার অখ্যাতি বাড়্‌ছে, আর না, আস্কারা দেওয়া আর হবেনা।

(পুস্তক হস্তে সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র ও
মহেন্দ্রের প্রবেশ এবং প্রণামান্তর
যথাস্থানে উপবেশন।)

গুরু। বলি আজ এত বেলা কেন বল তো? বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে, বটে, আজ পড়া না বল্‌তে পাল্লে হবে এখনি, বলি আজ কোন্ পুস্তকের পড়া আছে?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা শিশুবোধ পুস্তকের।

গুরু। পড়া মুখস্থ হয়েছে?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হয়েছে।

গুরু। আচ্ছা তোমরা এক এক জন এক একটী স্থানের শ্লোক মুখস্থ বোলে তার অর্থ কর, সুরেন্দ্র! তোমার কোন্‌টী মুখস্থ হয়েছে বল।

সুরেন্দ্র। যে আজ্ঞা

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্য কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বা সর্ব্বত্র পুজ্যতে॥

রাজাতে বিদ্যাতে কখন সমতুল্য নয়, কারণ রাজা স্বদেশে পূজনীয়, বিদ্যা সকল দেশে পূজনীয়, সেই জন্যই রাজা অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব বেশী।

গুরু। দেবেন্দ্র! তুমি কোনটী অভ্যাস করেছ বল?

দেবেন্দ্র। যে আজ্ঞা,—

বরমেক গুণি পুত্র নচমূর্খ শতৈরপি।
একশ্চন্দ্র স্তমহন্তি নচতারা গণৈরপি॥

শতমূর্খ পুত্র অপেক্ষা একটী গুণি পুত্র শত সহস্র গুণে ভাল, একচন্দ্র যেমন জগতের অন্ধকার নাশ করে, একটী গুণি পুত্রও সেই রূপ বংশ উজ্জ্বল করে, মুর্খ পুত্র হোতে বংশ কলঙ্কিত হয় মাত্র, সেই জন্য পিতা মাতা গুণি পুত্র প্রার্থনা কোরে থাকেন।

গুরু। বেশ বেশ, নগেন্দ্র! তোমার কোনটী অভ্যাস হয়েছে বল?

নগেন্দ্র। যে আজ্ঞা,—

এক বৃক্ষ সুগন্ধিনা পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনম্ সর্ব্বং সুপুত্রেন কুলং যথা॥

একটী সুগন্ধি পুষ্পের সুগন্ধে যেমন সমুদয় বন সুবাসিত হয় একটী সুপুত্র হোতেও সেইরূপ বংশ উজ্জ্বল হয়।

গুরু। বেশ বেশ, সকলে বোসে বোসে পড়া অভ্যাস কর।

ছাত্রগণ। যে আজ্ঞা! (সকলের যথাস্থানে উপবিষ্ট)

দুর্ব্বলার প্রবেশ।

দুর্ব্বলা। (পাঠশালার অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া স্বগতঃ) তাইতো, শ্রীমন্ত আজ রাগ কোরে বাড়ী হোতে বার্ হয়েছে, খুজ্‌তে

বাকি রাখ্‌লেম না, কৈ কোথাও তো তার দেখা পেলেম না, হায় হায়! হয়তো খিদেয় বাছার মুখ খানি শুকিয়ে গেছে ;— ভোক্‌চানি লেগে পাছে মারা যায়—সেই ভয় বড় ভয়— বড় মার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই ছেলের সঙ্গে ঝক্‌ড়া বাধান্‌ "ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো কেবল আমি আছি, ছেলের সঙ্গে ঝক্‌ড়া কোর্ত্তেও ছাড়্‌বে না, ছেলে যদি একটু চক্ষু ছাড়া হয়, ওম্‌নি ও দুর্ব্বলা ওদুর্ব্বলা" ছেলে কোথায় গেল দেখ, আমি আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনে, ভালো চাক্‌রি পেয়েছি ; খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সারা হোলেম, যাক মিছে আর দুঃখ কোরে কি কর্‌বো, পাঠশালাটা দেখি, শ্রীমন্ত এসেছে কিনা। (পাঠশালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সকল ছেলেই পড়্‌তে এসেছে, কৈ শ্রীমন্তকে দেখ্‌ছিনে কেন ? (প্রকাশ্যে) ওগো গুরু মহাশয়! আমাদের শ্রীমন্ত কি এসেছে ?

গুরু। মর মাগি, চখের মাথা খেয়েছিস্‌ নাকি ? বাঘের মত দুটো মস্ত মস্ত চোখ্‌ রয়েছে, শ্রীমন্ত এসেছে কিনা দেখ্‌না।

দুর্ব্বলা। মর্‌ মিন্সে! ভাল মুখে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তার বুঝি এই উত্তর, যেন মর্কটের মত দুপাটী দাঁত বার কোরে কামড়াতে এলো, তুমি জাননা, তবে জানে কে ?

গুরু। যা যা মাগি, বেশী বকিস্‌নে। আমি কি কোন ছেলের ঘরের এক চালায় বাস করি, তাই আমাকে ছেলে ধরে ধরে বেড়াতে হবে, তোদের শ্রীমন্ত মল্লো কি বাঁচলো কি চুলোয় গেল আমি তার কি জানি।

দুর্ব্বলা। সাট্ সাট্ আমর মিন্সে, তোর বড় শক্ত শক্ত কথা, শ্রীমন্ত মর্‌বে কেন, তুই কেন মর্‌না, তুই কেন চুলোয় যানা, আবার নূতন গুরুমহাশয়এনে পাঠশালায় ভর্ত্তি কোর্ব্বো, ওমা যাব কোথায়, মুখ পোড়া কিকথায় কি উত্তর কোল্লে.আমি কেবল জিজ্ঞাসা কোরেছি, শ্রীমন্ত এসেছে কিনা, পোড়ার মুখো মিন্সে শ্রীমন্তের কথা শুনে যেন খেঁকি কুকুরের মত খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ কোরে কামড়াতে এলো, শ্রীমন্ত যেন ডেক্‌রার পাকা ধানে মৈ দিয়েছে, বুকে বোসে দাড়ি উপ্‌ড়েছে, ঐ যে বলে "এক কড়ার মুরদ নাই, ভাত মার্‌বার গোঁসাই" পেটে ডুবুড়ি নামালে "ক" খূঁজে বার কোর্‌তে পারা যায় কিনা সন্দেহ, কিন্তু ভুজ্যি উড়াবার যম, মাস যেতে না যেতে মাই-নের জন্যে তল-তলাতল রসাতল বাধিয়ে দেয়। হাঁরে মুখ পোড়া! এবার বুঝি শ্রীমন্ত শ্রীপঞ্চমী পূজার সময় ভাল করে খুসি করেনি, ও বুঝেছি তাইতে তার উপর এত রাগ, কি বোল্‌বো তুইবামুন, নৈলেএম্‌নি শাস্তি দিতেম,দশে দেখ্‌তো। আচ্ছা থাক্,আমি বড় মাকে বোলেতোরে যেরূপজব্দকোর্ত্তে হয় কোর্ব্বো, এই আমি বড় মায়ের কাছে চল্লেম।

(প্রস্থান)

গুরু। (স্বগতঃ) ওঃ হারামজাদি কি বজ্জাত, এত গুলো ছেলের কাছে আমাকে যা নয় তাই কতকগুল বোল্লে, বেটী যেনতাড়কা রাক্ষসী,আর একটু বাড়াবাড়ি কোল্লে হয়তো আমাকে হাঁ কোরে গিলে খেতো, বেটীর ভঙ্গী দেখে আমার প্রাণশুকিয়ে গিয়েছিল,এখনও বুক্‌টো ধড়াস্ ধড়াস্ কোচ্ছে—তার সেই হাত নাড়া মুখ নাড়া মুখ ভঙ্গী মনে পড়্‌ছে, আর

আমার গায়ের রক্ত যেন জল হোয়ে আসছে, বেটীর তেজ কত,—না হবেই বা কেন—বড় মানুষের বাড়ীর চাক্‌রাণী তেজতো হোতেই পারে, বড় মানুষের বাড়ীর চাক্‌রাণীদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, তাদের কাছে মানীর মান থাকা কঠিন, বেটী যদি বড় লোকের চাক্‌রাণী না হতো, তাহোলে কি আমাকে এত অপমান কোর্‌তে পার্‌তো, আজ্‌কাল ছোটর বুদ্ধি বড়র হতমান, ভেবে আর কি কোর্‌বো, কপালে যা ছিল তাই হলো, কিন্তু আমি এ রাগের শোধ না নিয়ে ছাড্‌চিনে, শ্রীমন্ত এলে হয়, তার উপরেই এ রাগ তুল্‌বো।

(পুস্তক হস্তে শ্রীমন্তের প্রবেশ।)

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! প্রণাম হই। (যথাস্থানে উপবিষ্ট)

গুরু। (রাগভরে) শ্রীমন্ত! আজ এত বেলা কেন? দিন দিন যে বড় বাড়াবাড়ি কোরে তুল্লি, কিছু বলিনে বোলে আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে বটে, আচ্ছা যে তিনটী শ্লোক অভ্যাস কোর্ত্তে বলা হোয়েছে, তাকি অভ্যাস হয়েছে?

শ্রীমন্ত। আজ্ঞা একটী শ্লোক অভ্যাস হোয়েছে, তার অর্থও বুঝ্‌তে পেরেছি, আর একটি শ্লোক অভ্যাস হোয়েছে, কিন্তু তার অর্থ বুঝ্‌তে পারি নাই, সেইটীর অর্থ ভাল কোরে বুঝিয়ে দিতে হবে, আর একটী শ্লোক আদৌ অভ্যাস হয় নাই।

গুরু। কোন্‌টী অভ্যাস হোয়েছে বল, এবং তার অর্থ কর।

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা—

মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ॥

চাণক্যপণ্ডিত পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা কোরেছেন, যে মহাত্মা পরস্ত্রীকে মার ন্যায় জ্ঞান করেন, আপনার প্রাণের ন্যায় যিনি সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণ দেখেন, তিনিই পণ্ডিত।

গুরু। বেশ বেশ, শ্রীমন্ত! কোন শ্লোকটীর অর্থ বুঝ্‌তে পারনি বলতো?

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ॥

গুরু। (স্বগতঃ) এইবার সেরেছে, যেটী খুব শক্ত, সেইটী নিয়ে টানাটানি, এই অর্থেই অনর্থ ঘটাবে, কোন রূপে কোরে কর্ম্মে খাচ্ছিলেম, এইবার এই ভূঁই ফোঁড়া ছিরে হতেই তার দফা নিকেশ, আজ কপালে যে কি ঘট্‌বে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, কন্যাদায়ের বেশী দায় উপস্থিত,—পিতা মাতার শ্রাদ্ধ অপেক্ষা বেশী ভাবনা,—হায় হায়, করি কি? আমার উভয় সঙ্কট—বোল্লেও অপমান, না বোল্লেও অপমান, একরকম মারীচের মৃত্যুবৎ ঘটেছে, একটু পূর্ব্বে চাকরাণীতো বোলেই গেল, পেটে ডুবুরি নামালেও "ক" খুঁজে পাওয়া যায় না, সে বড় মিছে নয়, বাস্তবিক আমার পেটের মধ্যে বিদ্যের দফা নাস্তি, কেবল কতক গুলো রাবিশ পোরা মাত্র, পেটে বিদ্যে থাক্‌লে কি উঠ্‌তে বোস্‌তেমেগের ঝ্যাটা খেতেম, আমি কেবল কপালে কোরে খাচ্ছি, যা থাকে ভাগ্যে তাই হবে, ভেবে আর কি কর্‌বো, শ্রীমন্ত বালক বইতো নয়, যেরূপ করেই হোক্ এক রকম করে শ্লোকের অর্থটা বুঝিয়ে দেওয়া যাক্ (প্রকাশ্যে) শ্রীমন্ত! আর একবার শ্লোকটা বল্‌তো?

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেষু ষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ॥

গুরু। হাহাহা! এই শ্লোকটার অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, অতি সহজ অর্থ যে, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি" অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেদের মুখে লাল পড়ে, আর "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" অর্থাৎ দশ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেরা তাড়াতাড়ি কোর্ত্তে থাকে, আর "প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষ" অর্থাৎ ষোল বৎসর হলে কি কর্ব্বে, "পুত্র মিত্র বদাচরেৎ" পুত্র আর যে মিত্র শব্দ এ দুটি শব্দ অশুদ্ধ, ওখানে পিতরং আর মারনং হবে, অর্থাৎ পিতাকে মেরে ধরে বিদায় করে দেবে, এখন বুঝ্‌লে।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) যেমন অগাধ বিদ্যা, তেমনি অর্থ ঠাউরেছেন।

গুরু। (অন্যান্য বালকদের প্রতি) হাঁরে মূর্খ! তোরা কি শুনুছিস্, পড়া অভ্যাস কর্। (বেত্রাঘাৎ)

সুরেন্দ্র। অ্যাঁ অ্যাঁ মেরে ফেল্লে গো, মেরে ফেল্লে কৈ আমিতো শুনেনি, দেবেন শুন্‌ছিল।

দেবেন্দ্র। না গুরু মহাশয়! আমি শুনি নি, মিছে করে আমার নামে লাগাচ্ছে।

গুরু। আচ্ছা নে এখন পড়া অভ্যাস কর, শ্রীমন্ত! আর তোমার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে।

শ্রীমন্ত। আজ্ঞা না এক জিজ্ঞাসাতেই আপনার বিদ্যার দৌড়্ বুঝ্‌তে পারা গেছে।

গুরু। বাপু হে! আর কিছুকাল পড়, তবে তো অর্থ বোধ হবে, অনেক পড়ে শুনে দেখে তবে তো এত বড় হোয়েছি, বিদ্যালাভও করেছি।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) গুরু মহাশয়ের তো জ্ঞান টন্‌টনে, এইরূপে ছেলেদের অর্থ বুঝিয়ে দিলে ছেলেদের মাথা খাবেন আর কি।

গুরু। শ্রীমন্ত! তৃতীয় শ্লোকটী অভ্যাস হয় নাই কেন?

শ্রীমন্ত। মা আমাকে সঙ্গে করে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা কর্‌তে গিয়েছিলেন, তাইতে অভ্যাস হয় নি।

গুরু। পড়া অভ্যাস না কোরে মায়ের সঙ্গে মঙ্গল্ চণ্ডীর পূজা কোর্ত্তে যাওয়া হোয়েছিল, আজ আমি তোর কোন কথা শুন্‌বোনা, যৎপরোনাস্তি অপমান কর্ব্বো।

শ্রীমন্ত। মা সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন,কি করে মার কথা অন্যথা করি।

গুরু। নে নে তোর মার কথা আর আমার কাছে তুলিস্‌নে, তোর মার গুণ জান্‌তে আর কারো বাকি নেই, সকলই তোর মার গুণ জানে, তোর মা সতী কিনা, তাই তার কথা অন্যথা কোর্ত্তে পারিস্‌নে।

শ্রীমন্ত। আমার মা সতী নয় কি অসতী, আমার মাতো সতী।

গুরু। তোর মা যত সতী এক ছাগল্ পুষে তার পরিচয় দিয়েছে; তোরে যে কে জন্ম দিয়েছে, তার ঠিক্ নেই, তোর বাপ্ যে কোথায় তার ঠিক্ নেই, আচ্ছা বল দেখি, তোর বাপের নাম কি?

(শ্রীমন্ত অধোবদনে নিরবে অবস্থিতি)

বালকগণ। (করতালি পূর্ব্বক) ছি ছি, শ্রীমন্ত তুই বাপের নাম জানিস্‌না, তোকে ধিক্, তুই আর আমাদের কাছে বসিস্‌নে, আমাদের সঙ্গে কথা কস্‌নে; এমন কি আমাদের ছুঁস্‌নে।

শ্রীমন্ত। (করুনা স্বরে) না ভাই! আমি তোমাদের কাছে বোস্‌তে চাইনা, ছুঁতেও চাইনা, কথা কইতেও চাইনা, যদি কখন দিন পাই, যদি কালিকুল দেন, তবেই তোমাদের সঙ্গে কথা কব, নইলে এই কথায় আমার শেষ কথা, এই দেখাই আমার শেষ দেখা, গুরুদেব যখন তোমাদের কাছে আমাকে জারজ বোলে ভৎর্সনা কল্লেন, তখন আমার মরণই মঙ্গল (গুরুর প্রতি) গুরুদেব! আমি জারজ হই আর যাই হই, আমি যাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ কোরেছি, তিনিই আমার মা, তিনিই আমার পরমগুরু, তাঁর পদই আমার মোক্ষ পদ, তাঁর পদধুলাই আমার ইহকাল পরকালের সম্বল, তিনি সতী হন্ আর অসতী হন, আমার আরাধ্য দেবতা, আপনি আর অকারণ আমার কাছে মার নিন্দা কর্ব্বেন না।

(গীত)

কেন আর অকারণ।

বল আমায় কুবচন, ইহকাল পরকালের ধন,
মায়ের শ্রীচরণ॥
জান না কি শিক্ষা গুরু, পিতা মাতা পরম গুরু,
যাঁদের পদ কল্পতরু, বিখ্যাত ভুবন॥

কেন মাতৃ নিন্দা কোরে, হান শেল হৃদি মাঝারে,
যে মা জঠোরে আমারে করেছেন ধারণ ॥

গুরু। কুলাঙ্গার! ফের আবার তোর মায়ের কথা উচ্চারণ কচ্ছিস্, তোর মায়ের নাম কোল্লে শরীরে পাপ জন্মায়, এখনও বোল্‌ছি, তুই আর সে পাপিনীর নাম উল্লেখ করিস্‌নে।

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! বলেন কি? মার নাম মুখে উল্লেখ কোর্ব্বোনা, যা হোতে জগৎ দেখ্‌লেম, যিনি আমাকে দশ মাস দশদিন জঠোরে ধারণ কোরে কঠোরে কালযাপন কোরে-ছেন, লালন পালন কোরে বৃদ্ধি কোরেছেন, সেই গর্ভধারিণীর নাম উল্লেখ কোর্‌বনা, তাহোলে আমার গতি কি হবে?

গুরু। ওরে মুর্খ! এখনও ঐ কথা। (বেত্রাঘাৎ)

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! আরো বেত্রাঘাত করুন. সহ্য কোর্‌বো, কিন্তু মার নিন্দা কিছুতেই সহ্য কোর্ত্তে পার্‌বনা পূজ্যপদ! আমি আপনার পদোধরে বিনয় কোরে বোল্‌ছি, আপনি আর মার নিন্দা কোর্ব্বেন না। (পদধারণ)

গুরু। পাষণ্ড! পা-ছাড়্ পা-ছাড়্ কল্লি কি? আমাকে স্পর্শ কল্লি, ছেড়েদে, ছেড়েদে,—কি এখনও ছাড়্‌লিনে, আচ্ছা ছাড়িস কিনা দেখি।

(পদছাড়াইয়া পদাঘাত।)

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! আজ্ আমি ধন্য হোলেম, আপ-নার পদাঘাতে আমার জন্ম সফল হলো, হরি যেমন ভৃগুপদ বক্ষে ধারণ কোরে সন্তুষ্ট হোয়েছিলেন, আমিও তেম্নি আপ-

নার পদ অঙ্গে ধারণ কোরে সন্তোষ হোলেম, দেব! আপনি শিক্ষা-গুরু, তাতে ব্রাহ্মণ, আপনার পদ অঙ্গে ধারণ করা অতি দুর্ল্লভ? ভগবান হরি ব্রাহ্মণকে ভক্তি কোরে ভুবনে ভগবান নামে বিখ্যাত, আমি সেই ভগবান বন্দিত পদ অনায়াসে লাভ কল্লেম, আমার মত পুণ্যাত্মা আর কে আছে। প্রভো! যদিও আমি জারজ বোলে অপবিত্র হই, কিন্তু আর আমার সে অপবিত্রতা নাই, গঙ্গাজল স্পর্শে পাতকীরা যেমন পবিত্র হয়, সেইরূপ আমিও আপনার পদস্পর্শে পবিত্র হোলেম।

(গীত)

হোলো সফল আমার জনম। (এ জীবন)
না হেরি কাহারে, এ বিশ্বমাঝারে, ধরে কলেবরে ব্রাহ্মণ চরণ॥
শ্রীরাম চরণে যেমন পাষাণী, হইল পবিত্র হইয়ে পাপিনী,
এ পাপ জীবনের জীবন তেমনি, ওপদ অঙ্গে করিয়ে ধারণ॥
পতিত পাতকী নারকী নরগণ, জাহ্নবী জলেতে যেমন,
হয় অনায়াসে পবিত্র জীবন, দুর্ল্লভ দ্বিজচরণ,
ভক্তিতে নারায়ণ করেছেন হৃদয়ে ধারণ॥

গুরু। ওরে বেটা বেশ্যাপুত্র, তুই বেশী বকিস্ নে, আমার সম্মুখ হোতে দূর হয়ে যা, নইলে পুনরায় পদাঘাত কোরব।

শ্রীমন্ত। (সরোদনে) মা এসময় কোথায় আছ, আজ পাঠশালায় এসে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে, একবার এসে দেখে যাও, মাগো! আজ তোমার শ্রীমন্ত গুরুদেবের পদাঘাতে

জর্জ্জরিত—হে ভগবন বিভাবসো! হে ধর্ম্ম! হে দেবতা যক্ষ রক্ষ কিন্নরগণ! আপনারা সকলেই দেখ্‌লেন, আজ আমি গুরু কর্ত্তৃক কিরূপ অপমানিত হোলেম, গুরুদেব! যদি আপনার চরণে ভক্তি থাকে, আমি যদি যথার্থ সতীর গর্ভজাত সন্তান হই, তাহোলে পিতার অন্বেষণ কোরে মাতার অপবাদ দুর কোর্‌ব, আশীর্ব্বাদ করুন বিদায় হই ॥

(প্রণামান্তর প্রস্থান।)

গুরু। (স্বগতঃ) শ্রীমন্ত বালক, বালককে নিদারুণ প্রহার কল্লেম। লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলাম, কিন্তু বালক বণিক ভক্তিভরে আমার পদাঘাত সহ্য কল্লে, শেসে ধর্ম্ম সাক্ষ্য কোরে বল্লে, "গুরুদেব! যদি আপনার চরণে ভক্তি থাকে, যদি আমি যথার্থ সতীর গর্ভজাত সন্তান হই, তা হ"লে পিতার অন্বেষণ কোরে মাতার অপবাদ দূর কোর্ব্বো" বালক অটলপ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হোয়ে আমায় প্রণাম কোরে বিদায় হোলো, শ্রীমন্ত সামান্য বালক নয়, আজ শ্রীমন্তের সহিষ্ণুতায় আমার যথেষ্ট শিক্ষা হলো। বালককে কত প্রহার কল্লেম, কত অপমান কল্লেম, বালক অধোবদনে অনায়াসে সব সহ্য কল্লে, অন্য ছেলের প্রতি ওরূপ তাড়না কল্লে সহজে নিস্তার পেতেম না, শ্রীমন্ত শান্তবলে এখনও কোনরূপ গোল উঠে নাই, যদি দুর্ব্বলা চাক্‌রাণী জান্‌তে পেরে থাকে, তাহ'লে সে এখনি প্রকৃত তাড়কা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধারণ কোরে আমায় খেতে আস্‌বে, এই বেল্যা গৃহে প্রস্থান করি। (প্রকাশ্যে) বেলা অবসান হোয়েছে, আজ সকলের ছুটী, কাল্ সকাল্ সকাল্ সকলে এসো ॥ (সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

খুল্লনার গৃহ।

খুল্লনা লহনা ও দুর্ব্বলা।

খুল্লনা। দুর্ব্বলা ফিরে এলে, পাঠশালায় শ্রীমন্তকেতো দেখ্‌তে পেলেনা, তবে বাছা আমার কোথায় গেল, অহো! আমি যে দশদিক শূন্য দেখছি, দিনমণি! বিশ্বলোচন! তোমার চক্ষে জগতের সকল বস্তু পতিত হয়, আমার শ্রীমন্তের প্রতিও তোমার কৃপাদৃষ্টী পড়েছে, দেখাও—জীবন সর্ব্বস্বকে দেখাও আমি শ্রীমন্তকে না দেখে আর জীবন ধারণ কর্ত্তে পারিনা, অহো! আমার কি হলো, স্বামী পুত্র হারালাম, মা মঙ্গলচণ্ডি! তোমার মনে কি এই ছিল মা।

লহনা। ভগ্নী কাতর হোওনা, মা মঙ্গলচণ্ডি অবশ্য মুখ তুলে চাইবেন, শ্রীমন্ত এখনই ঘরে আস্‌বে।

দুর্ব্বলা। ঐযে দুলালচাঁদ আস্‌ছেন, বাঁচ্‌লেম দুর্ব্বলার দেহে বল এলো।

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

খুল্লনা। কে বাপ শ্রীমন্ত এলি, বৎস; এতক্ষণ কোথায় ছিলি, হারে বাপ! দুঃখিনী জননীকে কি এত কষ্ট দিতে হয়, বাপ্‌রে! আমি যে তোর আশাপথ চেয়ে রোয়েছি, তুই এলে

তোকে কোলে কোরে কোল শীতল কর্ব। আয় বাপ আয় কোলে আয়, বাপ! তুই আজ আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস্নে কেন! হারে বাপ্! তুই কাঁদছিস্ কেন? বৎস! চাঁদমুখে আমাকে মা বোলে ডাক্‌ছিস্নে কেন? হায়! আজ কি তোকে কেউ কিছু বলেছে,—বাপরে! তোর কান্না দেখে আমার প্রাণ যে ফেটে যাচ্ছে, মায় কি ছেলের কান্না দেখ্তে পারে, শ্রীমন্তরে! আর কাদিস্নে, দুঃখিনীরধন! দুঃখিনীকে আর কষ্ট দিস্নে, কি হয়েছে শীঘ্র বল?

শ্রীমন্ত। মা! তুমি আর আমাকে পুত্রবলে ডেকোনা! আমি তোমার কুপুত্র, আমাকে স্পর্শ কল্লে তোমার পাপ হবে। (ক্রন্দন)

খুল্লনা। বাপ! কেন আজ তুই ওরূপ কথা বল্লি, ওরূপ কথাতো এক দিনও তোর মুখে শুনিনি; বাপ্রে! কি হয়েছে বল, আর যন্ত্রণা দিস্নে।

শ্রীমন্ত। মা! পুত্র হোয়ে কেমন কোরে সে কথা তোমার কাছে বোল্‌ব!

খুল্লনা। বাছা! এমন কি কথা, যে বোল্তে ভয় পাচ্ছিস্, কথা বই আর তো কিছুই নয়।

শ্রীমন্ত। মা কথা বটে, কিন্তু সে কথা বিষমাখা কথা, শক্তিশেলের সমান, সে কথা বোল্লেই তোমার সরল প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে, সন্তান হোয়ে কেমন কোরে মার প্রাণে ব্যথা দেব, তা আমি কখনই পার্‌বনা।

খুল্লনা। বৎস! সেকি আমি তোর গর্ভধারিণী মায়ের কথা কি অন্যথা কোর্ত্তে আছে। ভালই হোক আর মন্দই

হোক্, শীঘ্র বল, বরং বল্লে তোর উপর সন্তুষ্ট হবো, না বল্লে অন্তরে বেদনা পাব।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) মা যখন শোনবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হোয়েছেন, তখন না শুনে কিছুতেই ছাড়বেননা, কাযেই আমাকে বোল্‌তে হালো, (প্রকাশ্যে) মা! দুঃখের কথা আর কি বোল্‌ব? আজ আমি পাঠশালায় পড়্‌তে গেলে গুরুমহাশয় আমাকে পড়া জিজ্ঞাসা কল্লেন, আমার একটী শ্লোক অভ্যাসহয় নাই বোলে, আমাকে বোল্লেন তুই বেশ্যাপুত্র, তোর আবার পড়া শুনা কি হবে, তোর জন্মের ঠিকনাই? এই বোলে আর বল্লেন তোর পিতার নাম কি বল, মা! আমি পিতার নাম জানিনা, কি কোরে বোল্‌ব, চুপ কোরে রইলেম, তাইতে তিনি আমার উপর রাগ কোরে আমাকে বেত্রাঘাত পদাঘাত কল্লেন, মাগো! আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হোয়েছে, এই দেখ আমার গায়ে বেত্রাঘাত ও পাদাঘাতের দাগ পড়ে রোয়েছে।

খুল্লনা। বাপ্‌রে! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনালি, তোর সোণার অঙ্গে পদাঘাত কোরেছেন, এও আমাকে দেখ্‌তে হোলো, নাথ! এ সময়ে কোথায় আছ একবার এসে দেখ, তোমার শ্রীমন্তের আজ কি দুর্দ্দশা ঘটেছে, তুমি জীবিত থাকতে শ্রীমন্তকে বেশ্যাপুত্র বোলে গাল্ দিয়েছে, একথা কি শুন্‌তে পাচ্ছনা, হায় হায়! অবশেষে আমার কপালে কলঙ্ক রট্‌লো। (রোদন)

দুর্ব্বলা। কি—গুরু মেরেছে, অকথা কুকথা বোলেছে, মুখ পোড়ার তো ভারি আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি,

বড় মা ! তুমি শীঘ্র কোরে এর বিহিত কর, আমার আর সয়না।

শ্রীমন্ত। মা ! মিছে বিলাপ কোরে কি হবে, সুস্থ হও মনকে স্থির কর, আমি আজ অপমানিত হোয়ে গুরু-মহাশয়ের কাছে বোলে এসেছি, পিতার সন্ধান কোরে মার অপ্‌বাদ দূর কোর্‌ব, পিতা কোথায় আছেন বল, আমি পিতার সন্ধানে যাব, তুমি শীঘ্র তরী প্রস্তুত কোরে দাও।

খুল্লনা। যাদু ! ও কথা কি বোল্‌তে আছে, দুস্তর সিন্ধু পারে সিংহল পাঠন, শাল্‌বান রাজার রাজ্য, তোর পিতা সেখানে বাণিজ্য কোর্ত্তে গিয়ে কারাগারে বন্দী আছেন, বাপ্‌! তুই কিরূপে সেই অপার সমুদ্র পারে গমন কর্ব্বি, জীবন সর্ব্বস্ব ! তুই আমার জীবনের জীবন, বাছা ! দেহে জীবন থাক্‌তে কখনই তোকে অকুল পাথারে ভাসাতে পার্‌বনা।

শ্রীমন্ত। মা ! আমি বণিকের সন্তান, আমার অকুল পাথারে ভয় কি ? দুস্তর সাগরই আমাদের গমনা গমনের পথ, তাতে ভয় কল্লে চল্‌বে কেন ? আমি তরী আরোহণে সিংহল পাঠনে যাব, তুমি আশীর্ব্বাদ কোরে আমাকে বিদায় দাও; মাগো !

পিতার সন্ধানে যাব কোরোনা বারণ।
পশেছে হৃদয়ে মাগো শোক হুতাশন॥
দেমা আজ্ঞা দেমা যাই পিতৃ অন্বেষণে।
পুরাব মন বাসনা পিতৃ দরশনে॥

পিতার সন্ধান করি আনিব ভবনে।
তুষিব তোমার মন অভিলাষ মনে ॥
সে সাধে বিষাদ আর ঘটাইওনা মাত।
ধরি পদে দে মা আজ্ঞা কর দৃষ্টি পাত ॥

খুল্লনা। অকুল জলধি পারে কেমনে যাইবি।
ননীর পুতলী তুই জীবন হারাবি ॥
ধরিতে গগন চাঁদে শিশু যথা ধায়।
তোর ও মন বাসনা দেখি সেই প্রায় ॥

শ্রীমন্ত। তোমার শ্রীপদ বলে সকলি সম্ভব।
ধরিতে পারি মা চাঁদে নহে অসম্ভব ॥

খুল্লনা। প্রাণাধিক! কি অধিক বোল্‌বরে আর,
নয়নের মণি তুই অঞ্চলের নিধি।
কণ্ঠের কৌস্তুভ-মণি হৃদয় রতন,
তুই বাপ ক্ষণকাল চক্ষু ছাড়া হোলে;
ত্রিভুবন শূন্যময় দেখিরে নয়নে।
তিলেক নয়নে চাঁদ না হেরিলে তোরে,
যুগ যুগান্তর বোলে জ্ঞান হয় মনে?
পলকে প্রলয় বোধ হয় যাদুমণি!
চক্ষের জলেতে বক্ষ ভাসে নিরন্তর;
বহুব্রত পুণ্যফলে মঙ্গলারে পূজে,
তবে বাপ্! তোরে আমি পেয়েছিরে কোলে।
কোল শূন্য কোরে যাদু! যাবিরে কোথায়?
কারে কোলে কোরে বল, জুড়াব হৃদয় ॥

(গীত)

কোথায় যাবি বল্‌রে দুঃখিনীর ধন।
দুঃখিনীরে দুঃখিনীরে কেন দিবি বিসর্জ্জন॥
পূজিয়ে সর্ব্বমঙ্গলে, পেয়েছিরে তোরে কোলে,
তুই গেলে কে মা বোলে কোর্‌বে সম্ভাষণ,—
কার চাঁদমুখ দেখে জুড়াব তাপিত জীবন।
তোরে হারা হোলে আমার না রবে দেহে জীবন।

শ্রীমন্ত। পূজিয়ে মঙ্গলা দেবী দশ উপচারে।
বিদায় দাও মা মোরে আশীর্ব্বাদ করে॥
মঙ্গল হইবে মাগো মঙ্গলার কৃপায়।
তরিব বিপদ সিন্ধু বলিনু নিশ্চয়॥

খুল্লনা। দুঃখিনীরধন! তুই আমার বহু সাধনের ধন; বহু সাধনের নিধি, তুই গেলে আমাকে মা বোলে ডাকে এমন আর কেউ নাই, তুই আমার অন্ধের যষ্টি, তোর মুখ দেখে আমি কোনরূপে সংসারে আছি, ওরে অশান্ত সন্তান! আর যাব যাব বোলে যন্ত্রণা দিস্‌নে।

শ্রীমন্ত। মা! পুত্র হোয়ে যদি পিতার সন্ধান না করি, তাহোলে আমার এ অসার প্রাণে কায কি,—আমি শুনেছি, পুত্রের পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাকে সন্তোষ কোল্লে দেবগণ সন্তুষ্ট হন্‌, শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে বাকল পোরে মাথায় জটা বেঁধে বনে গিয়েছিলেন, ভগবান হরি শ্রীবৃন্দাবনে নন্দের নন্দন হোয়ে নন্দের বাধা মাথায় কোরে বোয়েছিলেন মা! আমিতো তোমার সেই পুত্র, পিতাকে উদ্ধার না কোরে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো।

খুল্লনা! শ্রীমন্তরে! তুইতো অশেষ প্রকারে বুঝাচ্ছিস্, কিন্তু ও বোঝানতে কি আমার মন বুঝে, বজ্রের বেগ কি হাতে থামান যায়, তাই তোর কথায় আমার মন শান্ত হবে, দৈব কোরে রোগ ভাল কোর্ব্বো বোলে কি মা বাপে ছেলেকে ঔষধ খাওয়ায়না, কপালে থাকে বিদ্যা হবে বোলে কি, মা বাপে ছেলেকে পাঠশালায় পোড়্তে দেয়না, তাই তোর কথায় আমার মন শান্ত হবে, বাপ্রে! তুই যে আমার অন্ধকার ঘরের চন্দ্রকান্ত মণি, স্নেহ মালঞ্চের সুরভি পুষ্প, হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র তুই অস্ত গেলে তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় সুখতারা গুলি অস্ত যাবে, আমি বাপ! কি নিয়ে আর সংসারে থাক্‌বো, ওরে কোলের নিধি! কোল শূন্য কোরে কোথায় যাবি, ওরে নয়নের তারা! তোরে হারা হোলে আমি যে অন্ধ হব, বাপ্! কেন আর এ দুঃখিনীকে দিবাদিশি কাঁদাবি।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) হায় হায় কি করি, মার মায়া কাটিয়ে যাওয়া তো কঠিন—আমি যাব শুনে মা আমার কেঁদে কেঁদে আকুল হোচ্ছেন, বোধ করি, মার প্রাণে প্রাণ নাই, নইলে এত দূর কাতর হোয়ে পড়্বেন কেন? বুঝ্লেম সন্তানই মার জীবন, সন্তানই মার জীবনের সর্ব্বস্বধন, হায় হায় কি করি, কিরূপে মাকে ছেড়ে যাই, আমি গেলে হয় তো আমার শোকে প্রাণ ত্যাগ কোর্ব্বেন, তা হোলেই বিপদ। পিতাকে এনে যদি মাকে না দেখ্তে পাই, তবেই তো আমার সকল শ্রম পণ্ড হবে, সকল চেষ্টাই বিফল হবে, (চিন্তা) মা সর্ব্বমঙ্গলা কি নিদয়া হবেন, আমার প্রতি কি

মুখতুলে চাইবেন্না, এমন হবেনা, মা আমার প্রত্যহ মঙ্গলার পূজা করে থাকেন, অবশ্যই মঙ্গলা মঙ্গল কর্ব্বেন, (প্রকাশ্যে) মা! আর বিলম্ব কোরোনা, শীঘ্র মঙ্গলার পূজা কোরে আমাকে বিদায় দাও।

খুল্লনা। (স্বগতঃ) তাইতো কি করি—শ্রীমন্তকে হাজার কোরে বুঝালেও বুঝ্‌বেনা, সিংহলে যাবেই, কাজেই আমাকে মঙ্গলার পূজা কোরে, মঙ্গলার করে বাছাকেসঁপে দিতে হোলো, (প্রকাশ্যে) বৎস শ্রীমন্ত! তুই যদি নিতান্ত আমার কথা না রাখিস্, তবে আয় আমার কোলে আয়, আমি তোরে কোলে কোরে মঙ্গলার মন্দিরে গমন করি, (শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া) চল দিদি! তবে যাই চল, দুর্ব্বলা! তুই এক কায কর, পুরুত ঠাকুরের বাড়ীতে সংবাদ দিয়ে আয়, তিনি যেন কাল্ মঙ্গলার মন্দিরে উপস্থিত হন্।

(সকলের প্রস্থান)

——

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুরোহিতের বাটী।

পুরোহিত।

পুরোহিত। (স্বগতঃ) করিবা কি, যাইবা কোথায়? কোন যজমানের বাড়ীতে তো কাজকর্ম্ম দেখ্‌ছিনা, সংসার চলে কিরূপে? চালাই বা কি করে, যজমেনে ব্রাহ্মণের যজমানই উপজীবিকা, তা বন্ধ হোলেই চলা কঠিন, ধনপতি

সদাগর একটী বড় যজমান ছিল, মধ্যে মধ্যে শ্রাদ্ধ শান্তি পূজা টুজায় লাভ ও বেশী ছিল, কপাল ক্রমে সেও হাত-ছাড়া হোলো, শুন্‌তে পাচ্ছি, বাণিজ্যে গিয়ে শালবান রাজার রাজ্যে কারাগারে বন্দী আছে। এসব বামুনে কপালে করে, বড় মানুষ যজমান ছিল, সময়ে সময়ে কাছে গিয়ে দুটাকা চাইলেও পাওয়া যেত, কোন দায় দৈব জানালেও সাধ্যমত উপকার কোর্‌ত, এখন গেলেও কেউ একবার ডেকেও সুধা-য়না, সুধাবেই বা কে! এখন সবই একরকম উঠে গিয়েছে, নৈমিত্তিক কার্য্য শ্রাদ্ধ শান্তি যাগ যজ্ঞ ও দেব দেবীর প্রতিমা পূজার নাম গন্ধও নাই, শুধু এখানে কেন, আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রেই প্রাণ প্রতিমা পূজার ভারি ধুম,—সকলেই সেই পূজার জন্য ব্যস্ত, এখন আর মাটীর প্রতিমার আদর নাই, ঘরের প্রতিমার আদর বেশী—কি খাওয়াবেন কি পরাবেন, কিরূপ অলঙ্কার দিয়ে সাজাবেন, সেই ভাবনাই বড় ভাবনা, ঘরের প্রতিমাকে সদয় রাখ্‌বার জন্য কেউ বা দশ উপচারে কেউ বা ভক্তি গঙ্গাজলে পূজা করে সন্তোষ কোচ্ছেন, যজমান মহাশয়দের এখন স্ত্রীই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, স্ত্রীই দেবতা, স্ত্রীই ইষ্ট দেবতা, তিনি যা বোল্‌বেন, তাই হবে, তিনি যা মত দেবেন, সেই মতই শিরোধার্য্য, স্ত্রীসেবা যে ইহকাল পরকা-লের কার্য্য, এটী একেবারে ধ্রুব বিশ্বাস হোয়ে দাঁড়িয়েছে, নৈলে পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ তুলে দিয়ে স্ত্রীর বাধ্য হও-য়ার কারণ কি? যাই হউক, এখন আর যজমানিতে কিছুই নাই,—পেটের ভাত হওয়া কঠিন হোয়েছে। আমার ঘরে যিনি গিন্নি, তিনি তো এসব কিছুই বুঝবেন না, এ কথা যদি

তাঁর কাছে বোল্‌তে যাই, তিনি অম্‌নি বাঘিণীর মত গিল্‌তে আস্‌বেন, ঘরে চাল না থাকলে বেচাল হোয়ে অমনি আমাকে মুড়ো ঝ্যাটা দেখান, বেশী রাগ্‌লে আমারত নিস্তার নাই, ঝ্যাটার ও নিস্তার নাই, কি করি, সব সহ্য কর্ত্তে হয়, নিজে অক্ষম দিতে থুতে পারিনা, তাতে দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নি, কাজেই ঝাঁ্যাটা না খেয়ে আর করি কি, বেশী বাড়াবাড়ি কল্লে পাছে পায়ে ঠেলেন, সেই ভয় বড় ভয়।

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণী। বলি পাগলের মত বিড়্‌বিড়্‌ কোরে কি বোক্‌ছ, আজ যে ঘরে চাল্‌ নেই তা বুঝি মনে নেই,—বেলা কত দেখ দেখি, এর পর কখন আনবে; কখন রাঁদ্‌বো, আর কখনই বা খাব, তোমার হাতে পড়ে যে খাওয়া বিনে প্রাণে মলেম, যদি পেটের ভাতের যোগাড় কর্ব্বার ক্ষমতা নেই, তবে বিয়ে করা কেন? বিয়ে না কোর্‌লেও তো হোতো, এদিকে নাম শুনিতো বিদ্যালঙ্কার—ফলে তো তার কিছুই দেখ্‌তে পাইনা, যার পেটে বিদ্যা আছে; সেকি যজ্‌-মানের ভরসায় থাকে, সে কত রকম কোরে পয়সা উপায় করে, "বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে" যার বিদ্যা আছে, তার আবার কিসের ভাবনা, বনে গেলেও তার পয়সা, পেটে বিদ্যা থাক্‌লে তো পয়সা উপায় কোর্ব্বে, পেটভরা বিদ্যা কেবল ঘরে বোসেই ছড়ান হয়, বাইরে গিয়ে বিদ্যা ছড়িয়ে দুপয়সা আন দেখি, সে বিষয়ে ঘণ্টা, তোমার হাতে পড়া চেয়ে আয়বুড়ী হোয়ে আমার ঘরে থাকা ছিল ভাল।

(গীত।)

তোমার হাতে পোড়ে আমার যে সুখ তা হোলো।
এ হোতে আইবুড়ী হোয়ে আমার ঘরে থাকা ছিল ভাল ॥
যার কোন নাহি উপায়, বিয়ে কি তার শোভা পায়,
পায় পায় সে কষ্ট পায়, জনম তার বিফল।
এখন কার মেয়ে হোলে, দুপায়ে তোমারে ঠেলে,
কুলে কালি দিয়ে গিয়ে কাটাতাম সুখেতে কাল ॥

(দুর্ব্বলার প্রবেশ।)

দুর্ব্বলা। ওগো পুরুত ঠাকুর! শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্যে যাবেন, তার মঙ্গলের জন্য ছোট মা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা কোর্ব্বেন, তুমি কাল সকালে যেও, আমার অনেক কায আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

ব্রাহ্মণ। (সহাস্যে) হুঁ হুঁ ব্রাহ্মণি! দেখ্‌লে আমার বিদ্যার দৌড়্‌টা তো দেখ্‌লে, কোন খানে কিছুই নাই, একেবারে শুভ খবর এসে পৌঁছিল, আমার বিদ্যার তেজটা একবার দেখ, আমি বিদ্যারূপ চুম্বুক পাথর পেটে পুরে দিয়ে রেখে দিয়েছি, কোন দিন না কোন দিন যজ্‌মান রূপ লোহকে আকর্ষণ কোর্‌বেই কোর্‌বে, তবে আমার বিদ্যা সদা সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না; সূর্য্যদেব উদয় না হোলে যেমন পদ্মফুল ফুটে না, সেইরূপ বিদ্যাপদ্ম যজ্‌মানের বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম না হোলে ফুট্‌তে চায়না, কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লেই পদ্ম মুদিত হয়ে থাকে, হাজার হউক, তুমি স্ত্রীলোক, বারহাত কাপড়ে

কাছা নাই, বিদ্যার গুণাগুণ তুমি কি জানবে, আমার বিদ্যা-রূপ টোপে আজ একটা যে রূপ বড় কাৎলা পোড়েছে, হয় তো এতেই বড় লোক হবে, বড় লোকের ছেলে বাণিজ্যে যাচ্ছে, দুশ পাঁচশ হাজার কোন্ না পাব, এবার আর দুঃখ থাক্‌বেনা, এবার তোমাকে ভাল কোরে ভোগ দেব, ভাল কোরে সাজাবো।

ব্রাহ্মণী। (অপ্রস্তুত হইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ! বিদ্যা আছে বৈকি, বিদ্যা না থাক্‌লে কি লোকে ডাকে, তবে আমি বড় দুঃখে পড়ে দুটো কথা বোলেছি, তা মনে কোরোনা, বলি একটা কথা কি বোল্‌ব।

ব্রাহ্মণ। তা বলনা।

ব্রাহ্মণী। সেঁক্‌রা ডেকে গহনা গড়াবার বিলি সিলি গুলা কোরে রাখিনা কেন?

ব্রাহ্মণ। সে কথা আবার বোলছো, আমি গেলেই তুমি গহনা গড়াবার যোগাড়ে থাক, আমি চল্লেম, (কিঞ্চিৎ) অগ্রসর)

ব্রাহ্মণী। বলি শোনো! শোনো! গুলি টুলি খাও, যেন বেশী দই খেওনা।

ব্রাহ্মণ। আঃ ছি ছি! অত চেঁচিয়ে কি ও রূপ কথা বোলতে হয়, আশে পাশে কত লোক বেড়াচ্ছে, ছি যাও যাও আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

ব্রহ্মাণী। (স্বগতঃ) এত দিনের পর আমার সুখের ফুল ফুট্‌লো, এখন সেঁকরা ডেকে পছন্দ মত গহনা সকল গড়াতে দিইগে।

(জৈনক প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।)

প্রতিবেসিনী। ওগো বামুন দিদি! আজ একটা বড় আহ্লাদের কথা শুনলেম, হোক্ হোক ভালই হোক, বলি শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্যে যাবেন বোলে নাকি, বামন দাদাকে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা কোর্‌তে নিয়ে গেলেন, শুনেছি মঙ্গল চণ্ডীর পূজার ভারি জাঁক জমক, নগদ জিনিষে বড় কম হাজার টাকা আজ নিয়ে আস্‌বেন, বামন দিদি! এত দিনের পর তোমার সুখের পড়তা পড়লো, কিন্তু ঠাউরে ঠুউরে কাজ কর্ম্ম গুলো কোরো, খেয়ে দেয়ে যেন ছার খার কোরোনা, আখের ভেবে কাজ কোরো, কিছু কিছু গহনা গড়িয়ে পরো, গহনা গড়াতে যত টাকা লাগবে, তার একটী ঠিক কোরে রাখো, বামন দাদা আসবামাত্র টাকার তোড়াটা হাত করো, সেঁকরা ডেকে আগে হাত ছুটো ঢাক্‌বার যোগাড় করো, পরে ধীরে সুস্থে মুখভরা বিবি আনা নথ, কানবালা ফুলঝুম্‌কো, গলার পাঁচনল গড়িয়ে নিও! কোমর বেড়া গোটা গোটা গোট এক ছড়া গড়াতে দিও, গোল পাছায় গোট পর্‌লে তোমাকে বড় ভাল দেখাবে, এখন গায়ে যে দশ তোলা কোরে রাখ্‌বে, তাই তোলা থাক্‌বে, দৈব ঘটনা কে বোল্‌তে পারে, হরি যেন তা না করেন, যদি বিধবাই হও, ভাতার মলে কেউ একবার তত্ত্বও কোর্‌বেনা, এই বেলা যা সাধ্ কোরে রাখ্‌তে পারো, বামন দাদা তো খেয়ে ফুরো, যখন যা পাবে, নিজের পেট্‌রায় পুরে রেখো, জিনিস পত্র বান্ধা রেখে আনা সূদে কর্জ্জ দিও, জুটীয়ে পুটিয়ে যদি কিছু সঞ্চয় কোর্ত্তে পারো, শেষে কাজ দেখ্‌বে,

বল্‌তে নেই এ তল্লাটের মধ্যে অনেকের বামন দাদার সঙ্গেই চেনাচিনি আছে, চিড়ে দই সাজবেনা,লুচি চিনি কোর্ত্তে হবে, এসব বুঝে সুঝে কায কোরো।

ব্রাহ্মণী। বোন! তা আবার বল্‌ছো, ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে, আমি ঠেকে শিখেছি, এবার আমি বুঝে সুঝেই চল্‌বো।

প্রতিবেশিনী। তবে এখন আমি আসি।

ব্রাহ্মণী। এস, আমিও সেক্‌রা ডেকে গহনা গড়াবার ফরমাস্‌ দিইগে।

(উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মঙ্গলার মন্দির, মধ্যে ঘট-স্থাপনা।

(পূজার উপকরণ হস্তে খুল্লনা দুর্ব্বলা, শ্রীমন্ত ও পুরোহিতের প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। ওগো পুরুত ঠাকুর! পূজার দ্রব্যাদি সকল দেখে শুনে নিয়ে পূজায় বসুন।

পুরোহিত। (ক্রোধভরে) হোচ্ছে হোচ্ছে (নৈবিদ্যের প্রতি দৃষ্টি)

দুর্ব্বলা। বলি—ও দেবতা! নৈবিদ্যের বাতাসার উপর অতো দৃষ্টি কেন? লোভ সাম্‌লাতে পাচ্ছেন না নাকি? পূজা শেষ করুন না, তার পর বাতাসা ভিজিয়ে খাবেন, শরীর ঠাণ্ডা হবে।

পুরোহিত। নাও নাও, আর রসিকতায় কায নেই ঢের হোয়েছে।

দুর্ব্বলা। রসিকতা আর কি হোলো, বাতাসা ভিজিয়ে জল খেতে বল্লেই বুঝি রসিকতা হয়, আ মরণ আরকি, থাক্ আর ও বাজে কথায় কাজ নাই, এখন দ্রব্যাদি গুছিয়ে নিয়ে পূজায় বসুন।

পুরোহিত। দ্রব্যাদির তো জাঁক জঁমক ভারি—নৈবিদ্যের ঘটার তো সীমা নাই, ছটাক টেক্ আলোচাল, গোটা কতক ছোলা, আধখানা রম্ভা; এক খানা বাতাসা দিয়ে নৈবিদ্য সাজিয়ে এনেছে, এতে এতো জরুরি হুকুম কেন? সমস্তদিন না খেয়ে না দেয়ে লাভ তো এই (বিমুখ হইয়া স্বগতঃ) এইসব দেখে শুনে পূজা আচ্ছা একরূপ ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছি, ভেবে ছিলাম, বড়মানুষের পূজা, বেশী লাভ হবে, দুমাস বোসে সুখ সচ্ছন্দে খাবো, না দেখে অবাক—পৈতৃক যজ্‌মান, না রাখলে নয়, তাই রাখ্‌তে হয়, নৈলে যে সময় পোড়েছে, এতে আর কিছু নাই, এরচেয়ে মোট বওয়া ভালো, এদিকে নাই ওদিকে আছে, নৈবিদ্যের যত উপকরণ হোক্ না হোক্, ফুল্ আর বেল পাতার যোগাড়টা বিলক্ষণ হোয়েছে তা হবে বৈকি, এতো আর কিন্‌তে হয়নি, বাগান থেকে আন্‌লেই হলো, একবার হুকুম কোরে পাঠালেই মালি মাথায়

কোরে বোয়ে দিয়ে যায়, মরুগ্‌গে ছাই, যখন পূজা কোর্‌তে এসেছি, তখন পূজাই করা যাক্‌, দক্ষিণার বিষয়টা ভাল বিবেচনা কোর্‌বে, আর স্থানে স্থানে এরূপও ঘটে থাকে, পূজার বিষয়ট' সংক্ষেপে সেরে দক্ষিণার বিষয়টা হাত দরাজ করে, শেষে তাই যদি করে, না আর বেশী কিছু বলা হবেনা, (প্রকাশ্যে) (দুর্ব্বলার প্রতি) ওগো বাছা! তুমি তবে ধূনচিতে ধূনো দাও, বড় মা! তুমি শাঁক বাজাও, ছোট মা তুমি গলায় কাপর দিয়ে যোড়হস্তে বোসো; শ্রীমন্ত! তোমারই মঙ্গলের জন্য মঙ্গলার পূজা হচ্ছে, তুমিও হাত যোড়্‌ করে বোসো।

(পুরোহিতের আদেশানুসারে সকলের তৎকরণ।)

পুরোহিত। (আসনে উপবেশন পূর্ব্বক)

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু তদবিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি। সুরয় দিবিব চক্ষুরাততং। নমঃ অপবিত্র পবিত্রবা সর্ব্বাবস্থাং গতপিবা যস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ সবাহ্যভ্যন্তর শুচি। গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী, নর্ম্মদেসিন্ধুকাবেরী জলেস্মিন স্বন্নিধিং কুরু। পৃথ্বীত্বয়া ধ্রতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধ্রতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্র কুরুচাসনং। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু অদ্য মাসি শুক্লে পক্ষে অমুক গোত্রস্য অমুক দাসস্য শুভ বাণিজ্য যাত্রা কর্ম্মোহং করিষ্যে। (ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আরতি সমাপনান্তে শান্তিজল প্রদান পূর্ব্বক) ওগো বাছা! মঙ্গল চণ্ডীর পূজা তো শেষ হোলো, এখন ছোট মাকে দক্ষিণার বিষয়টা বিবেচনা কোর্ত্তে বল, সকল দিকে ফাঁকি দিলে চল্‌বে কেন?

দুর্ব্বলা। ঠাকুর! আজ্ যান, কাল্ সময় মত এসে দেখা কোর্ব্বেন।

পুরোহিত। সেকি কথা? আজ পূজা কল্লেম, কাল্ এসে দক্ষিণা লব, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাতো শুনিনি, দেবেনা, তাই বল।

দুর্ব্বলা। ঠাকুর! ও আবার তোমার কিরূপ কথা হলো পূজা করিয়ে দক্ষিণা আবার কেনা দেয়, ভয় নাই ফাঁকি দেবনা, কাল্ আস্বেন।

পুরোহিত। তোমরা বলে নয়গো, আজকাল্ ফাঁকি অনেকেই দিয়ে থাকে।

খুল্লনা। ঠাকুর! আমার শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করুন, শ্রীমন্ত যেন আমার নির্ব্বিঘ্নে সিংহলে পৌঁছাতে পারে।

পুরোহিত। (স্বগতঃ) হুঁ—আশীর্ব্বাদের তো আর মূল্য নাই, আশীর্ব্বাদ কল্লেই হলো, ঠাকুর শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করুন, কি প্রাণ জুড়ান কথাই বোল্লেন, (প্রকাশ্যে) ছোট মা! ভয় নাই আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি, শ্রীমন্ত তোমার নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবে, তবে কায়মন চিত্তে মঙ্গলার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা কর, অবশ্যই শ্রীমন্তের মঙ্গল হবে, তবে এখন আমি আসি।

খুল্লনা। ঠাকুর! আজ কাল আমার সময় বড় মন্দ, যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ কোরে সন্তুষ্ট হন, (একটী টাকা প্রদান।)

পুরোহিত। (স্বগতঃ) কোথায় দুশ পাঁচশ হাজার টাকার আশা, কোথায় এক টাকা, হোয়েছে আর কি, আমার

দফা নিকেশ, আমার আর বাড়ী যাওয়া ঘট্‌চেনা, ঘরের গিন্নি অনেক আশা কোরে সেক্‌রা ডেকে গহনা গড়াতে বোসেছেন, আমিও গিন্নিকে আশা দিয়ে এসেছি, বড় সহজ আশা নয়, হাজার টাকার আশা, তারতো মূলে শূন্য, এখন একটাকা হাতে কোরে বাড়ী যাই কি কোরে; গেলেই তো গিন্নি মুড়ো ঝঁ্যাটায় ঝ্যাঁটাবে, না—আর বাড়ী যাওয়া হবেনা বনে গিয়ে তপস্যা কোরিগে, ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে, মেগের দাস হোয়ে থাকার চেয়ে বনে বাস করা সহস্রগুণে ভাল, যাই বনেই যাই।

(প্রস্থান)

খুল্লনা। (গলে বস্ত্রদিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক) মা সর্ব্বমঙ্গলে! তোমার অভয় পদে শ্রীমন্তকে সমর্পণ কচ্ছি, তারিণি! পদতরণী দিয়ে বিপদ সিন্ধুপার কোরো।

শিবে অশিব নাশিনী, সর্ব্বাপদ সংহারিণী,
সচ্চিদানন্দ রূপিণী, শিবানী সর্ব্বাণী.
কৃপাময়ী কৃপা কোরো, রক্ষা কোরে সিন্ধুনীরে,
তব দাস শ্রীমন্তেরে দিয়ে পদতরণী।
সর্ব্বে শারদে শুভদে, সর্ব্ব সম্পদ সম্প্রদে,
শুভে সুখদে মোক্ষদে, শুম্ভ বিনাশিনী,
কৃপাময়ী কৃপা কোরে, রক্ষা কোরো সিন্ধুনীরে,
তব দাস শ্রীমন্তেরে দিয়ে পদ তরণী॥
শম্ভু হৃদি বিলাসিনী, শিশু শশধর ভালিনী,
শশি শেখর সীমন্তিনী, সঙ্কট হারিণী,
কৃপাময়ী কৃপা কোরে, রক্ষা কোরো সিন্ধুনীরে,

তব দাস শ্রীমন্তেরে দিয়ে পদ তরণী।
ওমা তারা ত্রিনয়নে, দেখো সদা ত্রিনয়নে,
শরণাগত সন্তানে, কি নিশি কি দিনে,
কৃপাময়ী কৃপা কোরে, রক্ষা কোরো সিন্ধুনীরে,
তব দাস শ্রীমন্তেরে দিয়ে পদ তরণী ॥
সঁপিলাম পদতলে, রেখো মা জলে জঙ্গলে,
স্থলে অনলে পাতালে, শ্রীচরণ দানে,
কৃপাময়ী কৃপা কোরে, রক্ষা কোরো সিন্ধুনীরে,
তব দাস শ্রীমন্তেরে দিয়ে পদ তরণী ॥

(গীত)

জগজ্জন মনমোহিনী।
শিবানী সর্ব্বাণী সঙ্কটসংহারিণী, ত্রিনয়নী ত্রিগুণ ধারিণী,
ত্রিদিব বন্দিনী তারিণী নিস্তারিণী ॥
সঁপিলাম তোমারে, প্রাণের কুমারে, রেখো যতনে
কৃপা কোরে——জলে স্থলে অনলে জঙ্গলে
রক্ষ মা দক্ষনন্দিনী ॥
ভীষণ বিপদে, রেখো রাঙ্গাপদে, না পড়ে যেন কোন বিপদে,
তোমারই সাহসে, পাঠালাম বিদেশে, যেন সন্তোষে এসে দুঃখিনী ॥

(শূন্যমার্গে দৈববাণী)

মাভৈঃ মাভৈঃ আর ভেবোনা অন্তরে.
শ্রীমন্তে রক্ষিব আমি অকুল পাথারে,
নির্ভয়ে বিদায় দাও ভেবোনা খুল্লনা,
প্রহরী রহিল সদা তারা ত্রিনয়না,

অক্ষত শরীরে বৎস যাইবে সিংহলে,
পতিধনে ফিরে পাবে পুত্র পাবে কোলে,
ভক্ত মোর পুত্র তোর ভয় কি তাহার,
দেবজয়ীদহবে পুত্র বরেতে আমার।

খুল্লনা। বৎস! ঐ শোন, মা সদয় হোয়ে তোকে অভয় দিচ্ছেন, আর তোর ভয় নাই।

শ্রীমন্ত। মা! তোমার কথায় মা আমাকে অভয় দিলেন, আমি একবার মাকে ডাকি, আমার কথায় মা আমাকে অভয় দেন কি না দেখি, মা! মাকে কি বোলে ডাক্‌বো, আমাকে বোলে দাওনা?

খুল্লনা। বৎস! তুমি এই বোলে ডাক, ওমা সর্ব্বমঙ্গলে! ওমা বিপদ বিনাশিনী! ওমা সঙ্কটহারিণি! স্বগুণে দাসের প্রতি সদয় হও মা।

শ্রীমন্ত। আচ্ছা মা! মাকে যা বোলে ডাক্‌তে বোল্লে তাই বোলে ডাকি, ওমা সর্ব্বমঙ্গলে! ওমা বিপদ বিনাশিনি! ওমা সঙ্কটহারিণি! স্বগুণে দাসের প্রতি সদয় হও মা।

(গীত)

ওমা সর্ব্বমঙ্গলে! একবার উদয় হও হৃদয় কমলে।
সদয় হোয়ে অভয় দাও মা, অভয় রাঙ্গা চরণে,
(ওমা দুর্গে দুর্গেগো! একবার চাও নয়নে)
(ওমা তারা তারাগো একবার এসো এখানে)
ওমা নিজগুণে এ নির্গুণে, স্থান দাও পদকমলে॥

(শূন্যমার্গে দৈববাণী)

ডাকিতে হবেনা বাপ! শুনেছি কর্ণেতে,
রক্ষিব তোমারে আমি জলে জঙ্গলেতে,
খুল্লনা যেমন বৎস তোমার জননী
আমিও তেমনি যাদু তোমার জননী,
খুল্লনা ভক্তিডোরে বেঁধেছে যেমতি,
তুমিও আমারে যাদু বাঁধিলে তেমতি,
এ বন্ধন বিমোচন হবেনা কখন,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য করিবে ভ্রমণ।

শ্রীমন্ত। মা! মার কি সুধামাখা কথা শুন্‌লেম, শুনে কর্ণ পবিত্র হোলো, জন্ম সফল হোলো, মা! মা আমাকে অভয় দিলেন, আর আমার ভয় কি? মাগো! তুমি আমাকে শীঘ্র বিদায় দাও।

খুল্লনা। যাদু! তোর যাওয়া তো স্থির হোলো, এখন ঘরে চল, ঘরে গিয়ে সাত খানি বাণিজ্য তরী প্রস্তুত কর্‌বার যোগাড় কর্, গণক ডেকে এনে শুভদিন স্থির কর্।

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা মা! তাই করি গে চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ধনপতি সওদাগরের বৈঠকখানা।

শ্রীমন্ত একাকী আসীন।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) দূত অনেকক্ষণ গণক ঠাকুরের বাড়ী গিয়েছে, এখনও আস্‌ছেনা কেন? তবে কি গণক ঠাকুর বাড়ীতে নাই; তাহোলেইত বিপদ, আমার যে আর দেরি সহ্য হোচ্ছেনা; একটা দিন স্থির হোলেই কারিকর ডেকে সাতখানি তরণী প্রস্তুত করাতে আরম্ভ করে দিই, কৈ এখনও তো দূত ফিরে আস্‌ছেনা, ওমা দুর্গতি নাশিনি দুর্গে! মাগো! গণক ঠাকুর যেন বাড়ী থাকেন, দূতের সঙ্গে যেন তাঁর শুভাগমন হয়।

(দূতসহ গণকের প্রবেশ।)

শ্রীমন্ত। আসুন আসুন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, প্রভো! পঞ্জিকা খুলে একটা ভাল দিন স্থির কোরে দিন্, আমি বাণিজ্যে যাব।

গণক। তার জন্য চিন্তা কি? আমি এখনি দিন স্থির কোরে দিচ্ছি, (পঞ্জিকা দর্শনান্তর) বাপুহে! তোমার কপালে ভাল দিনই মিলে গেল, সচরাচর এমন দিন পাওয়া অতি দুর্ল্লভ, কল্য তারিখে অতি উত্তম দিন, পুষ্যানক্ষত্র অমৃত

যোগ, যেখানে ইচ্ছা সেই খানে গমন কর, কোন বিপদই ঘট্‌বেনা, যা মনে কোরে যাবে, তাই সিদ্ধ হবে, পুষ্যানক্ষত্র অমৃত যোগে যাত্রা কল্লে দেবগণ সদা সুপ্রসন্ন থাকেন, আদ্যা-শক্তি ভগবতী সদা সর্ব্বদা কাছে থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কল্যই তোমার যাত্রা করা কর্ত্তব্য, এই বৎসরের মধ্যে কাল বই আর দিন নাই।

শ্রীমন্ত। ঠাকুর! তবে আর আমার বাণিজ্যে যাওয়া হোলোনা, পিতার উদ্ধার সাধনও হোলোনা, মাকেও সন্তোষ কোর্ত্তে পাল্লেম না, আপনি তো পঞ্জিকা খুলে কল্য দিন স্থির কল্লেন, কল্য শুভদিন বটে, কিন্তু আমার পক্ষে দুর্দ্দিন, আজ দিবা নিশি মধ্যে এমন সাধ্য কার যে সাতখানি বাণিজ্য তরণী প্রস্তুত কোরে দেয়, ভূদেব! আমি আপনার কথায় একেবারে নিরুপায় হোয়ে পোড়্‌লেম। (অধোবদন)

গণক। (স্বগতঃ) যার মার কাছে দীন তারিণী দিবা-নিশি বাঁধা, তার পুত্রের কি দুর্দ্দিন আছে, তার সব দিনই সুদিন, সে যে আজ দিন মানের মধ্যে সতখানি তরণী প্রস্তুত কর্‌বে, তার আর বিচিত্র কি? (প্রকাশ্যে) শ্রীমন্ত! মিছে ভাব্‌ছো কেন, যিনি কটাক্ষে ত্রৈলো-ক্যের লয় সাধন করেন, সেই ত্রৈলোক্য তারিণী ভগবতী তোমার মার জননী, তোমারও জননী, তুমি মনে কল্লে কৃপা-ময়ীর কৃপায় সাত খানি তরণী দূরে থাকুক, নিমিষে নিমিষে শত সহস্র তরণী প্রস্তুত করাতে পার, তোমার আবার চিন্তা কি? তুমি নিশ্চিন্ত হোয়ে সেই চিন্তা-বারিণীর চরণ চিন্তা কর, তবেই তোমার সকল চিন্তা দূর হবে, এখন এক কাজ

কর, দূতের দ্বারা ঘোষণা কোরে দাও, যে যে আজ দিবারাত্রের মধ্যে সাতখানি তরণী প্রস্তুত কোরে দিতে পার্ব্বে, সে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাবে।

শ্রীমন্ত। ঠাকুর! বেশ বলেছেন, সেই ভাল, নগরে অনেক কারিকর আছে, অর্থলোভে সকলে মিলে সাতখানি তরণী প্রস্তুত করে দিলেও দিতে পারে, (দূতের প্রতি) দূত! তুমি এখনি নগরের পথে পথে এই ঘোষণা করগে, "যে শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্যে যাবেন, আজ দিবারাত্রের মধ্যে যে সাতখানি বাণিজ্য তরণী প্রস্তুত করে দিতে পার্‌বে সদাগর মহাশয় তাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন" আর বিলম্ব কোরোনা, শীঘ্র যাও, (গণকের প্রতি) ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মন-বাসনা পূর্ণ হয়, আজ আপুন আমিও শয়নাগারে গিয়ে বিশ্রাম করিগে। (প্রণামান্তর প্রস্থান)

গণক। সর্ব্বত্র জয় যুক্ত হও, বেলা অধিক হয়েছে, আমিও চল্লেম।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

দূত।

দূত। (উচ্চৈস্বরে) শ্রীমন্ত সদাগর কাল বাণিজ্যে যাবেন, যে ব্যক্তি আজ দিবা নিশি মধ্যে সাতখানি তরণী প্রস্তুত করে দেবে, সদাগর মহাশয় তাহাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেবেন। (ধেড়া বাদ্য)

(সেধো, মেধো, রামা, রামধনা কারিকর
গণের প্রবেশ)

সেধো। বলি কিসের ধেড়া হে! বল আর একবার শুনি।

দুত। (উচ্চৈস্বরে) শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্যে যাবেন, যে ব্যক্তি আজ দিবারাত্রের মধ্যে সাতখানি তরণী প্রস্তুত করে দিতে পার্‌বে, সদাগর মহাশয় তাহাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেবেন। (ধেড়া বাস্ত)

সেধো। মেধো! কি বসিল্‌ পার্‌বি? পাল্লে অনেক টাকা পাওয়া যায়,—যদি সাহস হয় তবে সকলে মিলে কোমর বেন্ধে লাগি আয়, পাল্লে কিন্তু একদিনে বড় লোক।

মেধো। একদিনে সাতখানা লা তয়ের করা সহজ কিনা, তাই কোমর বাঁধবো, আমিতো আর মন্ত্র জানিনে, যে ফুঁ দিয়ে সাতখানা লা গোড়্‌ব, তুই ফুঁ দিয়ে পারিস্‌ দেখনা।

রামা। সকলে মিলে কোমর বেঁধে আদা জল খেয়ে লাগ্‌লে সাত খানা লা তয়ের কল্লেও করা যায়, রামধনা! তোর ঘরে সুঁদ্‌রির তক্তা বেশী আছে নয়?

ধনা। তোরা যেমন খেপা তাই হাবল তাবল কতকগুলা বক্‌ছিস্‌, একি মাটীর লা তাই সুঁদরির তালি তুলি দিয়ে সেরে সুরে দিবি, এতে পেরেক চাই, পাট চাই, তবেতো এক এক মাসে এক এক খানা হয় কিনা তার ঠিক্‌ নেই, একদিনের মধ্যে সাতখানা—একি কথা— সদাগরের ছেলেটা হয়তো পাগল হয়েছে, তাই দুত দিয়ে পাগলের মতন ঘোষণা বার্‌ কোরেছে।

সেধো। ঠিক্ কথা ভাই ঠিক কথা, টাকা টুকি সব মিছে, বাবা বাবা করে ছেলেটা খেপেছে, তাকে সন্তোষ কর্‌বার জন্য তার মা এই ফিকির করেছে।

মেধো। ঠিক ঠিক,—দূর দূর, ওকথায় আর কাজ নাই, চল গিয়ে আপন আপন কাজ করিগে। (দূতের প্রতি) ওহে দূত! সদাগরের ছেলেকে বলগে, যদি বছর খানেক সময় দেন, তাহোলে আমরা অল্প টাকা নিয়েও সাতখানা লা তয়ের করে দিতে পারি, নৈলে আমাদের বাবার বাবা তার বাবা এলেও পার্‌বেনা, যদি তার মত হয়, তাহোলে আমাদের খবর কোরো, এখন আমরা চল্লেম।

(সকলের প্রস্থান)

দূত। (স্বগতঃ) কারিকরেরা সকলেই পেছুলো, কেউতো সাহস কোল্লেনা, সাহস কোর্‌বেই বা কি, একদিনের মধ্যে সাতখানা লা তয়ের করা কি সহজ, না ভরসা করে কেউ বুক বাঁধ্‌তে পারে, মানুষ কারিকরের তো কর্ম্ম নয়, তবে যদি স্বর্গ হতে বিশ্বকর্ম্মা আসেন, তবেই হবার সম্ভব, আমি আর মিছে ধেড়া দিয়ে মরি কেন, যাই সদাগর মহাশয়ের কাছে যাই।

(প্রস্থান)

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়নাগার।

(শ্রীমন্ত শয্যোপরি অধোবদনে উপবিষ্ট
ও ভাবনায় নিমগ্ন।)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সদাগর মহাশয়! আপনার আদেশমত নগরের প্রত্যেক রাস্তায় ধেড়া পিটীয়ে খবর করেছি, অনেক কারিকর এসেও জুটেছিল, কিন্তু কেউ ভরসা কর্‌তে পাল্লেনা, তারা বল্লে, সদাগর মহাশয় যদি বছর খানেক সময় দেন, তাহোলে আমরা অল্প টাকা নিয়েও তয়ের করে দিতে পারি, তাদের কথা শুনে কাজেই আমাকে ফিরে আস্‌তে হোলো, এখন আপনার বিবেচনায় যা হয় করুন।

শ্রীমন্ত। দূত! কি বোল্লে? কারিকরেরা কেহ সাহস কর্‌তে পাল্লেনা, সেকি! তুমি আর একবার যাও, গিয়ে ভাল কোরে ঘোষণা করগে, অবশ্যই কেহ না কেহ স্বীকার কর্‌বেই কর্‌বে, তুমি দেরি কোরনা শীঘ্র যাও।

দূত। যে আজ্ঞা চল্লেম। (প্রস্থান)

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) না হোলোনা, পিতার উদ্ধার সাধন হোলোনা, যখন কাল বোই আর দিন নাই, তখন কিরূপে অদ্য দিবানিশি মধ্যে সাতখানি তরণী প্রস্তুত হবে, বুঝ লেম, এ কুলাঙ্গার হোতে পিতার উদ্ধার সাধন হোলোনা, যার দুঃখ

দূর হোলোনা! আমার জন্মে ধিক্ মাগো! কেন কুপুত্রকে গর্ভে ধারণ কোরেছিলে, কেন স্তন্য দুগ্ধ দিয়ে বৃদ্ধি কোরেছিলে, হায় হায়! আমি কি পাপী, আমাকে ধিক্, শুনেছি ধ্রুবজননী সুনীতির দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য বনে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন, মার উপদেশ মত মুখে কেবল হা পদ্মপলাসলোচন, হা মধুসূদন! হা বিপদভঞ্জন বলে উচ্চৈঃস্বরে ডেকেছিলেন, তাইতে হরি কৃপাকরি পদতরি দিয়ে বিপদ বারি পার করেছিলেন, জানকীর কুমার লব কুশ জানকীর উপদেশ মত বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে মার শোকের শান্তি করে ছিলেন, দিলীপ নন্দন ভগীরথ মার উপদেশ মত বিজনবনে ষাটী হাজার বৎসর তপস্যা করে পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে মাকে সন্তোষ করেছিলেন, আমি কি মাকে সন্তোষ কর্ত্তে পার্‌বনা, কেন পার্‌বনা,—মাতো আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, বিপদে পোড়্‌লে মা সর্ব্বমঙ্গলে বোলে ডাকিস্, আমি কেন তাই ডাকিনা, ওমা সর্ব্বমঙ্গলে! ওমা বিপদ বিনাশিনি ওমা সঙ্কট হারিণি! সঙ্কট হতে উদ্ধার করমা।

(গীত)

পড়েছি সঙ্কটে কেহ নাই নিকটে,
কৃতাঞ্জলি পুটে ডাকি গো জননী।
শুনেছি মার মুখে, বিপদে যে ডাকে,
বিপদ না থাকে, বিপদ ভঞ্জিনী।
মা তোমা বিনে আর, কেহ নাই আমার, জগতে জগদম্বে।
(ওমা) তোমার রাঙ্গাপায়, জীবে মোক্ষপায়,
কালে ভয় পায়, কালবরণী॥

শ্রীমন্ত। মা সর্ব্বমঙ্গলাকে এত কোরে ডাক্‌লেম, মাতো সদয় হলেন না, মুখতুলে চাইলেন না, মা শঙ্করি! দুস্তর সিন্ধু বারি তরিবার তরির উপায় তো হোলোনা, মা তরী বিনে কিরূপে তরি বল মা! তোমার অভয়পদ তরী ভিন্ন তরিবার উপায় তো আর কিছুই দেখ্‌ছিনা, দয়াময়ি! দয়াকরি পদতরী দাও, আমি সিন্ধু পারে গমন করি। মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমার কথা শুন্‌লেন না, আমি মার কাছে যাই, গিয়ে মার পায় ধরে পড়িগে, মা যদি কোন উপায় করে দেন।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

খুল্লনার গৃহ।

খুল্লনা, লহনা দুর্ব্বলা আসীনা।

খুল্লনা। দিদি! শ্রীমন্তের যাবার দিন স্থির কবে হোলো তার তো কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না, গণক ঠাকুর এসে যে কি বলে গেলেন, তাও তো শুন্‌তে পেলেম না, শ্রীমন্ত মঙ্গল চণ্ডীর পূজা দেখে সেই যে শুইগে বলে গিয়েছে, সেও তো একবার এলোনা।

লহনা। ভগ্নি! সে কেমন করে আস্‌বে, সে বিষম বিপদে পড়েছে, তার কি অবকাশ আছে? তরণী প্রস্তুত কর্‌বার জন্য সশব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে, যতক্ষণ তরণী প্রস্তুত না হোচ্ছে, ততক্ষণ তার আহার নিদ্রা নাই, (দুর্ব্বলার প্রতি) দুর্ব্বলা! শ্রীমন্ত এখন কি কাজে ব্যস্ত আছে, একবার দেখে আয়?

দুর্ব্বলা। চল্লেম; (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শ্রীমন্তকে দেখিয়া) বড়মা! আর যেতে হবেনা, ঐ দেখ আস্‌ছে।

(বিরসবদনে শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। জননি! শ্রীপদে প্রণত হই (প্রণামান্তর পদধারণ পূর্ব্বক) মাগো!

ধরি পদে, কর পুত্রে কৃপা দৃষ্টিপাত,
পড়েছি সঙ্কটে মাগো! নাহিক উপায়।

খুল্লনা। কি সঙ্কট যাদুমণি! বল আমি শুনি,
অবশ্য করিব আমি তাহার উপায়?

শ্রীমন্ত। মা! গণক দিন স্থির করিয়াছেন কালি,
তরী বিনে কিরূপেতে সিন্ধু-বারি তরি?

খুল্লনা। ঘোষণা করগে যাদু! নগরের পথে,
আসিবে কারিকর সবে তরণী গঠিতে।

শ্রীমন্ত। ঘোষণা কোরেছি মাগো! দূত পাঠাইয়া
স্বীকৃত না হোলো কেহ গেল পলাইয়া।

খুল্লনা। নিরাশা হোওনা বাপ! আশা কর মনে,
পুরাবেন মনবাঞ্ছা তারা ত্রিনয়নে।

শ্রীমন্ত। তোমার আদেশ মত ডেকেছি মায়েরে,
কৈ মা! মাতো দেখা দিলেন না আমারে।
তবে কি হবেনা মাগো! পিতার উদ্ধার;
তাহোলে জীবনে বল কি ফল আমার।
যদি তরীবারে তরী না পাই প্রভাতে,
পিতৃ অন্বেষণে যাব ভাসিতে ভাসিতে॥

(গীত)

যাব পিতৃ অন্বেষণে।
করি নিবেদন, রাখ মা বচন, কোরোনা বারণ ধরি শ্রীচরণে।

তরিবারে তরী যদি কাল প্রভাতে,
না পাই তবে ঝাঁপ দিব অকুলেতে,
যাব গো জননী ভাসিতে ভাসিতে,
পিতাকে আনিতে সিংহল পঠনে ॥
পিতৃ ঋণ শোধিতে জগত চিন্তামণি, নন্দের নন্দন হয়ে
বাধা বইলেন তিনি, জগত চিন্তামণি, রাম গুণমণি,
বাকল পরে গিয়েছিলেন বিজনে ॥

খুল্লনা। কেঁদনা কেঁদনা আর দিওনা বেদনা।
সহেনা সহেনা আর তোমার যন্ত্রণা ॥
ভাসিতে হবেনা বৎস! ভীষণ পাথারে।
যাও ত্বরা করি বাছা শয়ন মন্দিরে ॥
শুদ্ধ চিত্তে নয়ন মুদে ভাব তারিণীরে।
তারিণী তরণী দিবেন অকুল পাথারে ॥
চিন্তা ত্যজি চিন্ত তারা চরণ তরণী।
প্রভাত না হোতে তুমি পাইবে তরণী ॥
মঙ্গলারে পূজিবারে চলিলাম আমি।
মঙ্গলা মঙ্গল কর্‌বে মনে আমি জানি ॥
নাহি ভয় অভয় দিলাম রে তোমারে।
অভয়ার অভয়পদ ভাবগে অন্তরে ॥

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা মা! যাই তবে শয়ন আগারে।
আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ প্রফুল্ল অন্তরে ॥

(প্রস্থান)

খুল্লনা। দিদি! আমিও যাই মঙ্গলার মন্দিরে গিয়ে ধন্না দিইগে।

লহনা। চল আমরাও তোমার সঙ্গে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

ক্রোড় অঙ্ক।

শূন্যপথ।

(বিমানোপরি ভগবতী ও পদ্মা)

ভগবতী। পদ্মা! শ্রীমন্ত যে আমাকে ডেকে ডেকে সারা হোলো, খুল্লনা না খেয়ে না দেয়ে আমার কাছে ধন্না দিয়ে পড়েছে, আমি যে আর তাদের কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারিনে, আমার প্রাণ যে যায়, কৈ বিশ্বকর্ম্মার তো দেখা নাই, তাকেতো অনেকক্ষণ সম্বাদ দেওয়া হয়েছে।

পদ্মা। বুঝি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, তাইতে বিলম্ব হচ্ছে, এলেন বলে।

(বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

বিশ্বকর্ম্মা। জননি! প্রণাম হই, মা! কি জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন।

ভগবতী। যাও বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বশিল্পী আমার আদেশে।
উজ্জয়িনী নগরেতে শ্রীমন্তের পাশে।

বিশ্বকর্ম্মা। তবাদেশ শিরোধার্য্য করিব পালন।
তুষিব তোমার মন করি প্রাণপণ॥
কি উদ্দেশে যেতে হবে বল গো জননি!
কি কার্য্য করিতে হবে যাইয়া ধরণী॥

ভগবতী। অকুল জলধি পার সিংহল পাঠন।
ভক্ত শ্রীমন্ত আমার করিবে গমন॥
নাহি হেন কারিকর ধরাতল পরে।
একদিনে সপ্ততরি নির্ম্মাইতে পারে॥

হতাশ হইয়া বৎস ডাকিছে আমার।
তাই আমি ডাকিয়াছি যতনে তোমারে ॥
কর্ম্মকার রূপে তুমি যাও অবনীতে।
গঠ গিয়ে তপ্ততরী রজনী মধ্যেতে ॥
ভক্তাধীন অতি শিশু শ্রীমন্ত আমার।
ডাকিতেছে মামা বোলে মুখে অনিবার ॥
ভক্তের জননী আমি ভক্তের জীবন।
ভক্তবৎসলা নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
ভক্ত শ্রীমন্তের কষ্ট সহনে না যায়।
যাও যাও বিশ্বকর্ম্মা যাওহে ত্বরায় ॥

বিশ্বকর্ম্মা। যে আজ্ঞা মা! চলিলাম তরণী নির্ম্মাণে।
শ্রীপদপঙ্কজ রজ বিতর সন্তানে ॥
তবপদ রেণু বই নাহিক সম্বল।
সাহস ভরসা মম ওপদ কমল ॥
জননি প্রণত হই তব পদ প্রান্তে।
দয়া করি পদধূলি দাও শিবকান্তে ॥

(হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট)

ভগবতী। দিলাম চরণ রেণু যাও শীঘ্র করি।
বাঞ্ছা পুর্ণ কার্য্য সিদ্ধি হবেহে তোমারি ॥

বিশ্বকর্ম্মা। (ভগবতীর পদরজ গ্রহণ করিয়া স্বগতঃ)
ধন্য জন্ম পুণ্য মম ধন্য তপোবল।
তাই আমি লভিলাম শঙ্কর সম্বল ॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন ধরিলাম শিরে।
মম সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে ॥
চলিলাম ধরণীতে তরণী গঠিতে।
দেবের দুর্ল্লভ ধন লইয়া শিরেতে ॥

(প্রস্থান)

ভগবতী। চল্ পদ্মা চল যাই কৈলাস ভবনে।
পূজিবারে মহেশ্বরে আনন্দিত মনে॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী সদর রাস্তা।

দূত দণ্ডায়মান।

দূত। (উচ্চৈঃস্বরে) শ্রীমন্ত সদাগর কাল্ বাণিজ্যে যাবেন, যে ব্যক্তি আজ দিবারাত্রের মধ্যে সাতখানি তরণী প্রস্তুত করে দিতে পার্বে, সদাগর মহাশয় তাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। (ধেড়া বাদ্য)

(বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।)

বিশ্বকর্ম্মা। কি হে বাপু! কিসের ধেড়া আর একবার বল না শুনি।

দূত। দুস্তর জলধিপার সিংহল পাঠন।
শ্রীমন্ত বণিকসুত করিবে গমন॥
কল্য তার দিন স্থির করেছে গণকে।
রজনী প্রভাত হোলে যেতে হবে তাকে॥
দিবা মধ্যে সপ্ততরী যে করিবে গঠন।
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাবে সেই জন॥

বিশ্বকর্ম্মা। চল দূত চল যাই সদাগর পাশে।
গঠি দিব সপ্ততরী নিশি অবশেষে॥

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শয়নাগার।

শ্রীমন্ত বিষণ্ণ মনে শয্যায় উপবিষ্ট।

(দূত সহ বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।)

দূত। সদাগর মহায়! এই কারিকরটী আজ দিনমানের মধ্যে সাত খানি তরণী প্রস্তুত করে দেবে স্বীকার করেছে; এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করুন।

শ্রীমন্ত। (সহর্ষে) দূত! আজ তুই আমাকে বড় সন্তোষ কল্লি, তোকে আর কি দিব, তুই আমার এই গলার রত্নহার গ্রহণ কর্। (হার প্রদান)

(বিশ্বকর্ম্মার প্রতি।)

কহ বাপু কেবা তুমি কোথা তব ধাম?
কি জাতি কি কার্য্য কর কিবা তব নাম?

বিশ্বকর্ম্মা। কর্ম্মকার জাতি আমি করি নানা কায।
যে যা বলে তাই করি নাহি লোক লাজ॥
কি করিতে হবে তব বল হে আমায়।
সাধিয়ে সে কার্য্য আমি যাইব ত্বরায়॥

শ্রীমন্ত। জলযান পার কি হে করিতে নির্ম্মাণ।
তা হোলে সত্বর তার কর অনুষ্টান॥
প্রভাতা হইলে যাব সিংহল পাঠনে।
অদ্য সপ্ততরী গঠ অতি সযতনে॥

বিশ্বকর্ম্মা। কার্য্য ঐ মোর করি তরণী নির্ম্মাণ।
নিমিষে গঠিতে পারি শত জলযান॥

চলিলাম আমি তবে তরী গঠিবারে।
কল্য প্রাতে যেও তুমি তরণীতে চড়ে॥
নর্ম্মদা নদীতে তরী থাকিবে সজ্জিত।
কল্য শুভযাত্রা কোরো হোয়ে প্রফুল্লিত॥

(প্রস্থান)

শ্রীমন্ত। ভাবি মনে মনে কেবা কর্ম্মকার রূপে;
ছলনায় ভুলালে আসি, মোরে মায়াজালে।
তবে কি পরীক্ষা লতে দেবী! মহামায়া,
আসিলেন মায়া করে, কর্ম্মকার রূপে?
নহে হেন সাধ্য কার অবনী মাঝারে।
সপ্ততরী গঠিবারে পারে নিমিষেতে?
ঘন মেঘে আচ্ছাদিত সূর্য্যরশ্মী যথা
অগ্নি সম তেজরাশি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ,
বুঝিলাম সানুকুল হয়েছেন দেবী!
দেবীর কৃপায় আমি তরিব জলধি,
যাই তবে মার কাছে বিদায় লইতে,
মার পদরেণু নিয়ে চড়িগে তরীতে॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নর্ম্মদা নদীতীর।

সুসজ্জিত সপ্ত বাণিজ্য তরী।

তরণীবক্ষে নাবিকগণ স্বস্বক্ষেপণী হস্তে দণ্ডায়মান।

(নাবিকের গীত।)

উঠলরে দক্ষিণে বা।
আমার কেমন কেমন করে গা॥
চাঁদের কোণা খাইছ গুয়াপান, মন্ গুমারে রইছ কেন,
এত কেনে মান।
তোর গোস্মা ভারি, সৈতে নারি, অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ——
ওঠ নারে তোর্ ধরি পা॥

(ঘাট্ মাঝির প্রবেশ)

ঘাটমাঝি। ওরে তোরা কি গোলমাল কচ্ছিস্ ভাড়ায় যাবি ?

নাবিক। ও মশায় যাইমু কোহানে যাইবা।

ঘাটমাঝি। সিংহল পাঠনে যেতে হবে, কত ভাড়া নিবি বল ?

নাবিক। চার পুড়ী পাট চাই।

ঘাটমাঝি। আচ্ছা তা দেব, তোদের নাম কি এবং তোদের বাপের নাম কি বল।

নাবিক। আজ্ঞা আমার নাম গুল মামুদ, মোর বাপের নাম হচ্ছে নুর মামুদ।

ঘাটমাঝি। তবে ধজি গাড়্, সদাগর মহাশয়কে সংবাদ দিইগে।

নাবিক। আচ্ছা তবে দেন্ গে।

(ঘাটমাঝির প্রস্থান।)

(শ্রীমন্ত সহ খুল্লনা লহনা ও দুর্ব্বলার প্রবেশ।)

শ্রীমন্ত। হের মা সজ্জিত তরী নর্ম্মদা সলিলে।
দাও মা আদেশ মোরে যাই কুতূহলে॥
বিপদে শ্রীপদে স্থান দেবেন জননী।
সঙ্কটে রক্ষিবে সদা তারা ত্রিনয়নী॥
দাও মা বিদায় দাসে আশীর্ব্বাদ করি।
সহেনা বিলম্ব আর তরণীতে চড়ি॥

খুল্লনা। বিদায় দিতে হৃদয়-ধন হৃদয় বিদরে,
কেমনে তোমারে যাদু! ভাসাব পাথারে॥

শ্রীমন্ত। পিতৃ অন্বেষণে যাব করোনা নিষেধ,
পশেছে হৃদয়ে গুরু বাক্য শক্তিশেল।
শ্রীমন্ত তো নহে আর সে অবোধ শিশু,
দে মা আজ্ঞা দে মা যাই সিংহল পাঠনে!
পিতৃ সন্নিধানে যাব পিতারে দেখিব,
পিতৃপদ দরশনে জুড়াব হৃদয়,
এ হতে কি সুখ আর আছে মা আমার।
যা হতে হেরিনু বিশ্ব পাইনু মাতা

তোমা সম, কিসে তাঁরে ভুলিব মাত!
অকৃতজ্ঞ মূঢ় নয় শ্রীমন্ত তোমার।
স্বপনে সদাই হেরি বন্দী পিতা মোর,
রাজ কারাগারে করে সদা হাহাকার।
সহে কি পুত্রের প্রাণে পিতার যাতনা,
দে মা দে মা অনুমতি বিলম্ব সহেনা।

খুল্লনা। পতিধনে হারা হোয়ে তোমা ধনে পেয়ে।
ভুলেছিলেম পতি শোক আমি একেবারে,
তুমি গেলে ছেড়ে যাদু পুনঃ শোকানল,
জ্বলিবে ভীষণ রূপে দিবস শর্ব্বরী।
রামচন্দ্র বনে গেলে কৌশল্যা যেমতি,
হা রাম হা রাম! বলে কেঁদেছেন সদা
কৃষ্ণধনে হারা হয়ে যশোদা যেমনি।
হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ বোলে লোটাতো ধরণী॥
তেমতি হা পুত্র বলে কাঁদিব সদাই
চাতকিনীর মত হয়ে থাকিব যে চেয়ে,
কেমনে এ প্রাণে তোরে দিবরে বিদায়।

(গীত)

কেমনে এ প্রাণে তোরে দিব বিসর্জ্জন।
বিষম বিষাদার্ণবে ওরে জীবন ধন।
বিদায় দিতে তোমাধনে, অন্ধকার দেখি নয়নে.
ধারা বহে দুনয়নে নয়ন রঞ্জন।
হারায়ে নীলকান্তমনি, যশোদার দশা যেমনি,
আমার হবে তেমনি, হোলে অদর্শন॥

শ্রীমন্ত। আনিব পিতারে মাগো! সত্বর ভবনে,
সদয় হোয়ে বিদায় দাও, অভাগ্য সন্তানে।
খুল্লনা। জিজ্ঞাসিব আমি যাহা বল্‌তে পার যদি।
তাহোলে বিদায় দিতে পারি গুণনিধি?
শ্রীমন্ত। কি জিজ্ঞাসা করিবে মা! কর মা সত্বর।
দুর্গা নাম কোরে আমি করিব উত্তর?
খুল্লনা। তুফাণে পড়িলে তরী কি করিবে বল।
শ্রীমন্ত। নয়ন মুদে দুর্গানাম করিব কেবল?
খুল্লনা। ঘুর্ণিত অতল জলে পড়িলে তরণী।
শ্রীমন্ত। অন্তরে ভাবিব তারা চরণ তরণী?
খুল্লনা। প্রতিকূল বায়ু যদি বহে অবিরাম।
শ্রীমন্ত। তাহোলে করিব আমি শ্রীদুর্গার নাম॥
খুল্লনা। তরঙ্গ তাড়নে যদি তরী ডুবে যায়।
শ্রীমন্ত। দুর্গানাম ভেলা করি উঠ্‌ব কিনারায়?
খুল্লনা। জোয়ারের জোরে যদি তরী ভেসে যায়।
শ্রীমন্ত। দুর্গানাম বলে তরী ফিরাবো ত্বরায়?
খুল্লনা। ত্রিধারার ভীষণ স্রোতে পড়িবি যখন।
শ্রীমন্ত। তারা ত্রিনয়নী বলে ডাকিব তখন?
খুল্লনা। হাঙ্গর কুম্ভীরে যদি তরী করে গ্রাস।
শ্রীমন্ত। দুর্গানাম ব্রহ্ম অস্ত্রে কোর্‌ব তারে নাশ?
খুল্লনা। ভয়ঙ্কর দানবেরা যদি এসে পড়ে।
শ্রীমন্ত। দানব দলনী নাম কোর্ব্বো উচ্চৈঃস্বরে?
খুল্লনা। রাক্ষসেরা যদি এসে বিপদ ঘটায়।
শ্রীমন্ত। বিপদ ভঞ্জিনী বোলে ডাকিব তথায়?

খুল্লনা। জ্বলে যদি বাড়বাগ্নি সাগর সলিলে।
শ্রীমন্ত। নিভাব অনল রাশি দুর্গানাম জলে ?
খুল্লনা। তীরেতে উঠিলে পরে যদি বাঘে ধরে।
শ্রীমন্ত। বিনাশিব দুর্গানাম অসির প্রহারে ?
খুল্লনা। বন্য মোষে এসে যদি করে তোরে তাড়া !
শ্রীমন্ত। মুখ ভরে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌বো তারা তারা।

খুল্লনা। (স্বগতঃ) বৎস শ্রীমন্তের আমার অতি অল্প বয়সে ভগবতীর প্রতি মতি জন্মেছে, শ্রীদুর্গা নাম যে কি অমূল্য নিধি, তার আস্বাদনও জেনেছে, তাইতে আমার সকল কথারই উত্তর দিলে,নৈলে সাধ্য কি ? বৎস তো আর আমার বারণ শুন্‌বে না, কথাও শুন্‌বে না, যাবেই যাবে, হায় হায় ! আমি কেমন কোরে হৃদয়ের মণিকে সাগরে ভাসাই! ওমা অভয়ে! তুমি তো অভয় দিয়েছ, তবু তো মা ! আমার ভয় যাচ্ছেনা, শ্রীমন্তকে পাঠাতে কিছুতেই মন সর্‌ছেনা, ও যাব বল্লে, আমার মাথায় বজ্র পড়ে, সংসার অন্ধকার দেখি, প্রাণ বার্ হোতে চায়, ও মা মহামায়া ! তুমি যেন মায়ায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীমন্তকে ভুলে থেকোনা, যেখানে যাবে পদছায়া দিয়ে রক্ষা কোরো, (প্রকাশ্যে) বাপ্ শ্রীমন্তরে ! তুই কি যথার্থই যাবি, থাক্‌বিনে, দুঃখিনীর-ধন থাক্, আর যাস্‌নে ?

শ্রীমন্ত। মা ! বল কি ? যাত্রা কোরে বেরিয়েছি, এখনও তুমি যাস্‌নে বোল্‌ছো, মা ! চিন্তা কেন ? নিশ্চিন্ত হয়ে চিণ্ময়ীকে চিন্তা কর, আমি পিতাকে নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আস্‌বো।

খুল্লনা। (স্বগতঃ) তাই তো, অবোধ ছেলে কিছুতেই নিষেধ মান্‌বেনা, যাবেই, কাজেই আমাকে ছেলেকে মা

মঙ্গলার করে সঁপে দিতে হোলো, ওমা মহামায়া! তুমি বই দুঃখিনী খুল্লনার আর কেহই নাই-মা, মাগো! রণে বনে হুতাশনে সাগর জীবনে দুখিনীর জীবনে রক্ষা কোরো, ওমা রক্ষা কালি! তোমার অভয় রাঙ্গা রাজীব চরণে জীবনের জীবন সঁপে দিলাম, স্থান প্রদান কোরো, ও ওমা ভবভয় ভঞ্জিনি! পদাশ্রিত দাস শ্রীমন্তকে যেন ভুলে থেকোনা।

সঁপিনু যতনে, অঞ্চলের ধনে,
রেখো শ্রীচরণে, হে কালকান্তে।
হৃদয়ের ধনে, ঠেলোনা চরণে,
করুনানয়নে দেখ শ্রীমন্তে॥
ওমা শুভঙ্করি, শ্রীমন্ত তোমারি,
হবে দেশান্তরী, করি মা চিন্তে।
ওমা ত্রিনয়নি, যায় যাদুমণি,
মেরে অভাগিনী মায় জীয়ন্তে॥
দেহ পদ যায়, তার বিপদ যায়,
পায় মোক্ষপায় পাই মা শুনৃতে,
রক্ষাকালী রক্ষা কোরো অবোধ শ্রীমন্তে॥
সিংহলে যাইছে বৎস নহ ভার ত্রিনয়নে,
সঁপিলাম শ্রীমন্তেরে রেখো তারা শ্রীচরণে,
অকুল জলধি জলে রক্ষ মাতা শ্রীমন্তেরে;
মহামায়া পদছায়া দিও দুস্তর সাগরে,
তোমার সাহসে মাতঃ! ছাড়িনু শ্রীমন্ত ধনে।
রক্ষ দক্ষসুতে সুতে ভীষণ সিন্ধু জীবনে॥
(শ্রীমন্তের প্রতি) ওরে জীবন ধন নয়ন তারা,

হৃদয়েরি মণি, দেখো তবে যেও সাবধানে,
দেখো ওহে বনবাসী তরুলতা গণ,
চন্দ্র সূর্য্য আলোকাদি গ্রহ উপগ্রহ,
সাগর কন্দর বাসী দেবতা সকল,
অনন্ত বিমান চর যে আছ যেখানে,
নিশীথ বিহারী দেখো দানব রাক্ষস,
যক্ষ, রক্ষ, নর দেখো কিন্নর অপ্সর,
ভূত, প্রেত, পিশাচাদি বেতাল ভৈরব,
সকলের সন্নিধানে দুঃখিনী জীবন,
শ্রীমন্তেরে সমর্পিনু রক্ষিও সঙ্কটে।

(গীত)

দিলাম দিলাম দুঃখিনীর জীবনে।
সদত্ত জীবন ধনে, রেখো যতনে, দেখিও দেখিও সবে বনে জীবনে,
দেখো হে দেবগণ নিশীথ বিহারী, দেখো দেখো যক্ষ রক্ষ,
গন্ধর্ব্ব অপ্সরী, দেখো হে কিন্নর কিন্নরী. আজ সঁপিলাম
তোমাদের করে জীবনের জীবনে॥
দেখো গো মা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মসনাতনী, অবোধ শ্রীমন্ত আমার
উঠিল তরণী, বিপদে শ্রীপদ তরণী,
দিও তারা ত্রিনয়নে স্বগুণে সন্তানে॥

নাবিক। সদাগর মশাই! আর দেরি করেন কেন্? লায় চড়েন্ না, লা ভাসায়ে দি।

খুল্লনা। (স্বগতঃ) না আর দেরি করা হলোনা নাবিকেরা সকলে অস্থির হোয়েছে, বেলাও শেষ হোয়ে এলো, শ্রীমন্ত

তো আমার কিছুতেই থাক্‌বে না, সুতরাং বাছাকে আমার নাবিকদের হাতে হাতে সঁপে দিতে হলো, (নাবিকদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) নাবিকগণ। আমার হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য মণি তোমাদের হাতে সঁপে দিলেম, তোমরা খুব সাবধানে আমার বাছাকে নিয়ে যেও, দেখ যেন অযতনে দুঃখিনীর জীবন ধনে হারিও না, যাবার সময় তোমাদিগকে আর এক কথা বলে দিই, শ্রীমন্ত আমার অতি শিশু, যখন নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখে মা মা বলে কেঁদে উঠ্‌বে,তখন তোমরা আমার শ্রীমন্তকে বুকের মধ্যে করে রেখো,যদি প্রবল ঝড় বাতাসে সাগর তরঙ্গে তরী টল্‌মল্‌ করে, তাহোলে শ্রীমন্তকে কোলে কোরে সাহস দিও, যখন কিনারায় নৌকা লাগাবে, তখন যদি শ্রীমন্ত তীরে উঠ্‌তে চায়, তাহোলে তোমরা কেহ না কেহ শ্রীমন্তের সঙ্গে যেও, কখন মাঠের মধ্যে বনের মাঝে অঘাটে নৌকা লাগিওনা, রাজধানী নগর গ্রাম পল্লি কিম্বা ভাল ঘাট দেখে নৌকা লাগিও, শ্রীমন্ত যদি কোন রাজধানী দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, তাহোলে তোমরা শ্রীমন্তের সঙ্গে অতি অবশ্য করে যেও, যেন কোন বদলোক জোচ্চোরের হাতে পড়ে বাছার প্রাণ না যায়, বাপ্‌ সকল! আমার মাথা খাও, যে কথা গুলি বলে দিলেম, মনে করে রেখো, (তরণীর প্রতি) ও মা জলবিহারিণী তরণী! জনম দুঃখিনী খুল্লনার জীবন মণি তোমাতে আরোহণ কল্লে, দুঃখিনীর জীবনকে বক্ষে করে রক্ষা ক'রো, কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলে যেন কঠিন হোওনা, প্রবল ঝঞ্ঝা বাতে সিন্ধুতরঙ্গ যতই কেন উঠুকনা যেন আমার শ্রীমন্তকে ভয় দেখিওনা, ঘূর্ণিত অতল জলে পড়ে ঘূর্ণিত হয়ে যেন আমার

বাছাকে ঘুরাওনা. (নাবিকের প্রতি) ও গো বাছা নাবিকগণ! তোমরা তবে আমার জীবনের আধার শ্রীমন্তকে সঙ্গে ক'রে তরীতে আরোহণ কর।

নাবিক। কর্ত্তা মা! ভয় করেন কেন, মোরা আপ্নার ছাওয়ালকে লগ করে নিয়ে যামু, লগ করে নিয়ে আসমু।

শ্রীমন্ত। জননি! প্রণাম হই, বড় মা প্রণাম হই, মা তবে এখন আমি আসি।

খুল্লনা। এস যাদু এস, মঙ্গলা তোমার মঙ্গল করুন।

লহনা। এস বাপ এস, মা দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীমন্ত। (দুর্ব্বলার প্রতি) দুর্ব্বলা! আমার দুঃখিনী মা থাক্‌লেন সর্ব্বদা দেখ, মারচক্ষু ছাড়া হোয়ে যেন কোন খানে যেওনা, জন্ম দুঃখিনী মা যেন আমার জন্য কেঁদে কেঁদে মারা না যান্, পাগলিনীর মত যেন পথে পথে ঘুরে ঘুরে না বেড়ান আমি যেন ফিরে এসে মাকে দেখ্‌তে পাই, (লহনার প্রতি) বড় মা! আমার মাকে খিদের সময় যত্ন করে খেতে দিও, মা যেন আমার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে মারা না যান্, আমি যেন এসে মার চরণ দেখ্‌তে পাই।

লহনা। বৎস! তোমার মারজন্য ভেবো না, তোমার মাকে আমি যত্ন করে রাখ্‌বো, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা কর।

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা দুর্গা—দুর্গা—

[তরণী আরোহণ পূর্ব্বক নাবিকগণ সহ প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

অমরাবতী—দেবসভা।

(দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পবন, ও বরুণ আসীন)

ইন্দ্র। বৈকুণ্ঠনাথ! আজ কাল্ আমরা যথার্থ স্বর্গ-সুখানুভব কচ্ছি, এ সুখ লাভে অনেক দিন বঞ্চিত ছিলাম!

বিষ্ণু। দেবরাজ! কিরূপ কথা হোলো, স্বর্গপুরে সুখ ছিলনা, স্বর্গইতো সুখের আকর, সুখ নিয়েইতো স্বর্গ, যেমন দেহ ছাড়া ছায়া থাকা অসম্ভব, তেম্নি সুখ ছাড়া স্বর্গ থাকাও অসম্ভব, স্বর্গে সুখ না থাক্‌লে সর্ব্বজীবে স্বর্গ প্রার্থনা করে কেন? বাসব! আমি তোমার কথার কিছুই অর্থ বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

ইন্দ্র। ওহে অর্থরূপি পরমার্থ ধন শ্রীহরি! আমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পাল্লেন না?

বিষ্ণু। নাহে! আমি তোমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, অর্থ কি বল।

ইন্দ্র। বিশ্বম্ভর! বল্‌তে হবে কেন, বুঝ্‌তেতো পেরে-ছেন?

বিষ্ণু। নাহে! আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দাও।

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) আমরি মরি, মায়াময়ের কি অপূর্ব্ব মায়া, যাঁর বুদ্ধিতে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, বসুমতীর গতিশক্তি, বসুন্ধরার ধরা গুণ, রবি শশীর উদয়াস্ত অরবিন্দে মকরন্দ

পশু পক্ষী বিহঙ্গম, ফুলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কারুকার্য্য, যিনি জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর,তিনি কিনা বল্লেন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না, (প্রকাশ্যে) হরি হে! সত্য সত্যই কি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে?

বিষ্ণু। কি আশ্চর্য্য বুঝ্‌তে পাল্লেম না, বুঝিয়ে দেবেনা।

ইন্দ্র। সনাতন! স্বর্গ যে সুখময় তা আমরা বিশেষ রূপ জানি, কিন্তু আপনার অভাবে সুখ শশী অস্তমিত ছিল।

বিষ্ণু। আমি ছিলামনা বলে কি স্বর্গধামে শশী উদয় হয়নি! এবড় আশ্চর্য্য কথা, তবেকি স্বর্গধাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

ইন্দ্র। আজ্ঞা না, স্বর্গে অন্ধকার ছিলনা, কিন্তু আমাদের অন্তরে অন্ধকার ছিল, শশী উদয় হয়ে বাহ্যিক অন্ধকার নাশ কর্‌তেন, আমাদের অন্তরের অন্ধকার তো নাশ কর্ত্তে পার্ত্তেন না?

বিষ্ণু। তবে তোমাদের অন্তরের অন্ধকার কিরূপে নাশ হলো?

ইন্দ্র। অকলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হওয়ায়।

বিষ্ণু। ও এই কথার জন্য এত কথা, ভাল ভাল।

ব্রহ্মা। দীনদয়াময়! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কোন দোষ গ্রহণ কর্ব্বেন না, বলি আরতো মর্ত্তে গিয়ে জন্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবেনা, মর্ত্তের মায়াতো ত্যাগ করেছেন।

পবন। পিতামহ! ঠাকুর কি মর্ত্তের মায়া ত্যাগ কর্‌তে পারেন, তাই ত্যাগ কর্ব্বেন, পাণ্ডবেরা ডাক্‌লে আর ঠাকুরকে রাখে কে? ঠাকুর অমি চলে যাবেন,কার কথাও রাখবেন না।

বরুণ। তাতে ভগবানের দোষ কি, ভগবান ভক্তাধীন ভক্তে ডাক্‌লে কি আর থাক্‌তে পারেন তাহলে যে ভগবানের ভক্তাধীন নামে কলঙ্ক হবে (বিষ্ণুপ্রতি) ভগবন্! আপনি অন্তর্যামী সকলই জান্‌তে পারেন, দেব! আমার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, উত্তর দানে বাধিত করুন।

বিষ্ণু। কি জিজ্ঞাস্য আছে বল?

বরুণ। প্রভো! ত্রিসংসারে আপনার অজ্ঞাত কি আছে আপনিতো সকলই জানেন?

বিষ্ণু। যাক, ওসকল কথায় আর কাজ নাই, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে কর।

বরুণ। মধুসূদন! মর্ত্তধামে এখন আপনার প্রধান ভক্ত কে?

বিষ্ণু। ধনপতি সদাগরের সহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা খুল্লনা?

ব্রহ্মা। দয়াময়! আমি শুনেছি সে যে শাক্ত, শক্তির উপাসনা করে।

বিষ্ণু। যে শক্তির উপাসনা করে, সে বুঝি আমার ভক্ত নয় স্থির করেছ? সে যে আমার পরম ভক্ত, আমি যে নিজে শাক্ত শক্তি ভক্ত, তাকি জাননা?

ব্রহ্মা। জনার্দ্দন! আমরা তা কি কোরে জান্‌বো।

বিষ্ণু। কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি শোন নাই, আমি শ্রীবৃন্দাবনে দক্ষিণা কালী হয়ে দুষ্ট আয়ানের অভিরোষ হতে শ্রীমতীকে রক্ষা করেছিলাম, পিতামহ! বৈষ্ণবও আমি শাক্তও আমি, যেমন পরমাণু ছাড়া পদার্থ নাই, তম্‌নি আমা ছাড়াও কিছু নাই।

ব্রহ্মা। ওহে হরি বিপদ তারণ! আমরা ভ্রম জালে জড়িত, আপনার মহিমা কিরূপে জানবো? সে যাহোক দেব! পতিপ্রাণা খুল্লনা কি আদ্যাশক্তি ভগবতীকে লাভ করেছে?

বিষ্ণু। লাভ বোলে লাভি কোরেছে, আমি যেমন পাণ্ডবদের ভক্তিতে পাণ্ডবদের দ্বারের দ্বারী আজ্ঞাকারী ছিলাম, ভগবতীও সেইরূপ খুল্লনার ভক্তিতে খুল্লনার আজ্ঞাকারী হোয়ে আছেন, উঠ্‌তে বস্‌তে শুতে খুল্লনা যখনই তারাকে তারা বোলে ডাক্‌ছে, তখনই তারা তার সম্মুখে উপস্থিত হোচ্ছেন্, এমন কি! খুল্লনা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলেছে, কৈলাসে তিলার্দ্ধ কালও তাঁর থাক্‌বার যো নাই, খুল্লনা যেরূপ [illegible]তী ভক্ত, খুল্লনার গর্ভজাত সন্তান শ্রীমন্তও সেইরূপ [illegible]বতী ভক্ত, সম্প্রতি শিশুমতি শ্রীমন্ত তরী আরোহণে পিতৃ অন্বেষণে সিংহল পাঠনে শুভ যাত্রা কোরে বেরিয়েছে, জগন্মাতা জগদম্বা তার বিঘ্ন বিনাশের জন্য কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে কখন শূন্যমার্গে কখন জলে জঙ্গলে অনলে সশব্যস্ত হয়ে পদ্মাকে সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভক্ত যারা তারা ভক্তির ধনকে ঘুরিয়ে নিয়েই বেড়ায়, বোধ করি মহামায়া ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এখানে এলেও আস্‌তে পারেন।

(পদ্মা সহ ভগবতীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। ওহে দেবগণ! দেখ, দেখ, ভগবতীর নাম কোরতেই ভগবতী এসে উপস্থিত হলেন, আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই, জননি প্রণাম হই (প্রণাম) দেবি! এই আমরা আপনার নাম কর্চ্ছিলাম, আজ আমাদের বড় ভাগ্য, যে আপনার চরণ দর্শন পেলেম, মা! কি মনে করে শুভাগমন হয়েছে?

ভগবতী। বৈকুণ্ঠবিহারি! আমি বড় বিপদাপন্ন হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা সকলে আমাকে বিপদ হতে রক্ষা কর।

বিষ্ণু। ওমা বিপদ ভঞ্জিনি! আপনার আজ বিপদ কি মা! যাঁর নামে বিপদ যায়, তাঁর আবার বিপদ কি? বরুণের পিপাসায় কাতর হওয়া যেমন অসম্ভব, আপনার বিপদও তদ্রূপ, ওমা ভাগুজ ভয় নাশিনি! পশুপতি আপনার পতি, শিখি বাহন কার্ত্তিক, বিঘ্ন হর গণেশ আপনার সন্তান, লক্ষ্মী সরস্বতী আপনার কন্যা, পতিতপাবনী গঙ্গা আপনার ভগ্নী, গিরিরাজ হিমালয় আপনার পিতা, দশবিধ আয়ুধ আপনার দশ কর ভুষণ, আপনার আবার বিপদ? এবড় আশ্চর্য্য কথা।

ভগবতী। হরি হে! তুমি যতই বল, আমি বড় বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে এসেছি, আমাকে রক্ষা কর।

বিষ্ণু। কি বিপদ বলুন না মা?

ভগবতী। অতি শিশু প্রাণাধিক্ ভক্ত শ্রীমন্ত আমার পিতৃ অন্বেষণে তরী আরোহণে অকূল পাথারে ভেসেছে, তার সঙ্গে আর কেহই নাই, তোমরা সকলে মিলে তাকে রক্ষা ক'রো, যেন শ্রীমন্তের আমার কোন বিপদ না ঘটে।

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) আমরি মরি, ভক্ত কি অমূল্য ধন, যিনি অকূলের কূল দায়িনী তাঁর ভক্ত অকূলে ভেসেছে বলে তিনি একেবারে আকুলা হয়ে উঠেছেন ভক্ত যারা, তারা পুত্র হতেও প্রিয়, প্রাণ হতেও শ্রেষ্ঠ, ভক্তাধীনে ভক্তের জন্য সবই কোর্‌তে পারেন, অনলেও পুড়ে মর্‌তে পারেন, বিষ পানও কর্‌তে পারেন, সাগরেও ডুব্‌তে পারেন, ভক্তের জন্য না

কোর্‌তে পারা যায় এমন কার্য্যই নাই, আমি কি না করেছি, ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষার জন্য আগুনে পুড়েছি, সাগরে ডুবেছি, বিষপান ক'রেছি, হস্তীর পদতলে দলিত হয়েছি, ভক্ত ধ্রুবের জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে মধুবনে গিয়ে বাস করেছি, অর্জ্জুনের রথের সারথি হয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, শ্রীমন্তের কি উপকার কর্‌তে হবে, মাকে জিজ্ঞাসা করি, (প্রকাশ্যে) জননি! কি কর্‌তে হবে অনুমতি করুন।

ভগবতী। গোবিন্দ হে! আমার একটী বিশেষ উপকার কর্ত্তে হবে।

বিষ্ণু। ও মা বিশ্ব-জননি! আপনার উপকার কোর্‌বো না তো আর কার উপকার কোর্‌বো মা? আপনি যে আমার কত উপকার কোরেছেন, তাতো আমি ভুলি নাই, সবই তো আমার মনে আছে, ভূতলে যখনই জন্ম গ্রহণ কোরেছি, তখনই আপনি আমার উপকার করেছেন, যখনই বিপদে পড়ে ডেকেছি, তখনই দেখা দিয়েছেন? ত্রেতায় রাম অবতারে দশানন নিধনের সময় আমি অকালে সংকল্প করে আপনার পূজা করেছিলাম, আপনার কৃপাতেই আমি রাবণ বধ কোরে জানকীর উদ্ধার কোরেছিলাম, নইলে আমার সাধ্য কি মা! রাবণ বধ করি, দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে গোপাল সঙ্গে গোপাল লয়ে গোষ্ঠে গিয়ে গোপাল চরাতাম, ক্ষুধায় কাতর হয়ে "মা মা" বলে ডাক্‌তাম, আপনি দশভুজা মুর্ত্তিতে গোষ্ঠে এসে আমাকে কোলে কোরে স্তন্য দুগ্ধ দিয়ে আমার ক্ষুধা শান্তি কোর্‌তেন্, মাগো! আপনার সে উপকার কি কখন ভুল্‌তে পার্‌বো, জন্ম জন্মান্তরেও ভুল্‌তে পার্‌ব না?

ইন্দ্র। ও মা জগদম্বে! প্রাণ দিয়েও যদি আপনার উপকার কর্‌তে হয়, তাতেও আমরা প্রস্তুত, জননি! আপনি আমাদের কি উপকার না করেছেন, সবই তো আমরা জানি, দৈত্যাধম শুম্ভ স্বর্গ রাজ্য জয় করে আমাদের সকলকে স্বর্গ হোতে দূরিভুত করে, আমরা নিরুপায় হয়ে কৈলাসে গিয়ে আপনার চরণে শরণ গ্রহণ করি, প্রসন্নময়ি! আপনি প্রসন্না হয়ে বিশাল দৈত্য বংশ ধ্বংস করে আমাদিগকে স্বর্গ রাজ্য প্রদান করেছিলেন, ও মা ত্রিগুণ-ধারিণি! আপনার সে গুণ কি কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো, আপনার গুণ মালা চিরদিনের জন্য আমাদের জলমালা হয়ে রয়েছে, মা গো! এখন আপনার কি উপকার কর্‌তে হবে আদেশ করুন।

ভগবতী। এখন তোমরা সকলে এই উপকার কর, জীবনাধিক্ শ্রীমন্ত আমার সিংহলে যাচ্ছে, তোমাদের যাকে যা কর্ত্তে বলি, তোমরা তাই কর্ত্তে প্রবৃত্ত হও।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা মা! কাকে কি কর্ত্তে হবে বলুন।

ভগবতী। ওহে দেবগণ! যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীমন্ত আমার জলপথে ভ্রমণ কর্‌বে, ততদিন তোমরা আমার এই কথাটী রক্ষা কোরো, ওহে মেঘ বাহন! তোমার বাহনকে বলে দিও, সে যেন ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে মূষলধারে বারি বর্ষণ না করে, পিতামহ! তুমি যেন সাগর মাঝারে বাড়বাগ্নি রূপে তরী দগ্ধ কোরোনা, বারিধিপতে! তুমি যেন বিচলিত হয়ে তরী আন্দোলিত কোরোনা, প্রভঞ্জন! মৃদুমন্দ অনুকুল বায়ু বহমান কোরো, যেন আস্ফালন করে সিন্ধুজলে তরী ডুবাওনা, মধুসূদন! তোমাকে আর বেশী কি বল্‌বো, তুমি আত্মা-

রাম রূপে সকল আত্মাতেই বিরাজ ক'চ্ছ, শ্রীমন্ত যেন আমার কোন বিপদে পতিত না হয়।

(গীত।)

দেখো ভগবান, করুণা নিধান,
দুঃখিনীর সন্তান, স'পিলাম করে।
তোমার কৃপাবপে, ভাসালাম অকুলে,
যেন হে সিংহলে, পেঁছাতে পারে॥
বলি ওহে হরি ভবকর্ণধার, শ্রীমন্তে তারিতে হোও কর্ণধার,
শ্রীমন্ত আমার না জানে সাঁতার,
যেন তরি তার না ডোবে সাগরে।
হে দেব পবন তোমায় এই মিনতি,
হয় যেন তোমার মৃদু মন্দ গতি,
হোওনা আকুল, থেকো অনুকুল,
যেন পায় কুল, অকুল পাথারে॥

বিষ্ণু। যে আজ্ঞা মা! আপনার শ্রীমন্তের জন্য কোন চিন্তা নাই, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কৈলাসে যান্, আমরা সকলে আপনার আদেশমত কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে, শ্রীমন্তকে রক্ষা কোর্ব্ব, কিন্তু মা! মগ্‌রার মোহনায় একবার শ্রীমন্তকে বিপদে ফেল্‌বো, সেই সময় আপনি যে কেমন ভক্তবৎসলা মা সেই টী একবার আমরা ভাল করে দেখ্‌বো, এখন আমরা চল্লেম।

(প্রণামান্তর প্রস্থান)

ভগবতী। পদ্মা! এখন কৈলাসে যাওয়া হবে না, চল্ একবার প্রয়াগে যাই, সেখানে আমার স্বপত্নী গঙ্গা আছেন,

তাকে আগে থাক্‌তে অনুনয় বিনয় কোরে বোলে কয়ে না এলে, সে শ্রীমন্তের উপর শত্রুতা সাধ্‌বেই সাধ্‌বে, পূর্ব্বে সাবধান কোরে রাখাই ভাল।

পদ্মা। দেবি! তবে চলুন। (প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ তীর্থ।

(গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গম।)

সরস্বতী। বড় মা! আপনি তো ভাল আছেন?

গঙ্গা। মা! ভাল আর কেমন কোরে, একটী সন্তান ছিল, সেও কুরুযুদ্ধে মারা পড়েছে; প্রাণাধিক্ পুত্রের শোক যেতে না যেতে দ্বিতীয় শোক-সাগরে পতিত হয়েছি।

সরস্বতী। ও মা শোক বিনাশিনি! তুমিই তো জীবের শোক বিনাশ কর, তুমি আবার কি শোকে পতিত হোলে মা?

গঙ্গা। বৎসে সরস্বতি! শোকের কথা আর বোল্‌ব কি? বল্‌তে চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়, কেউ আর গঙ্গা পূজা করে না, গঙ্গাতীরে এসে মহিম্ন স্তবও শোনায় না, এখন গঙ্গার গঙ্গা পাওয়াই ভাল।

সরস্বতী। মা! তুমি একটী পুত্রশোকে এত দূর অধীরা হয়েছ; আমি বহুপুত্র শোকে অধীরা, দুনয়নে নিরন্তর বারি ধারা নির্গত হচ্ছে, ষট্‌পদ যেমন শুষ্ক কাষ্ঠে প্রবেশ কোরে, তার সারাংশ বার কোরে তাকে একেবারে জীর্ণ কোরে তোলে, সেইরূপ পুত্রশোক ষট্‌পদ আমার শরীরে প্রবেশ

কোরে আমাকে জীর্ণ কোরে তুলেছে, আমাতে আর আমি নাই, পুত্রদের গুণের কথা মনে হোলে হৃদয় ভেদ হয়ে যায়।

গঙ্গা। সরস্বতি! গুণের কথা শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি, তোমার পুত্রদের গুণের কথা দু একটী বলনা শুনি?

সরস্বতী। আচ্ছা মা! বলি শোন ;—

ছিল কবি কালিদাস কবিকুল ভূষণ।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ বিখ্যাত ভুবন॥
বেদব্যাস বাল্মীকি কবির শিরোমণি।
যাঁদের গুণেতে ধন্যা ভারত-জননী॥
ভবভুতি বররুচি বান ভট্ট আদি।
ভারতে ছিলেন তাঁরা বিদ্যার জলধি॥
পুরাণ আদি কাব্য শাস্ত্র করিয়া রচন।
সমুজ্জ্বল কোরেছিল ভারত বদন॥
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল সর্ব্বজন।
জ্যোতির্ব্বিদ সুপণ্ডিত ছিল অগণন॥
বেদ তন্ত্র পাতঞ্জল ন্যায় দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল পুত্রগণ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র সদা চর্চ্চা করিত মুখেতে।
সকলের মতিগতি ছিল স্বধর্ম্মেতে॥
স্মরিলে তাদের গুণ হৃদি বিদরায়।
নেত্রজলে বক্ষ ভাসে করি হায় হায়॥

(গীত)

আমি বোল্‌বো কি তোমারে।
পুত্রশোকে দিবানিশি ভাসিতেছি আঁখিনীরে।

দুঃখের নাহি অবধি, বাড়িছে শোক জলধি,
কাঁদি বোসে নিরবধি, বিধি বাদি আমারে।
যখন ছিল সুসন্তান, তখন ছিল আমার মান,
এখন পদে পদে অপমান, নাই মান আর সংসারে ॥

গঙ্গা। ভগ্নি যমুনা! তুমি কেমন আছ?

যমুনা। দিদি! আমার দুঃখের কথা আর বোলোনা, তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা, কৃষ্ণচন্দ্র যাওয়া পর্য্যন্ত যমুনারও জাঁক্ জমক্ একেবারে উঠে গিয়েছে।

যখন ছিল কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজেতে উদয়।
তখন ছিল যমুনার সুখের উদয় ॥
ব্রজবাসী ব্রজনারী যত কুলবালা।
পুজিতে আসিত সবে লয়ে পুষ্প ডালা ॥
নানা জাতি পুষ্প তুলি অতি সযতনে।
আসিত শ্রীমতি সহ গজেন্দ্র গমনে ॥
কোকিল নিন্দিত কণ্ঠ মধুর স্বরেতে।
সুমধুর কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে ॥
ললিত মধুর স্বর মিশায়ে তানেতে।
সুমন্দ গতিতে সবে গাইতে গাইতে ॥
শুনিয়া মোহন গীত হতাম মোহিত।
আনন্দেতে প্রাণ মন হত পুলকিত ॥
তরঙ্গ রূপ বাহুতুলে হর্ষে নাচিতাম।
কুল কুল ধ্বনি করে আমিও গাহিতাম ॥
সন্ধ্যাকাল হোলে পরে যত ব্রজনারী।
আরতি করিত আসি রাই সঙ্গে করি ॥

নাহি আর যমুনার সে সৌন্দর্য্য শোভা।
অস্তমিত হইয়াছে মনো লোভা প্রভা॥
নাহি আর সেই দিন সূর্য্য তনয়ার।
দুঃখিনীর মত করি সদা হাহাকার॥

(পদ্মা সহ ভগবতীর প্রবেশ।)

গঙ্গা। ভগ্নি! তুমি যে এখানে?

ভগবতী। দিদি! বিশেষ কাযের দরুন তোমার নিকটে এসেছি।

গঙ্গা। কি কায কোর্‌তে হবে বলোনা, যদি আমার দ্বারা সে কার্য্য হয়, তাহোলে অবশ্যই কোর্‌ব?

ভগবতী। দিদি! এমন কিছুনয়, তবে—(নিরব)

গঙ্গা। দিদি! এমন কিছুই নয় তার পর তবে বলেই যে নিরব হোলে? আমার কাছে বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? কি কথা বলনা?

ভগবতী। দিদি! ভক্ত শ্রীমন্ত আমার অতি শিশু, তাকে আমি কার্ত্তিক গণেশ অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি, তার মা আমা বই আর কিছুই জানেনা, আমিই তার ধ্যান জ্ঞান, আমিই তার দেহ জীবন মন, শুতে বস্‌তে খেতে সে কেবল আমাকেই চিন্তা কোরে থাকে, তার মা আমার হাতে শ্রীমন্তকে সঁপে দিয়েছে, কাযেই তাকে আমাকে রক্ষা কর্‌তে হবে, আমি একা রক্ষা করি কিরূপে? তাই ভেবে চিন্তে নিরুপায় হোয়ে অমরাবতীতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতি দেবগণকে শ্রীমন্তের

রক্ষা ভার দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, শ্রীমন্তের রক্ষার ভার তোমাদেরও নিতে হবে।

গঙ্গা। ভগ্নি! কি ভার লব বল?

ভগবতী। দিদি! তুমি এই ভার গ্রহণ কর, ভক্ত শ্রীমন্ত যখন তরী আরোহণে তোমাকে দর্শন কর্ত্তে কর্ত্তে যাবে, তখন তুমি এই কোরো, তরঙ্গরূপ বাহু তুলে বাছাকে ভয় দেখিও না?

গঙ্গা। ভগ্নি! এই কথার জন্য এত দূর আসা কেন? পদ্মাকে দিয়ে বোলে পাঠালেই তো হোতো, শ্রীমন্ত তোমার ভক্ত, আমার কি ভক্ত নয়, তাই আমি তাকে ভয় দেখাব, ছি ছি, আর ও লজ্জার কথা মুখে এনোনা, আমাকে বল্লে বল্লে, একথা যেন আর কাকেও বোলোনা, যাও যাও পদ্মাকে নিয়ে কৈলাসে যাও।

ভগবতী। আচ্ছা দিদি! তবে আমি চল্লেম। (প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মগ্‌রার মোহানা।

তরণী উপর শ্রীমন্ত উপবিষ্ট, নাবিকগণ

স্বস্বক্ষেপণী হস্তে তরী বাহিতে বাহিতে উপস্থিত।

(সহসা ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত।)

(নাবিকগণের গীত।)

ঈশান হোনে ম্যাঘ উঠেছে কোত্তেছে সোঁ সোঁ

এহানে ডিঙ্গা বেঁধে থো।

হ্যাদি দ্যাখ চাক্‌চিকানী দ্যাখ বেহানি
জলের ঘানি; অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ
শেষে সামাল দিতে নারবা ডিঙ্গা ডাক্‌বে
বুড়ো কোঁকর কোঁ॥

১ম নাবিক। ও বাই মাজি! লা যে আর অয়না, কি করমু কও, ম্যাগের চ্যাক্‌চ্যাকানি দেখে যে প্রাণ গুড়্‌গুড়্‌ কর্‌বার লাগ্‌ছে।

২য় নাবিক। ও বাই মাজি! হালে তো পানি পায়না, লাতো ডুবু ডুবু অয়, এহন কিতা কর্‌তাম।

৩য় নাবিক। ও বাই মাজি! এ পানীতে যে বড় পাক্‌না আইল, দাড়্‌ হক্ত করে দরো।

৪র্থ নাবিক। তাইতো বাই! পূর্ব্বদারে যে বারি অইচে বাদল আইব; তোফান্‌ আইব, ঝড়্‌ আইব, লাতো এহানে ডুব্ব আর তো তুফোন্‌ মান্‌তো না, ও হদাগর্‌ মশায়! ম্যাঘ্‌ আইচে, গাঙ্গে তুফোন্‌ আইচে, আর তো লা হক্ষ্যা হয় না, এহন কি করমু কন্‌।

শ্রীমন্ত। (স্তম্ভিত কম্পিত হৃদয়ে স্বগতঃ)

ঘোরতর মেঘে হায় ঘেরিল গগণ।
আঁধার সাগরে ধরা হোলো নিমগন॥
তরঙ্গে তরণী ডোবে, বিধি বাম বাদ সাধে,
অকূল পাথার মাঝে হারাই জীবন।
কাল মেঘ মালা কোলে, সৌদামিনী অগ্নি খেলে,
আতঙ্কে প্রাণ শিহরে বুঝি যায় জীবন॥

জন শূন্য নিবিড় মোহানা
অনন্ত তরঙ্গ শ্রেণী করিতেছে রঙ্গ
ঘোর অন্ধকার করি এলো ঘন মেঘ
মূষল ধারে বর্ষণ করিতে লাগিল
কোথা যাই কোথা যাব কেহ নাই কাছে
অহো! কি ভীষণ ব্রজাঘাত শুনিরে শ্রবণে
ভয়ে সদা সশঙ্কিত প্রাণ।
হে বারিদ! ক্ষান্ত দাও মিনতি তব পায়,
পিতৃ অন্বেষণে যাব দিওনা হে বাধা ?
ভিখারীর প্রতি কেন বিড়ম্বনা এত,
অবোধ সন্তান তব এই ভিক্ষা করিছে প্রার্থনা
বঞ্চিত কোরোনা দেব তাহে, অহোঃ
প্রাণ ফেটে যায় মম।
হায় হায় জলরাশি চৌদিকে ঘেরিল
ঘন ঘন বজ্রাঘাত হইতে লাগিল
জলরাশি বিনা কভু দেখিতে না পাই
হায় হায় হারাই বুঝি জীবন হারাই।
উন্মাদ পবন আসি তরণী ডুবায়
মরি মরি মরি মাগো রহিলে কোথায়
ভয়ঙ্কর বিশ্বনাশা প্রলয় পবন
রসাতলে দেয় তরী দেখ নাবিকগণ।

১ম নাবিক। কর্‌তা! মোরা কি করমু কন্, মোদের প্রাণ গুড়্ গুড়্ কর্‌ছে।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) কোথা রহিলে মাতা পিতা তারা ত্রিনয়নী।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ত্রিলোক পালিনী॥
পোড়েছি ঘোর সঙ্কটে, কেহ নাই নিকটে।
তাই মা ডাকি তোমারে কৃতাঞ্জলি পুটে॥
রক্ষাকালী রক্ষা কর অকুল পাথারে।
নহিলে শ্রীমন্ত যায় জনমের তরে॥
আসিবার কালে তারা তোমার করেতে।
সঁপিয়ে দিয়েছেন মা কাঁদিতে কাঁদিতে॥
সে সব কি ভুলে গেছ নাহি মা মনেতে।
তবে আর কারে মাগো ডাকি বিপদেতে॥
তুমি বই শ্রীমন্তের নাহিক সম্বল।
তুমিই ভরসা মাগো তুমিই বুদ্ধিবল॥
তুমিই সাহস মাগো জীবন সঙ্গতি।
তোমা বিনা এ দাসের নাহি অন্যগতি॥
তোমা বই অন্য কিছু জানিনা জননী।
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি মহাপ্রাণী॥
তোমার সাহসে মাগো ভেসেছি পাথারে।
তোমা বিনা কেবা বল দুস্তরে নিস্তারে॥
সঙ্কটে শরণাগত সঙ্কট হারিণী।
সাগরে সন্তানে দাও শ্রীপদ তরণী॥

(গীত।)

কুরু কৃপালেশং এ দীন হীনে।
ও মা দুর্গে দুর্গে গো
একবার দয়া করে এস এখানে॥

(বুঝি যায় যায় প্রাণ যায় মা) (পড়িয়ে অকুল পাথারে)
আমার প্রাণ যায়, তায় নাই খেদ মা !
পাছে দুর্গা নামে কলঙ্ক হয়।
(ওমা দুর্গে ওমা ওমা দুর্গে ॥)

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) তাইতো মা দুর্গা তো দুর্গমে এসে দাসকে রক্ষা কল্লেন না, তবে এখন আমি কি করি, কৃপাময়ীর অভয় পদতরী ভিন্ন তো এ ভীষণ বিপদবারি পাড়ি দিতে পারব না ? ওমা শঙ্করি ! সন্তানের উপর সদয় হয়ে আবার নিদয় হোলে কেন মা ? মাগো ! আমার দুঃখিনী মা যে জলযাত্রা কালে তোমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছেন, তাকি মা ভুলে গিয়েছ, মা যেদিন মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করেন, ম' ! তুমি যে সেদিন শূন্যপথে দৈববাণী ছলে "ভয় নাই বলে" মাকে অভয় দিয়েছিলে, ও মা অভয়ে ! তোমার অভয় পেয়েইতো মা আমাকে অকূলে ভাসিয়েছেন, ও মা অকূলের কূলদায়িনি ! তবে কেন অকুলের কুল দিচ্ছনা মা ! মা গো আমি যে আকুল হয়ে তোমাকে ডাক্‌ছি, তুমি কি শুন্‌তে পাচ্ছনা ,আমি ভাবিই বা কেন ? মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, বৎস শ্রীমন্তরে ! আমি যেমন তোর মা, তেমনি তোর আর এক মা আছে, তাঁর নাম তারা, জলে জঙ্গলে স্থলে অনলে সকল স্থানেই তোর সেই তারা মা তোকে রক্ষা কোর্ব্বেন, তুই যখনই বিপদে পড়্‌বি, তখনই উচ্চৈঃস্বরে তারা তারা বলে ডাকিস্‌, আমি কেন তাই ডাকিনা, ওমা তারা তারা-গো ! ওমা জগত জননি ! এসময় সন্তানকে ভুলে কোথায় আছিস্‌ মা !

(গীত।)

কোথায় আছ মা ওগো জগৎজননী।

একবার দেখা দেমা দীন তারিণী॥

জল যাত্রা কালে, দুর্গা দুর্গা বোলে, ভেসেছি অকূল পাথারে,

ওমা তোমার কৃপা বল করিয়ে সম্বল, উঠেছি তরণী পরে,

(বিপদ যাবে বোলে) ওমা অকূলের কূল পাব বোলে)

শুনেছি মা দুর্গা নামে, জীবে তরে দুর্গমে,

তবে কেন মরি দুর্গে অকূল তুফানে,

(না আসে আর ধরাধামে, পদে স্থান পায় অন্তিমে,)

না ধরে দুরন্ত যমে, যায় জীবে মোক্ষধামে,

যদি দেখা না দাও দুর্গে নামে কলঙ্ক হবে তারিণী॥

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) হায় হায়! এত কোরে তারা মাকে তারা তারা বলে ডাক্‌লেম, কৈ তারা মাতো তাকালেন না? হে দেব প্রভঞ্জন! হে নবীন মেঘমণ্ডল! দেবী ভগবতী তো মুখতুলে চাইলেন না, আপনারাই না হয় কৃপা করুন, হে পবন দেব! প্রতিকুল বায়ু আর বহন করোনা! দাসের প্রতি অনুকুল হয়ে অনুকুল বায়ু বহন কর। হে দেব নবজলদ জাল! আর মুষল ধারে বারি বর্ষণ করোনা, বিনয় করি, কৃপাকরি বারিবর্ষণে বিমুখ হও, ওমা স্রোতস্বতি! দুঃখিনীর সন্তান বলে কি আপনিও বাম হলেন? তবে আমার গতি কি হবে মা! সকলই যখন নিদয় হলেন, তখন আমি কোথায় যাই, কোথায় গিয়ে দাঁড়াই, কোথায় গিয়ে কাঁদি, কারে বিপদ জানাই, মা! দুঃখিনী মা রইলেন দেশে, আর এক মা রইলেন কৈলাসে, তাঁরাতো আমার বিপদ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, ওমা

তরঙ্গিনি। তরঙ্গ রূপ উর্দ্ধ বাহু তুলে আর আমাকে ভয় দেখিও না, ক্ষান্ত হও, মা ওমা জীবন রূপিণি! সেই জন্যই তোমাকে এত অনুনয় বিনয় কোরে বল্‌ছি, সন্তানের কথা রাখ মা! ভয়ঙ্কর কল কল ধ্বনি ত্যাগ কোরে মধুর কুলু কুলু ধ্বনিতে অভয় দাও মা! (পুনরায় বিদ্যুৎ বজ্রাঘাৎ) ওঃ কি নিবিড় ঘন ঘটা, কি তর্জ্জন গর্জ্জন, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের কি ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দ, কি ভয়ানক আস্ফালন, ওঃ ঘন ঘন বজ্রাঘাৎ ওঃ কি ঘন ঘন বিদ্যুতের প্রভা, ওঃ একি বিষম তরঙ্গমালা, তরণী যে টল্‌মল্‌ কোর্‌তে লাগ্‌লো মলেম, মলেম—

ডোবে তরী ডুবে মরি রক্ষ রক্ষাকালী।
ঝাঁপিনু অকূল মাঝে দুর্গা দুর্গা বলি।।

(শ্রীমন্তের নদীতে ঝম্প প্রদান)

(ভগবতী শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া করুন
হৃদয়ে গান করিতে করিতে
নদী হইতে উত্থান)

(গীত)

ওরে আমার নয়নতারা হৃদয় রঞ্জন। (ওবাপ)
আজ তোরে কোলে করি ঘুচিল বেদন।।
দেখে তোর সজল নয়ন, ভাসিছে আমার নয়ন,
শোকানলে জলে জীবন সদা সর্ব্বক্ষণ,
চাঁদমুখে মধুর স্বরে, মা বলে ডাক্‌রে আমারে.
নইলে অকূল পাথারে ত্যজিব জীবন।।

ভগবতী। খুল্লনার অঞ্চলের ধন! হৃদয়ের মণি! ভয় কি? আমি যে তোর রক্ষাভার গ্রহণ করেছি, জলযাত্রা কালে তোর মা যে তোরে আমার হাতে সঁপে দিয়েছে, আমি যে তোর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছি, বাপ! আর কাঁদিস্ নে, একবার দেবতারা তোর ভক্তি পরীক্ষা কল্লেন, আমি যে তোর কেমন ভক্ত বৎসলা মা, সেইটে তাঁরা একবার ভাল কোরে দেখ্‌লেন, যাদু! আর কোন চিন্তা নাই, আর ঝড় বৃষ্টি নাই, তরঙ্গও নাই, সকলই শান্তমুর্ত্তি ধারণ কোরেছেন. বৎস! মগ্‌রাও শান্তি পূর্ণ দেখ।

শ্রীমন্ত। মা! তুমি যার মা, তার ভয় কি মা? মা! তোমার দয়াতেই শ্রীমন্ত আজ বিপদ হতে রক্ষা পেলে, ওমা অভয়ে! তুমি যারে অভয় দাও, তার ভবভয় দূরে যায়। মাগো! তোমার সাহসে পিতার অন্বেষণে যাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন পিতার চরণ দেখে মন সাধ পূর্ণ কর্‌তে পারি, পিতাকে ভবনে এনে মার দুঃখ দূর কর্‌তে পারি।

ভগবতী। যাও বৎস! সচ্ছন্দে যাও,আমি সকল বিপদে রক্ষা কর্‌বো, যখনই আমাকে স্মরণ কোর্‌বে, তখনই উপস্থিত হব।

নাবিক। আরে বাই মাঝি! আমিত বাই দেকে শুনে অবাক হনু, হদাগর মশায় দুর্গা দুর্গা বলে ডাক্‌ছেন, দুর্গা মা এসে লার মদ্দি ভচাং কোরে উঠে পড়্‌লেন।

শ্রীমন্ত। চল্ চল কর্ণধার কি ভয় আমার।
শ্রীদুর্গানামে তরিব বিপদ পারাবার॥
চল চল শীঘ্র চল বিলম্ব কোরোনা।
পিতার চরণ দেখি পুরাব বাসনা॥

কতদূরে আছে আর সিংহল পাঠন।
কহ কহ কর্ণধার করি দরশন॥
কখন পৌছিবে তথা কত আছে দেরি।
ব্যাকুলিত মন প্রাণ বল শীঘ্র করি॥

নাবিক। ও কর্‌তা, এহন ডের দেরি, এহনিপর সেতুবন্ধ আম সরাই।

শ্রীমন্ত। কর্ণধার! শীঘ্র তরণী নিয়ে চল, সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিগে।

নাবিক। আচ্ছা কর্‌তা তবে চলেন্‌।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

(মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশমান)

মহাদেব। (স্বগতঃ) কৈ আরতো এলেন না, আরতো দেখা দিলেন না, সেতুবন্ধ কালে সেই যে স্থাপন কোরে গেলেন, সেই হোতেই আমি এখানে অবস্থিতি কচ্ছি, আর কেবল সেই শ্রীরাম চরণারবিন্দ দিবানিশি ভাব্‌ছি, আর কি সেই দয়ার জলধি রাম গুণনিধির এখানে শুভাগমন হবেনা, তাঁর সেই নবীন নিরদ নিন্দিত নীলকান্তি আর কি দেখ্‌তে পাবোনা, এদীনের এমন দিন কি হবে, এত মনে

কিছুতেই উদয় হয়না, অযোধ্যানাথ অযোধ্যায় যাবার সময় রাম সীতার যুগল রূপ দর্শন করায়ে আমাকে বোলে গেলেন, আমি আসি, আমি তাঁর সেই আশাপথ চেয়ে এই অকূলের কূলে অবস্থিতি কচ্ছি, কৈ অকূলের কাণ্ডারীত অনুকূল হলেন না, আমি যে আজীবন কাল রাম রাজীবলোচনের রাজীব চরণ চিন্তা কচ্ছি, কৈ তাঁর চরণ তো পেলেম না, হায় হায়! আমি পেয়ে নিধি হারিয়েছি।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ। জয় বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর ব্যোমকেশ মহেশ্বর।
জয় আশুতোষ কৃত্তিবাস জয় দেব দিগম্বর॥
জয় ভূতনাথ বামদেব মহাযোগী যোগেশ্বর।
জয় বিরূপাক্ষ নীলকণ্ঠ হে গিরীশ গঙ্গাধর॥
জয় চন্দ্রচূড় শূলপাণি ত্রিলোচন স্মরহর।
জয় জটাধারী যোগীনাথ যোগেশ্বর যোগীবর॥

(গীত।)

হে শিব শঙ্কর।
বল কি হবে আমার গতি, গতির নাহি সঙ্গতি,
কুপথে কেবল মতি, ফেরে নিরন্তর।
অসার সংসার সার, করিয়ে করি পসার,
তবু না দেখি সুসার, ভ্রমি বারে বার।
তবে যদি আশুতোষ, নিজ গুণে আশুতোষ,
তবেই এ দীন দাস পায় হে নিস্তার॥

বিভীষণ। প্রভো! আপনি শ্রীরাম স্থাপিত, রামগুণাবলী বিশেষ অবগত আছেন, দয়াময়! দয়াকরে রামগুণাবলী কীর্ত্তন করুন, শুনে জন্ম সফল করি।

মহাদেব। লঙ্কানাথ! অনন্ত অনন্তমুখে যাঁর গুণাবলী কীর্ত্তন কর্‌তে পারেন না, আমি পঞ্চমুখে তাঁর গুণাবলী কিরূপে কীর্ত্তন কর্‌ব,আমি যদি রামগুণ কীর্ত্তনে সক্ষম হতেম, তাহোলে কি এই অকুলের কূলে পড়ে থাক্‌তেম, বরং তুমি রামগুণ কীর্ত্তন কর, আমি শুনি।

বিভীষণ। দেব! কি আশ্চর্য্য, আপনি রামগুণ কীর্ত্তনে অসমর্থ, আমি রামগুণকীর্ত্তনে সমর্থ, আমি অল্পবুদ্ধি হীন জাতি সামান্য রাক্ষস, আমার দ্বারা কি রামগুণ কীর্ত্তন সম্ভবে?

মহাদেব। রাক্ষসনাথ! যদিও তুমি রাক্ষস সত্য, কিন্তু আর তোমাতে রাক্ষসত্ব নাই, কাঁচ কাঞ্চনে জড়িত হলে সে যেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তেম্‌নি রাম সহবাসে তোমার রাক্ষসত্ব গিয়েছে, এখন তুমি অমর দেবতাস্বরূপ, অনায়াসে রামগুণ কীর্ত্তন কর্‌তে পার।

বিভীষণ। অনাদিনাথ! আমি দেবতাস্বরূপ হলে কি সেই দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম চরণে বঞ্চিত হতেম; কখই না, মহেশ্বর! মহতের সহবাসে থাক্‌লেই যে মহৎ হয়, এ মনেও কর্‌বেন না, নীলকণ্ঠ! আপনার কণ্ঠে যে বিষ আছে, তার কি প্রাণ নাশিকা শক্তি নাই, আপনার কপালে যে আগুণ জ্বল্‌ছে, তার কি দাহিকা শক্তি নাই, চন্দ্রশেখর! আপনার ভালে যে চন্দ্র আছে, তাতে কি কলঙ্ক নাই, যোগীবর! আপনার জটাজালে যে বিষধর আছে,ওকি দংশন করে না, অতএব

প্রভো! রাম সহবাসে রাক্ষস হয়ে কিরূপে অমরত্বলাভ কোর্‌ব বলুন দেখি, মুনি ঋষি যোগীগণ কোটী কোটী বৎসর তপস্যা কোরে অমরত্বলাভ কর্‌তে পারেননা, আমি হীন জাতি রাক্ষস, কেমন করে অমরত্বলাভ কোর্‌ব, তবে যে বল্‌ছেন, সে কেবল নিজগুণে।

(নাবিক সহ শ্রীমন্তের প্রবেশ)

নাবিক! হদাগর্‌ মশাই! এই তো মোরা হেতুবন্ধ আম্‌শরায়ে আয়্‌ছি, এহানে চোমৎকার কোন্‌ চিজ আছে, আম্‌শরায়ে শিবির টিপি হোই লিলি কর্‌ছে, কি দেখ্‌বেন, দ্যাহেন।

শ্রীমন্ত। (বিভীষণের প্রতি) প্রণমামি অভয় পদে।

বিভীষণ। (শ্রীমন্তকে দেখিয়া শ্রীমন্তের প্রতি)

বৎস! কে তুমি কোথায় বাস
কিবা জাতি কিবা নাম কাহার সন্তান
কিহেতু এখানে আসা কি কার্য্যে গমন,
কোন্‌ কুলে উদ্ভব ওহে সুকুমার
আকৃতি প্রকৃতি দেখি মনে অনুমানি
না হবে সামান্য শ্রেষ্ঠ বংশধর তুমি
অথবা অমরসুত, গন্ধর্ব্ব কুমার
হইবে নিশ্চয় তার নাহিক সংশয়
জিজ্ঞাসিনু দয়া করে দেহ পরিচয়
সুমধুর কণ্ঠস্বরে সন্তোষ আমায়।

শ্রীমন্ত। নহি আর্য্য দেবকুল সম্ভুত আমি
মানবকুল সম্ভুত মানব সন্তান

বণিককুলেতে জন্ম বাণিজ্য ব্যবসা
ধনপতি সদাগর তাহারি তনয়
শ্রীমন্ত আমার নাম বাস উজ্জয়িনী
সিংহল পাঠনে বন্দী আছে পিতা মোর
উদ্ধারিতে পিতৃদেবে করেছি গমন
শুনি কর্ণধার মুখে শ্রীরাম স্থাপিত
সেতুবন্ধ রামেশ্বর বিরাজেন হেথা
পূজিয়ে মহেশ পদ যাইব সিংহলে
পিতৃপদ দরশনে একান্ত বাসনা।

বিভীষণ। বড় সন্তোষিলে বৎস! মধুর বচনে
কহ, জননী কি তব আছে বিদ্যমান?

শ্রীমন্ত। খুল্লনা জননী মম জনম দুঃখিনী।
আছে মৃতা প্রায় হয়ে পতিতা ধরণী॥
আর এক মাতা মোর জগত জননী।
আদ্যাশক্তি ভগবতী কৈলাস বাসিনী॥

মহাদেব। (বিস্মিত হইয়া)
অহো! কি মধুর বাণী শুনিনু শ্রবণে,
বহু ভাগ্যে দেখিলাম উমার সন্তানে?
কহ বাপু সত্য কি তুমি তারিণী তনয়!
প্রকাশি সন্তোষ কর তাপিত হৃদয়॥

শ্রীমন্ত। হে পিতঃ! শুনেছি আমি জননী মুখেতে,
আর এক মাতা আছে অচল দুহিতে,
তাঁর নাম আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম সনাতনী।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী তারা ত্রিনয়নী॥

দুঃখহরা ভবদারা দুর্গতি নাশিনী।
দুর্গমে ডাকিলে তাঁরে রক্ষা করেন তিনি॥
তাঁহারি আদেশে আমি পিতৃ অন্বেষণে।
যাইতেছি যাত্রা করি তরী আরোহণে॥
আশীর্ব্বাদ কর দাসে হে শিব শঙ্কর।
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় যেন সিংহলে সত্বর॥

মহাদেব। ধন্য ধন্য পুত্র তুমি পার্ব্বতী নন্দন।
ধন্য তব তপবল ধন্যরে সাধন॥
বহু পুণ্যে লভিনুরে তোমা হেন নিধি।
সুপ্রসন্ন ভাগ্য বলে মিলাইল বিধি॥
যাঁর পদ হৃদে রাখি না পাই ধ্যানেতে।
ইন্দ্র চন্দ্র বিধি বিষ্ণু না পান জ্ঞানেতে॥
তিনি তোরে অনুকুল কি ভাগ্যরে তোর।
আয় বাপ আয় কোলে জুড়াই অন্তর॥

(গীত)

সফল জনম জীবন আমার।
তাই দেখিলাম (রে) তোমা হেন ভাগ্যধর কুমার।
যিনি জগতের মাতা, তিনি হয়েছেন তোর মাতা
আমি হোলেম রে তোর পিতা, কি ভাগ্য রে তোর।
ত্রিজগতে তোর মত কার আছে কপাল জোর।
তুই নস্ সামান্য ধন (রে) জীবন ধন ভক্তি মূলাধার।
যদি বহু পুণ্যফলে, পেলাম রে অকূলের কূলে,
তবে একবার আয় কোলে ওরে কোলের ধন,

যদি তোর অঙ্গ পরশে (রে) পাইরে দুর্গার চরণ,
যাঁর লাগী বিবাগি আমি তেজেছি সংসার ॥

শ্রীমন্ত। অসম্ভব বাক্য কেন কহ ত্রিপুরারী।
পিতা তুমি পুত্র আমি ওপদ ভিখারী ॥
ভক্তি হীন অভাজন আমি দয়াময়।
পাবে কি পাতকী তব ওপদ আশ্রয় ॥
পূজ্যপদ তব পদ অসীম মহিমা।
ভজন বিহীন আমি কি করিব সীমা ॥
মাতৃ পুণ্যবলে দেব পেলাম দর্শন।
নৈলে কি নারকী পেতো ও রাঙ্গা চরণ ॥
শুনেছি জননী মুখে তুমি মম পিতা।
জগৎ জননী মাতা জগৎ পূজিতা ॥
বেদাগমে শুনি পিতঃ তুমি সারাৎসার।
তুমি শক্তি তুমি মুক্তি জীবন আধার ॥
তোমার কৃপায় পায় জীবে মোক্ষধাম।
ভাবিলে তোমার পদ পূরে মনস্কাম ॥
নহে কোল যোগ্য তব পদাশ্রিত দাস।
নিজগুণে নির্গুণে পদ দাও কীর্ত্তিবাস ॥
প্রণত হই শ্রীপদে কর আশীর্ব্বাদ।
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় যেন ঘোচে মন বিষাদ ॥
(পদধারণ)

মহাদেব। করিলাম আশীর্ব্বাদ যাওরে সিংহলে!
পিতৃ পদ দরশন করিবে অনাসে।

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা চলিলাম পিতঃ পিতৃ দরশনে।
থাকে যেন মতি গতি তোমার চরণে ॥

মহাদেব। লঙ্কানাথ! বেলা অধিক হয়েছে, তুমি স্বস্থানে গমন কর, আমি ক্ষণকাল মন নিবেশ করে রামচরণ চিন্তনে নিযুক্ত হই।

বিভীষণ। যে আজ্ঞা?

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালিদহ,—কমলবন।

করি করে কমলে কামিনী আসীনা।

(নাবিকগণ সহ শ্রীমন্তের প্রবেশ।)

শ্রীমন্ত। (কমলবন দেখিয়া স্বগতঃ) আ মরি মরি, কালিদহের কি আশ্চর্য্য শোভা! শোভার সীমা নাই, শতদল সহস্রদল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি সুরভি পুষ্প সকল বিকসিত হওয়ায়, কি অপূর্ব্ব শোভাই হোয়েছে, যেন ব্রহ্মার দ্বিতীয় মানস সরোবর, মন্দ মন্দ অনিলাঘাতে ঢল ঢল ধীর সলিল তর তর কোচ্ছে, শত শত শতদল দলে দলে দুল্‌ছে, কালজলে যেন শত শশী ভাসমান, তরুণ তপন তাপে তাপিত কুমুদিনী যেন চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় শোভা ধারণ কোরে বিরাজ কোচ্ছে, (সহসা কমলে কামিনী দেখিয়া) আ মরি মরি, কি অরূপ রূপ দেখ্‌লেম;

আহা কিবা মনোহর অপরূপ রূপ,
করি করে শত দল মাঝে বিরাজিছে।
কমলদল বাসিনী ভুবনমোহিনী,
গ্রাসিতেছে মত্ত করি উগারিছে পুনঃ,
নিশ্চয় হইবে কোন দেব বিলাসিনী,
কিম্বা কোন মায়াবিনী নাহিক সংশয়?
ছলিতে সন্তানে আজ দিলেন দরশন।
দেখ দেখ কর্ণধার কমলে কামিমী।
করে ধরি করি গ্রাসে হয়ে আমোদিনী॥

(গীত)

দেখ্ দেখ্ একবার চেয়ে দেখ্ ওরে কি অপরূপ মাধুরি।
যেন কোটী শশধর, কমল উপর, উদয় হোয়েছে আমরি॥
মরি মরি মরি কিবা মনোলোভা, সৌদামিনী যিনি অঙ্গের প্রভা,
(শোভার সীমা নাই রে)
কমল পরে, কমল করে, ঐ দেখ্ কমলমুখে গ্রাসিছে করি।
কমল বাসিনী, কমল বরণী, কমল নয়নী, কমলে কামিনী,
কমলে গঠিত ওপদ কমল, (একবার দেখ্ দেখ্ ভাল কোরে দেখ্)
হবে জনম সফল, পাবি মোক্ষফল, নয়নে ওরূপ নেহারি॥

নাবিক। ও কর্‌তা! পাগলের মত কি বক্‌ছেন, ঐ অ্যাডা হাথি খ্যালে, ঐ অ্যাডা ঘোড়া খ্যালে, কোথা দেখ্‌ছো কর্‌তা?

শ্রীমন্ত। মিথ্যা নহে কর্ণধার (হের) ঐ শতদল মাঝে।
চল চল চল যাই রাজ সন্নিধানে,
আশ্চর্য্য ঘটনা গিয়ে জানাই তাঁহারে।

নাবিক। হ্যাদে ও মাজি বাই! এ হদাগর ছাওয়ালটা পাগলের মত কি বিড়্ বিড়্ কর্‌ছে?

শ্রীমন্ত। বল কি হে কর্ণধার না পেলে দেখিতে,
আশ্চর্য্য হইনু আমি তোমার কথায়?
পাগল নহিক আমি বলিনু নিশ্চয়,
চক্ষু মেলি চেয়ে দেখ রূপের মাধুরি।

নাবিক। মুই তো চোক্ষু ফ্যারাইয়া দেখ্‌ছি, কৈ কামানিত দেখ্‌ছিনা, মুইতো সব ধোয়া দেখ্‌ছি?

শ্রীমন্ত। চল চল কর্ণধার রাজার গোচরে,
আনিব রাজারে হেথা দেখাব কামিনী।
সন্তোষিব তাঁর মন অতি সযতনে,
অবশ্য হইবে দয়া পাব পিতৃ দেবে।
আর কতদূর আছে সিংহল পাঠন?

নাবিক। ও কর্‌তা! এহানে কয়তো অন্নমালার ঘাট্ এহানে নাম্বা।

শ্রীমন্ত। কর্ণধার! কোরোনা বিলম্ব আর বাজাও দামামা,
যে হয় আসিবে হেথা নিতে পরিচয়,
রাজদূত রাজা মন্ত্রী অথবা প্রহরী।

নাবিক। আচ্ছা কর্‌তা! দামামা বাজায়েনী।(দামামা বাদ্য)

শ্রীমন্ত। দুর্গা দুর্গা এত দিনের পর অকুলের কূল পেলেম?

(রামসিং গঙ্গারামসিং সহ কোটালের প্রবেশ)

কোটাল। কোন্ হায়রে, বেটা বদ্‌মায়িস্ কোন্ হায়?

নাবিকগণ। (স্বভয়ে ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ ও নিরীক্ষণ)

কোটাল। বেটাকো জেসা নাচ্ ঘর্ মিল্ গিয়া, আবি হাম্ বেটাকো এক ডণ্ডাসে সিদা করনে সেক্তা হায় (শ্রীমন্তেরপ্রতি) কেঁউরে বেটা বদ্মায়িস্! কাহাসে আকে দামামা বাজা দিয়া, সিঙ্গল পাঠনকে তোমারা বাপ্কা রাজ্ হায়, জো তোম্ আপন্ হুকুম্‌সে দামামা বাজা দিয়া, তোম্ কোন্ হায়রে বেটা বদ্মায়িস, ডাকু তোম্ কোন্ হায়? (করধারণ)

শ্রীমন্ত। কেন বাপু! মিছামিছি আমাকে কুকথা বল্ছো, আমিতো কোন দোষ করি নাই।

কোটাল। কেঁউরে বেটা কুস্ দোষ্ নেই কিয়া? মহা-রাজ্কা বেগর্ হুকাম্‌সে দামামা বাজা দিয়া, আউর বল্তা, দোষ হাম্ নেই কিয়া? আরে বেটা বদ্মায়িস্ আবি হাম্ তোম্‌কো পাকড়্‌লেকে, মহারাজকো পাস্ চলেগা।

রামসিং। কাহেকো বহুত বাত বোল্‌তেহো জি উস্কা পাকড়্‌কে মহারাজ্‌কো পাস্ লে চলো।

কোটাল। এজি রামসিং ঠিক্‌বাৎ বোলা হায়, চল্ বেটা বদমায়েস, চল মহারাজ্‌কো পাস. চল্। (গলাধাক্কা)

শ্রীমন্ত। (সশঙ্কিত) কোটাল! কেন আমাকে অকা-রণ গলাধাক্কা দিচ্ছ, আমি বদমাইস নই, বণিকের সন্তান, বাণিজ্য কোর্ত্তে সিংহলে এসেছি, আমাকে অপমান কর কেন, আমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপন ইচ্ছায় রাজার কাছে যাচ্ছি চল।

কোটাল। চল্ বেটা চল্, ওজি রামসিং ওজি গঙ্গা-রাম সিং বাঙ্গাল্ লোকন্‌কো পাকড়্‌কে লে চলো।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিংহল রাজ-সভা

(মহারাজ শালিবাহন, মন্ত্রী ও বয়স্য আসীন।)

রাজা। মন্ত্রি! ধনপতি সদাগরকে বন্দী কর্‌বার পর আর তো কোন সদাগরকে দেখ্‌ছিনা? তবে সদাগরি কার্য্য উঠে গেল নাকি? ইতি পূর্ব্বে এক জন না এক জন সদাগর সিংহলে উপস্থিত থাক্‌ত, এখন যে কাকেও দেখ্‌ছিনা, এর কারণ কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! সকল ব্যবসারই মন্দা আছে, কোন ব্যবসা সব দিন সমভাবে চলেনা, আজ কাল্ যে সময়, এ সময়টা বাণিজ্যের সময় নয়, সেই জন্যই বণিকের যাতায়াত কম হয়েছে, বেশী বিলম্ব নাই, অতি সত্বরেই কোন না কোন বণিক এসে উপস্থিত হবেই।

বয়স্য। (স্বগতঃ) মহারাজ কালিদহে যে চার ফেলে রেখেছেন, আচ্ছা গরম মসলা দেওয়া চার বটে, যে কোন বণিকই আসুক না কেন, তাকে সে চারে পড়্‌তেই হবে, কোন বণিকেরই এড়াবার যো নাই, সে সহজ চার নয় বাবা, সে চারে পড়্‌লে যথা সর্ব্বস্ব দিতে হয়, কারাগারে বন্দী থাক্‌তে হয়, অবশেষে দক্ষিণ মশানে যেতে হয়, চারে পড়্‌লে লাভ তো এই, মরুগ্‌গে ছাই, বাপের জন্মে এমন সৃষ্টি ছাড়া কথাও তো শুনি নি, জলের উপর পদ্ম, পদ্মের উপর একটা সোণালি রঙ্গের কামিনী বসে আছে, একি কথা, না এ কথা বিশ্বাস যোগ্য, যে বেটা সদাগর সিংহলে আসে, সেই বেটা

এসে কামিনীকে দেখে সর্ব্বস্ব খোওয়ায়, যাক, এ সকল কথায় আর কায নাই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! সদাগরি সম্বন্ধে মন্ত্রীকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন, আমি কি তা শুনুতে পাইনে?

রাজা। কেন পাবেনা? তুমি তো এখানেই আছ, তুমি কি তা শোননি।

বয়স্য। আজ্ঞা না, আমি অন্য মনস্ক ছিলেম।

রাজা। তবে নিতান্তই শুনবে, ছাড়্বে না?

বয়স্য। আজ্ঞা না, যখন ধরেছি, তখন ছাড়্চিনে।

রাজা। আচ্ছা! তবে বলি শোন, আজ কাল সিংহলে সদাগরের যাতায়াত খুব কম হয়েছে, নাই বল্লেই হয়! তাই মন্ত্রীকে বল্ছিলেম, শুনলে তো?

বয়স্য। আজ্ঞা হাঁ শুনেছি, বলি আমি একটা কথা কি জিজ্ঞাসা কোর্ব।

রাজা। করনা হানি কি?

বয়স্য। বলি আপনার ধনাগার তো খালি হয়নি?

রাজা। (বিরক্ত হইয়া) ধনাগার খালি হবে কেন? ওকিরূপ কথা হোলো?

বয়স্য। মহারাজ! রাগ কোর্ব্বেন না, আমি ভালই বল্ছি, খরচটা বিলক্ষণ আছে, উপায় না থাক্লেই আমার মনে বড় কষ্ট হয়, সেই জন্যই দুকথা বলা।

রাজা। কেন আমার কি উপায় নাই?

বয়স্য। আজ্ঞা উপায় আর কৈ? বণিকেরা মাল বোঝাই কোরে নৌকা আনুলেই তো আপনার উপায় হবে, তা যে একেবারেই বন্ধ।

রাজা। তুমি যে বড় শক্ত শক্ত কথা বল্‌ছ ?

বয়স্য। আজ্ঞা শক্ত কিছুই নয়, ভেবে দেখ্‌লে খুব নরম।

রাজা। বণিকেরা এলে কি আমি তাদের কোন অত্যাচার করি, তাই তুমি পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ কচ্ছ ?

বয়স্য। আজ্ঞা অত্যাচার করেন কি না করেন ও কথা কি আমি বল্‌তে পারি, তবে মেরে ধরে নৌকা লুট্‌পাট্‌ কোরে নেন্‌ মাত্র, তাও অনেকদিন বন্ধ, সেই জন্য ধনাগার খালির কথাটা উল্লেখ করেছিলেম।

রাজা। কেন, আমার কি জমিদারী নাই ?

বয়স্য। সেকি! আপনার আবার জমিদারী নাই, বেশী থাক না থাক্‌ যে টুকু আছে, সেই টুকু বজায় থাক্‌লে আপনার ছেলের ছেলে তার ছেলে কাটিয়ে যেতে পার্‌বে।

রাজা। পাগলের মত কিযে বল, কিছুই বুঝ্‌বার যো নাই।

বয়স্য। আজ্ঞা পাগলের মত বোল্‌বো কেন ? প্রকাণ্ড একটা পণ্ডিতের মত বল্‌ছি, আপনি বেশ কোরে প্রণিধান করুন, কালিদহ নামীয় আপনার যে জমিদারী টুকু আছে, সেটুকু বাহার বন্দ তালুক বল্লেও হয়, বড় বাজারের চক্‌ বল্লেও হয়, সেটুকু এক প্রকার নিস্কর ব্রহ্মত্তর বিশেষ (বিমুখ হইয়া স্বগতঃ) ঐরূপ জমিদারী টুকু যদি আমার থাক্‌তো; তাহোলে আমার দর কত, এখনকার ফ্যাসানের বাবু সেজে চক্ষে চশ্‌মা দিয়ে ফেটীংয়ে দুট শাদা ঘোড়া যুতে সহর তোল পাড় কোরে তুল্‌তেম, (প্রকাশ্যে) মহারাজ! কি বল্‌ছিলেন।

রাজা। বলি নিস্কর ব্রহ্মত্তর বিশেষ কেমন করে?

বয়স্য। আজ্ঞা নয় কেমন কোরে, খাজনা দিতেও হয়না, নায়েব গোমস্তারও দরকার নাই, পাক্‌ প্যায়াদারও আবশ্যক নাই, নিখরচা টাকা আদায়, এতি কম সুবিধা?

রাজা। নিখরচা কিসে দেখ্‌লে?

বয়স্য। আজ্ঞা সবই, যে বাণিজ্য কর্‌তে আসে, সে নিদেন হাজার মণে দুহাজার মণে নৌকা বোঝাই করে রত্ন মালার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়, আর আপনি ঘরে বসে লাভ করেন, লাভ বলে লাভ, আবার সেই বণিকদের কারাগারে পূরে ঘানি টানিয়ে তেল বার কোরে নিয়ে লাভ করেন, আপনার লাভের কি সীমা আছে, সে যা হোক, মহারাজ! আপনার কপালের জোরটা খুব দরাজ, কালিদহে পদ্মের উপর গোলাপি রঙ্গের যে একটা কামিনী দাঁড়িয়ে আছে, সেইটীই আপনার রাজ্যের রাজলক্ষ্মী, সে পটল তুল্লেই আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে পটল তুল্‌তে হবে।

(কোটাল, রামসিং, গঙ্গারামসিং সহ বন্দী শ্রীমন্ত
ও নাবিকগণের প্রবেশ)

কোটাল। সেলাম্‌ পোঁছে মহারাজ! এহি সদাগর লেড়্‌কা বাণিজ করনেকা ফিকিরমে আকে রত্ন মালাকা ঘাট্‌মে বেগর হুজুর্‌কা হুকুম আপ্‌না মৎলব্‌সে আউর জবর্‌ দস্তিসে কিস্তি লাগায়া আউর দামামা বাজায়া, হুজুর্‌কা পাশ্‌ পাকড়্‌কে লে আয়া, আবি হুজুর্‌কা যো হুকম্‌।

বয়স্য। (শ্রীমন্তকে দেখিয়া স্বগতঃ) মনে মনে যা ভেবেছি তাই সম্মুখে, কোন গরিবের বাছা এসে চ্যুরে

পড়েছে আর কি, যখন যার কপাল ফেরে, কপালে পড়্‌তে পড়ে, তখন কোথা থেকে টাকা কড়ি এসে জুটে পড়ে, কিছুই বোঝ্‌বার যো নাই, এখন পদ্ম বনের কথা না বল্লে বাঁচি, পদ্ম বনে পদীর কথা বল্লেই গোল্লার দুয়ারে যাবেন, কেহই রাখ্‌তে পার্‌বেনা, (শ্রীমন্তের প্রতি) ওহে বাপু বণিকের পো! এখানে মর্ত্তে এসেছ কেন? আর কি মর্ত্তে জায়গা পাওনি, এসেছ এসেছ, যেন পদ্মবনে পদীর কথা বোলনা, তাহোলে ধনে প্রাণে মারা যাবে।

রাজা। বয়স্য! ছেলেটীকে কি বল্‌ছ?

বয়স্য। আজ্ঞে বল্‌ছি ভালই, কবে এলে, কোথা হতে এলে, কখান নৌকায় মাল বোঝাই কোরে এসেছ, কোন্ নৌকায় কি মাল বোঝাই আছে. এই সকল কথা আর কি?

রাজা। বয়স্য! তোমার তো বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তুমিতো বেশ কথা কইতে শিখেছ।

বয়স্য। বলেন কি মহারাজ! আমি কত বড় বুদ্ধিমান, আমি হলাম রাজার বয়স্য, আমার আবার বুদ্ধি নাই? পেটে বুদ্ধি বোঝাই করে রেখে দিয়েছি?

রাজা। বটে!

বয়স্য। (ভীত হইয়া) আজ্ঞা না না, পেটে বোঝাই নাই, এই দেখুন পেট খালি, কোন্ শালার পেটে বুদ্ধি বোঝাই আছে, (বিমুখ হইয়া স্বগতঃ) বিপদ ঘটিয়ে ছিলেম আরকি?নৌকা ফাঁসাবারমত আমার পেটে বোমা মেরে সকল বুদ্ধি বার কোরে নিতো, (প্রকাশ্যে) মহারাজ! বণিকের ছেলে অনেক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন করুন।

রাজা। তোমার কথা শেষ হয়েছে তো।

বয়স্য। আজ্ঞা এক প্রকার।

রাজা। তাহোলেই ভাল, (শ্রীমন্তের প্রতি)

কহ কে তুমি মধুর মূর্ত্তি কিবা তব নাম ?
কোথায় বসতি কর কিবা প্রয়োজন।
কি জন্ম সিংহলে আসা বল হে সত্বর,
হেরিয়ে রূপ মাধুরী হোয়েছি বিস্ময়,
অবশ্য হইবে তুমি ধনাঢ্য সন্তান।

শ্রীমন্ত। মহারাজ! বণিক তনয় আমি বাণিজ্যের তরে,
এসেছি সিংহলে মাত্র তরী আরোহণে
নানা রত্ন পরিপূর্ণ বাণিজ্য তরণী,
বিনিময় কোরে হেথা যাইব স্বদেশে ?
অন্য পরিচয় মোর শুন নৃপমণি!
ধনপতি পুত্র আমি বাস উজ্জয়িনী।
শ্রীমন্ত বলিয়ে মোরে ডাকে সকলেতে,
জন্মাবধি দেখি নাই পিতার চরণ ;
শুনিয়াছি লোক মুখে বন্দী পিতা মোর
সিংহল পাঠনে তব রাজ কারাগারে,
এসেছি সিংহলে তাই, পিতার উদ্দেশে
কোন রূপে পারি যদি করিতে উদ্ধার।
পূজ্যপদ পিতৃ দেবে রাজদ্বার হোতে,
বিশাল ধরণী মাঝে আর কেহ নাই ;
সহায় সম্বল বল শ্রীদুর্গার নাম।

রাজা। ভাল বণিক তনয়!

পিতৃনাম মাত্র জান, দেখ নাই কভু
কিরূপে চিনিবে তুমি তোমার জনকে,
শত জন বন্দী আছে মম কারাগারে
কেমনে চিনিবে বল প্রকাশি আমায়।

শ্রীমন্ত। মহারাজ! দুর্গানামে চিনিয়া লইব পিতৃদেবে,
ভগবতী চিনাইবে জনকে আমার।

রাজা। বণিক নন্দন! কি নাম কল্লে, আর একবার বল তো আমি ভাল করে শুনি।

শ্রীমন্ত। আজ্ঞা দুর্গা নাম।

রাজা। কি দুর্গানাম? (আশ্চর্য্য হইয়া স্বগতঃ) আহা কি মধুর নাম শুন্‌লেম, শুনে জন্ম সফল হোলো, কর্ণ যুড়ালো, (প্রকাশে) বাপু হে! এ নাম তুমি কোথায় পেলে, কে তোমাকে দিলে?

শ্রীমন্ত। মার নিকট পেয়েছি, মা আমাকে দিয়েছেন।

রাজা। ধন্যা তোমার মা, তুমিও ধন্য, তোমাকে দেখে আমিও ধন্য হোলেম, আচ্ছা বাপু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি? আস্‌তে আস্‌তে পথিমধ্যে কি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দেখেছ।

বয়স্য। (স্বগতঃ) এইবার সেরেছে আরকি? দুর্গা টুর্গা সবই মিছে, এইবার আসল কথায় হাত পড়েছে, মাথা খেলে আর কি? (শ্রীমন্তের প্রতি) ওহে বাপু দত্তের পো! সাম্‌লে কথা কও, যেন ফেরে ফারে পোড়োনা।

রাজা। কি হে বয়স্য! সদাগরকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

বয়স্য। আজ্ঞা না অন্য কিছু নয়, কোন্ নৌকায় কিকি রত্ন এনেছেন, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

রাজা। (শ্রীমন্তের প্রতি) বলি বণিক কুমার! তোমায় কি জিজ্ঞাসা কল্লেম না?

শ্রীমন্ত। আজ্ঞা বল্‌ছি।

বয়স্য। (ইঙ্গিতে) খুব সাবধান!

শ্রীমন্ত। দেখিলাম কালিদহে শতদল মাঝে,
শত সৌদামিনী জিনি ধনী বিরাজিছে।
করে করি করী গ্রাসি উগারিছে পুনঃ,
ভুবন-মোহন রূপ অতি নিরুপম।

রাজা। (স্বগত) রমণীর রূপের কথা যে রূপ শুন্‌লেম, রমণীকে সামান্যা রমণী বলে জ্ঞান হচ্ছে না, রমণী রমণীর শিরোমণি হররমণী বলে বোধ হচ্ছে, নইলে অবনীতে বণিতে এমন কে আছে, যে করে করী ধারণ কোরে গ্রাস করে, নিশ্চয় সে বণিতে হর-বণিতে, আমারে ছলিতে কমলেতে এসে কমলে কামিনী রূপে আবির্ভাব হোয়েছেন, কিন্তু যতক্ষণ কামিনীকে না দেখ্‌ছি ততক্ষণ আমার মনের ভ্রম কিছুতেই দূর হচ্ছেনা, (প্রকাশ্যে) ওহে সদাগর!
সত্য কি কামিনী করী ধরি গ্রাসিতেছে,
অদ্ভুত ঘটনা এবে না হয় বিশ্বাস।

শ্রীমন্ত। চল চল মহারাজ! কালিদহ মাঝে,
দেখাব তোমারে আমি কমলে কামিনী।
নইলে লইব দণ্ড তব ইচ্ছা মতে।

রাজা। কমলে কামিনী যদি না পার দেখাতে,
কিবা দণ্ড লবে সাধু কর অঙ্গীকার
কর পণ কিবা শাস্তি লইবে হে তুমি।

শ্রীমন্ত। করিলাম পণ আমি রাজসভা মাঝে,
যদি না দেখাতে পারি কমলে কামিনী,
দক্ষিণ মশান মম হবে বধ্য ভূমি।

রাজা। দৃঢ় পণ করিয়াছ ওহে গুণনিধি,
আমিও রহিনু বদ্ধ তব অঙ্গীকারে
প্রত্যক্ষ করিলে রূপ আশ্চর্য্য ঘটনা
কন্যা দানি অর্দ্ধ রাজ্য দিব তব করে।

শ্রীমন্ত। চল তবে মহারাজ! আমার সঙ্গেতে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালিদহ।

(রাম সিং গঙ্গারাম সিং কোটাল ও শ্রীমন্ত
সহ রাজা শালিবাহনের প্রবেশ)

রাজা। কালি দহ মাঝে কোথা কমলে কামিনী
দেখাও সত্বরে মোরে বণিক নন্দন?
যদি না দেখাতে পার কমলে কামিনী,
দক্ষিণ মশানে তোমা পাঠাব নিশ্চিত?

শ্রীমন্ত। সত্য সত্য মহারাজ! কালিদহ মাঝে,
শতদলোপরে সদা বিরাজিতে ছিল,
বামা অতি অনুপমা পরম রূপসী
করেতে কুঞ্জর গ্রাসি উগারিছে পুনঃ
মনে মনে অনুমানি পলায়েছে বুঝি
হেরে সেনা সেনাপতি দেখে মহারাজ।

রাজা। কি, বঞ্চনা আমার সনে? ওরে মিথ্যাবাদী!
দেখাও সত্বর মোরে কমলে কামিনী,
নতুবা নিশ্চয় আজি নাশিব রে তোরে।

শ্রীমন্ত। (ভীত হইয়া স্বগতঃ) হায় হায়, এখন আমি কি করি, মহারাজকে তো কমলে কামিনী দেখাতে পাল্লেম না, এখন যে আমার প্রাণ যায়! এই মাত্র দেখে গেলাম, এর মধ্যে কামিনী কোথায় লুকালো? তবে কি মা দুর্গা এসে আমাকে ছলনা কোরে গেলেন? না, মা কি আমাকে ছলনা কোর্‌তে পারেন, আমি যে মার ছেলে, আমাকে ছলনা কর্‌বেন কেন? বোধ করি কামিনী রাজাকে দেখে কমল বনে লুকিয়েছে, (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনাকে দেখে লজ্জায়, কামিনী কমলবনে লুকিয়েছে। আপনি একটু স্থির হয়ে থাকুন, তবে ইএখনি কামিনী কমলবন হোতে উঠ্‌বেন মহারাজ! আমি সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি, নাবিকদের জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। (নাবিক প্রতি) ওরে নাবিক। তোরা কি যথার্থ কমলে কামিনী দেখেছিস্?

নাবিক। না মহারাজ! আমরা কমলে কামিনী দেহি নাই, তবে সদাগর মশাই বল্‌ছিলেন বটে শুন্‌ছি।

রাজা। ওরে দুরাত্মন্? তুই না আমাকে কমলে কামিনী দেখাবি বোলে পণ কোরেছিলি, এখন তোর সে পণ কোথায়? কোটাল! জল্লাদ সেনাপতি! এই মিথ্যাবাদী বালকের করদ্বয় বন্ধন কোরে বধ্য ভূমি মশানে নিয়ে যাও, সেখানে গিয়ে পাপাত্মাকে বিনাশ কোর্‌ব্বে, যাও যাও, শীঘ্র যাও, আর বিলম্ব করোনা।

(গীত।)

কর রে কর বন্ধন বণিক নন্দনে।
লয়ে যাও মশান মাঝে অতি সযতনে॥
ধরি খরশান অসি, বিনাশি বালকে,
তুষিবে এসে আমারে মধুর বচনে।
নিশিতে ভানুর উদয় হয় কি সম্ভব,
জল বিনা স্থলে পদ্ম না হয় উদ্ভব,
তেমতি কমলে উদয় কমলে কামিনী
হইবে কালিদহেতে নাহি লয় মনে॥

কোটাল। যো হুকুম মহারাজ! আওরে লেড়্কা ইধার আও, তোমারা দোনা হাত বাঁধ্কে মশান মে লেচলে।

[শালিবাহনের প্রস্থান।

(শ্রীমন্তের হস্ত বন্ধনে উদ্যত)

শ্রীমন্ত। কোটাল! আমাকে বন্ধন কোরোনা, আমি বন্ধন যাতনা কিছুতেই সহ্য কোর্তে পার্বো না, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি চল, আমাকে বন্ধন কোরোনা।

কোটাল। কেঁউ বেটা, তোম্কি রাজা কো লেড়্কা হও, যো তোমারা হাত নেহি বাঁধেগা, যব্ মহারাজকা হুকম্ হুয়া হ্যায়, তব্ জরুর তোমারা হাত বাঁধেগা, চুপ্রও বহুৎ বাৎ মৎ বলি এ (করবন্ধন)

শ্রীমন্ত। কোটাল! আমার কথা রাখ, আমাকে দয়া করো, অত শক্ত কোরে বেঁধোনা, আমার কষ্ট হচ্ছে, উঃ উঃ বড় লাগ্ছে, বড় লাগ্ছে, অত শক্ত কোরে বেঁধোনা।

কোটাল। কেঁউরে বেটা সকৎ কোর্‌কে নেহি বাঁধেগা, আবি দেখ্‌, আচ্ছি কোরে তোমারা দোনো হাতকো কস্‌কে কস্‌কে বাঁধেগা। (সজোরে বন্ধন)

শ্রীমন্ত। কোটাল! বন্ধন জ্বালায় যে আমার প্রাণ যায়, হাত যে জ্বলে গেল, আমার বন্ধন খুলে দাও, খুলে দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বন্ধন খুলে দাও, আর আমি যাতনা সহ্য কর্‌তে পাচ্ছিনে। আমি তোমার পায়ে পড়ি। (পদে হস্ত প্রদান)

কোটাল। ছোড়্‌ দেও ছোড়্‌ দে বেটা, হামারা গোড়্‌ ছোড়্‌ দেও, নেই তোমারা গোড়্‌মে আচ্ছি তরে বাঁধেগা। (পদে ঠেলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

শ্রীমন্ত। কোটাল! আমি অতিকাতর হোয়ে তোমার পায়ে ধর্‌লেম, তুমি আমাকে পা দিয়ে ঠেল্লে, তোমার দয়া হলোনা, আমি যে কঠিন বন্ধন যাতনায় প্রাণে মরি, আমাকে দেখে কি তোমার দয়া হোলোনা, মায়া হোলোনা, উঃ উঃ বন্ধন যাতনায় যে প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে উঠ্‌লো, চারিদিক অন্ধকার ময় দেখ্‌ছি, কোটাল! তুমিতো আমাকে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কোর্ব্বে, একটু অপেক্ষা কর, আমি মশানে যাবার সময় মাকে একবার ডেকে যাই।

কোটাল। আচ্ছা জল্‌তি তোমারা মায়িকো বোলা লেও।

শ্রীমন্ত। ওমা ব্রহ্মময়ি! বিপদের সময় কোথায় রইলে মা? বন্ধন যাতনায় যে প্রাণ যায় মা? ওমা দুর্গতি নাশিনি! শ্রীমন্ত তোমার সন্তান, তোমার দাস, মা! দাসের বন্ধন

কেমন কোরে চক্ষে চেখ্‌ছো মা ? ওমা দুঃখ বিনাশিনি ! দুর্গমে রক্ষা কোরে শেষে এই কল্লে মা ? ওমা অকূলের কূল দায়িনি অকূলের কূলে তুলে দিয়ে শেষে সামান্য হ্রদের জলে ডুবালে মা ? ওমা মহিষ মর্দ্দিনি ! শেষে আমার কপালে এই হোলো মা ? দুষ্ট কোটাল আমাকে বধ কর্ব্বার জন্য আমাকে মশানে নিয়ে চল্লো ? ওমা শ্মশানবাসিনি ! তুমিতো মশানে শ্মশানে সর্ব্বত্রেই থাক, বধের সময় মশানে এসে দেখা দিও, যেন ভুলে থেকো না, ওমা ভবমোহিনি ! ভক্তকে ছেড়ে কোথায় আছ মা ?

(গীত)

কোথায় আছ মা ভবমোহিনী।
ভবভয় ভঞ্জিনী, পড়েছি ঘোর দায়, তাই ডাকি মা তোমায়,
(আর আমার কেহ নাই মা) (তুমি বই আর কেহ নাই মা)
এসে অভয় দাও ওমা অভয় দায়িনী ॥
দুরন্ত রাজ কিঙ্করে, তোমার শ্রীমন্ত কিঙ্করে,
করে বন্ধন করে করে, কৃপাময়ী কৃপা কোরে,
রক্ষা করো কুমারে, নইলে প্রাণ যায় গো জননী ॥

কোটাল। কেঁউরে বেটা, তোমারা মায়িকো তো বোলায়া হায়, আবি চল মশান মে চল্‌।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস,—বিল্বকানন।

ভগবতী একাকী দণ্ডায়মানা।

ভগবতী। (স্বগতঃ) অনেক দিন বৎস শ্রীমন্তের আমার চাঁদমুখ দেখি নাই, যখনই বাছার চাঁদমুখ খানি মনে পড়ে, তখনই মন চঞ্চল হোয়ে উঠে—তখনই তার কষ্ট তার বিপদ মনে হয়, আহা! বাছা আমার অল্প বয়সে অকূল মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে, কত কষ্ট কত যাতনাই যে পাচ্ছে, তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, মাতৃহীন বালকেরন্যায় অকূল পাথারে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, যে দিন প্রাণাধিক্ শ্রীমন্ত মগ্‌রার মোহানায় বিপদে পোড়ে, আমাকে মা মা বোলে উচ্চৈঃস্বরে ডেকেছিল, সেই দিন কেবল তার সহিত সাক্ষাৎ হোয়েছিল, সেই পর্য্যন্তই আর তার কোন খবরই পাইনাই, কিন্তু আজ আমার প্রাণ বড় বিচলিত হোলো, শ্রীমন্ত যে দিন মগ্‌রায় উপস্থিত হয় সেই দিন আমার মনের গতি যেরূপ হোয়েছিল আজও আমার মনের গতি সেইরূপ হোয়ে উঠেছে, তবে কি বাছা আমার কোন বিপদে পড়েছে, তাহোলেও তো তার সম্বাদ পেতাম, পদ্মাকে শ্রীমন্তের রক্ষাভার দেওয়া আছে, পদ্মা ছায়া রূপে শ্রীমন্তকে রক্ষা কচ্ছে, কৈ সেও তো এ পর্য্যন্ত কোন সম্বাদ নিয়ে এলোনা, হায় হায় এখন আমি করি কি।

(পদ্মার প্রবেশ।)

পদ্মা। দেবি! আজ বড় বিপদ উপস্থিত।

ভগবতী। পদ্মা! কি বিপদ উপস্থিত হোয়েছে, শীঘ্র বল আমি আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনা, কি হোয়েছে শীঘ্র বল, বলি আমার শ্রীমন্ত তো ভাল আছে, তার তো কোন বিপদ ঘটে নাই।

পদ্মা। মা! শ্রীমন্তেরই বিপদ ঘটেছে।

ভগবতী। কি বল্লি শ্রীমন্তের আমার বিপদ ঘটেছে, উঃ কি সর্ব্বনাশ! প্রাণ যায়, শ্রীমন্তের বিপদ শুনে প্রাণ যে যায়! বলি শ্রীমন্ত আমার এখন প্রাণে বেঁচে আছে, প্রাণে মারা পড়ে নাই তো?

পদ্মা। ওমা দুর্গে! এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু আর একটু বাদে আর বাঁচ্‌বার সম্ভাবনা নাই।

ভগবতী। কেন? তবে কি কোন ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে শয্যাগত হোয়ে পড়েছে।

পদ্মা। ওমা তাপ হারিণি! যাঁর নামে ভবব্যাধি বিনাশ হয়, তাঁর সন্তানের কি ব্যাধি হয় মা?

ভগবতী। তবে কি সিন্ধু জীবনে জীবন ত্যাগ করেছে?

পদ্মা। ওমা জীবন রূপিণি! তুমি যার জীবন, তার জীবন কি জীবনে যায় মা?

ভগবতী। তবে কি অনলে পুড়ে মোরেছে?

পদ্মা। ওমা নির্ব্বাণ দায়িণি! যাঁর নামে অনল নির্ব্বাণ হয়, তাঁর সন্তান কি অনলে পুড়ে মা?

ভগবতী। তবে কি অকূলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

পদ্মা। ওমা অকুলের কূল দায়িনি! তুমি যারে অনুকুল, সেকি কখন অকূলে পড়ে মা?

ভগবতী। তবে কি বৎস শ্রীমন্তকে কেউ বন্ধন কোরেছে?

পদ্মা। ওমা ভববন্ধন বিনাশিনি! যাঁর নামে ভববন্ধন বিমোচন হয়, তাঁর পুত্রকে কেউ কি বন্ধন কর্তে পারে মা?

ভগবতী। পদ্মা! তোমার সকল কথা মনে লাগ্লো, কিন্তু তোমার শেষের কথাটী আমার মনে লাগ্লো না, নিশ্চয় শ্রীন্তকে আমার কেউ বন্ধন কোরেছে, নৈলে আমি বন্ধন যাতনার মত যাতনা পাচ্ছি কেন? কে যেন আমার করে করে দৃঢ় বন্ধন কোরেছে, পদ্মা! বল্, কে আমার শ্রীমন্তকে বন্ধন কোরেছে?

পদ্মা। বিশ্বজননি! শ্রীমন্তকে বন্ধন কোরেছে, এটা বুঝ্তে পেরেছেন, কে বন্ধন কোরেছে সেটা বুঝ্তে পাল্লেন না? ওমা পতিতপাবনি! আমাকে ছলনা করেন কেন? সকলইতো বুঝেছেন।

ভগবতী। বুঝি না বুঝি, তুই কেন বল্না? কে বন্ধন কোরেছে।

পদ্মা। দেবি! তবে বলি শুন, শ্রীমন্ত সদাগর মগরা হোতে নির্ব্বিঘ্নে সিংহলে গিয়ে পোঁছায়, সিংহলে যাবার সময় কালিদহে কমলে কামিনী দেখেছিল, রাজা শালিবাহনকে গিয়ে সেই কথা জানায়, রাজা শালিবাহন শ্রীমন্তের কথায় বিশ্বাস কোরে সসৈন্যে কালিদহে এসে কমলে কামিনী দেখ্তে না পাওয়ায় শ্রীমন্তের উপর কুপিত হয়ে কোটালকে বোল্লে শ্রীমন্ত সদাগরের কর বন্ধন কোরে দক্ষিণ মশানে নিয়ে

গিয়ে শিরচ্ছেদন করগে, রাজার আদেশে কোটাল শ্রীমন্তের কর বন্ধন কোরে দক্ষিণ মশানে নিয়ে গেল, আমি তাই দেখেই তোমাকে সম্বাদ দিতে এসেছি, এখন যা ভাল হয় কর, কিন্তু শ্রীমন্ত বন্ধন যাতনায় অত্যন্ত কাতর হোয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেবল তোমাকে মা মা বলে ডাক্‌ছে, আর দুই চক্ষের জলে ভাস্‌ছে।

ভগবতী। পদ্মা কি বল্লি? শ্রীমন্তকে বন্ধন কোরে দক্ষিণ মশানে বধ কর্‌তে যাচ্ছে? উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা, শুনে হৃদয় যে ভেদ হোয়ে যাচ্ছে, পদ্মা! তুই আজ এসে কি সর্ব্বনাশের কথা শুনালি, কি শেল হৃদয়ে হানলি, পদ্মারে! কোটাল তো শ্রীমন্তকে বন্ধন করেনি, আমাকে বন্ধন কোরেছে, আমার ভক্তকে বন্ধন কোল্লেই আমাকে বন্ধন করা হোলো, পদ্মা! আরতো আমি বন্ধন যাতনা সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনা, পদ্মা কি সর্ব্বনাশের কথা শুনালি?

গীত।

কি সর্ব্বনাশের কথা শুনি শ্রবণে।
প্রাণের শ্রীমন্তে আমার বেঁন্ধেছে কঠিন বন্ধনে॥
দারুণ বন্ধন যাতনায়, কাতর হইয়ে তনয়
ডাকিছে মা বোলে আমায়, একি সয়রে মায়ের প্রাণে।
করে নাই শ্রীমন্তে বন্ধন, আমায় কোরেছে বন্ধন,
নইলে কেন পাইরে আমি বন্ধন বেদন,
যে বেঁন্ধেছে পাষাণ করে;
আমার প্রাণ কুমারের কমল করে,
তারে আজ নিধন করে তুষিব জীবন ধনে॥

পদ্মা। দেবি! ইচ্ছা কোরে কেন বন্ধন যাতনা ভোগ করেন, চলুন না কেন, একবার মশানে যাওয়া যাক, তা হোলেই শ্রীমন্তের সকল বন্ধন মোচন হবে।

ভগবতী। পদ্মা! তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, এখনি চল, রণ সজ্জায় সজ্জিত হোয়ে সিংহলে যাওয়া যাক্, আজ আমি স্বয়ং রণরঙ্গিনী হোয়ে রণ রঙ্গে প্রবৃত্ত হবো, দেখ্‌বো রাজা শালিবাহন কত বড় বীর, কত বড় যোদ্ধা, সে যখন আমার শ্রীমন্তকে বন্ধন কোরেছে, তখন আজ্ তার আর কিছুতেই রক্ষা নাই, সে পাপাত্মা কি জানেনা, যে আমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী, আমার নাম মহিষমর্দ্দিনী, দানবদলনী, অসিতবরণী, অসিধারিণী,—আমি কটাক্ষে ত্রৈলোক্য লয় কর্‌তে পারি, সে পামর তাকি শোনে নাই? আজ তেত্রিশ কোটি দেবতা এসে যদি তার সহায়তা করে, যক্ষ, রক্ষ, নর কিন্নর, অপ্সর এসে তার সাহায্য করে, অচল হিমাচল বিন্ধ্যাচল তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী তাল বেতাল ভৈরব এসে তারে রক্ষা করে, তুরঙ্গ মাতঙ্গ চতুরঙ্গ বিহঙ্গ এসেও যদি তার সহায়তা করে, তাহলেও আমার করে তাঁদেরও যমপুরে যেতে হবে?

দেখিব দেখিব আজি রাজা শালিবানে।
বধিব বধিব তারে সুতীক্ষ্ণ কৃপানে॥
প্রাণান্ত কোরে পাঠাবো কৃতান্তের পুরে।
না রাখিব রাজ্য ধন্ দিব ছারে খারে॥
দুরন্ত কোটাল নাশি জুড়াবো জীবন।
সেনা সেনাপতি রথী করিব নিধন॥

রাজবংশে বাতি দিতে কারে না রাখিব।
সকলে সংহারি রাজ্য রসাতলে দিব ॥

পদ্মা। যদি দুষ্ট ভয়ে ভ্রমে অনন্ত বিমানে?
ভগবতী। অনন্তরূপিণী রূপে নাশিব সেখানে।
পদ্মা। সিন্ধুজলে গিয়ে যদি হয় লুকায়িত?
ভগবতী। কুম্ভিরিণী রূপে তারে করিব গ্রাসিত।
পদ্মা! রাজ্য ছেড়ে রাজা যদি যায় রসাতলে?
ভগবতী। তাহা হলে রসাতলে দিব রসাতলে।
পদ্মা। অগ্নি দেবের অনির্ব্বার্য্য শিখায় যদি মিশে?
ভগবতী। নিভাইব অগ্নিরাশি মৃদু মৃদু হেঁসে।
পদ্মা। দিবাকর করে যদি লয় সে আশ্রয়?
ভগবতী। রাহু হোয়ে সূর্য্যদেবে গ্রাসিব নিশ্চয়।

পদ্মা! আর বৃথা কথায় নাহি প্রয়োজন।
চল চঞ্চল চরণে যোগিনী সহিতে,
ভীষণ মশান মাঝে শ্রীমন্তে রক্ষিতে।

পদ্মা। দেবি! তবে চলুন। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পথ।

(বীণা হস্তে নারদ দণ্ডায়মান।)

নারদ। (স্বগতঃ) হায় হায় ক্রমে ক্রমে সবই গেল, সত্য গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপরও গেল, ঘোর কলিকাল এসে উপস্থিত হোলো, সকল জীবেরই কুপথে মতি গতি, কার

আর ভব সাগর পার হোতে ইচ্ছা নাই, কেউ একবার ইষ্ট-দেবের নামও স্মরণ কোরেনা, বিষয় মদে মত্ত হয়ে কেবল মাতা মাতি কোরে বেড়াচ্ছে, পরকালের পথ একেবারে ভুলে গিয়েছে, পরকালের গতির উপায় এক দিনও মনে করেনা; সাধনা সুধা-ফল ত্যাগ কোরে বিষয় বিষ ফল নিয়ে নিয়ত বিবাদ বিষস্বাদ কলহ কিচ্‌কিচি, বিষয় বিষে যে ক্রমশঃ অঙ্গ জর্জ্জরিত কোরে তুল্‌ছে, তার দিকে দৃষ্টি পাতও নাই; চিন্তারূপিণী কাল সাপিনী যে সদা সর্ব্বক্ষণ দংশন কচ্ছে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই, এমনিবিষয় মদে বিভোর, কাচ-মণির মুল্য নিয়ে অমূল্য মণি চিন্তামণিকে অনায়াজে বিক্রয় কচ্ছে, গঙ্গাতীরে থেকে, গঙ্গায় অবগাহন না করে কুপে গিয়ে অবগাহন কচ্ছে, ওরে আমার অবোধ মন ভৃঙ্গ, কলির জীবের যে রূপ মতি গতি, তোর যেন সে রূপ মতি গতি না হয়, তাহোলে তুই গতির গতি গোলোক পতির পদে বঞ্চিত হবি, ওরে মনভৃঙ্গ! বিষয় কিংশুকে না মজে হরিপদ পঙ্কজে মজো।

(গীত।)

মনরে হরিপদ পঙ্কজে মজ।

চিন্তা পরিহরি· বল হরি হরি, অন্তে পাবে পদতরী,

যাবে ভয় ভানুজ॥

বিষয় কিংশুকে, বিরহ কি সুখে, চল পরম সুখে,

হরি বোলে মুখে সরোবর মাঝে (সুখ)

ধন জন দারা, কেহ নহে তারা, পরিহরি,

ভাব হরি, পদ সরোজ॥

(অনতিদূরে জয় জয় রবে যোদ্ধৃ বেশে যোগিণীগণ
সঙ্গে ভগবতীর প্রবেশ।)

ভগবতী। যোগিনীগণ! এইতো কৈলাসের পথ, চল এই পথ দিয়া সিংহলে যাওয়া যাক্।

বিলম্ব সহেনা প্রাণে চল চঞ্চল চরণে।
বিনাশিয়ে শালিবানে জুড়াব হৃদয়,

১ম যোগিনী। আচ্ছা তবে ওমা তারা, চল যাই চল ত্বরা,
কম্পিত করিয়ে ধরা বলে জয় জয়।

(প্রস্থানে উদ্যত)

(নারদ ভগবতীর সম্মুখে যাইয়া)

নারদ। জননি! প্রণাম হই, ওমা জগদম্বে! আজ তোমার এবেশ কেন? এযে অতি ভয়ানক বেশ! এ যে সর্ব্বনাশের বেশ, কার সর্ব্বনাশ কোর্‌তে এবেশ ধারণ কোরেছেন।

ভগবতী। রাজা শালিবাহনের।

নারদ। কেন, সে কি কোরেছে?

ভগবতী। শ্রীমন্তকে বন্ধন কোরেছে?

নারদ। শ্রীমন্ত কে মা!

ভগবতী। ধনপতি সদাগরের পুত্র আমার প্রধান ভক্ত, আমি তাকে পুত্রের মত ভাল বাসি, তার কোন কষ্ট হোলে আমার প্রাণ ফেটে যায়, দুরাত্মা শালিবাহনের আদেশে দুরন্ত কোটাল শ্রীমন্তকে বন্ধন কোরে দক্ষিণ মশানে নিয়ে যাচ্ছে. ক্ষণকাল পরেই তার শিরচ্ছেদন কোর্ব্বে, নারদ! ভক্তকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য আমার এ বেশ ধারণ করা।

নারদ। (স্বগতঃ) আ মরি মরি, শ্রীমন্তের কি সাধনা, তার মাতারই বা কি পুণ্যবল, পিতারই বা কি তপবল, অনায়াসে ভবহৃদি নিধিকে বাধ্য কোরেছে, ইন্দ্র চন্দ্র বিধি, নিরবধি যে চরণ চিন্তা করেন, সেই দুর্ল্লভ অভয় চরণ অনায়াসে লাভ কোরেছে, হরের চিরধন বিরিঞ্চির ধনকে হৃদয়ের ধন কোরেছে, ভব বন্ধন বিনাশিনীকে ভক্তি বন্ধনে বন্ধন কোরেছে, আহা! শ্রীমন্তের কি বিশুদ্ধ ভক্তি, কি পবিত্র উপাসনা, কলিকালে মানব কুলে এরূপ অমূল্য রত্ন উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। যোগীগণে যোগাসনে আজীবন কাল আরাধনে সে ধনে প্রাপ্ত হন্‌না, যাঁর নামের গুণে জীবগণে ভবতুফানে পরিত্রাণ পায়, দুরন্ত কৃতান্ত ভয় হোতে মুক্ত হয়, কঠোর জঠোর যন্ত্রণা হতে নিস্কৃতি পায়, অনন্ত যাঁর অন্ত না পায়, ভব ভেবে যে পায় না পায়; মুনিগণে ধ্যানে না পায়, যাঁর রাঙ্গা পায় জীবে মোক্ষ পায়, যিনি অনুপায়ের উপায়, তাঁর সেই অভয় পায় স্থান পেয়েছে; আহা শ্রীমন্তের দেহ খানি ভক্তিতে মাখান, তাইতে মা তার একান্ত অনুগত, (প্রকাশ্যে) ওমা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরি! ব্রহ্মাণ্ডে এমন জীব কে আছে যে, আপনার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কোরে, আপনিই তো সব, আপনা হোতেই তো সব উৎপত্তি, ওমা আদ্যাশক্তি আপনার শক্তিতেই তো সকলের শক্তি, ওমা বিশ্ব প্রসবিনি! বিধি বিষ্ণু বাসব আপনা হোতেই প্রসব, ওমা শিব মনোমোহিনি! শিব শব হয়ে আপনার পদতলে পতিত, ওমা অমরগণ বন্দিনি! আপনি অমরগণের অপ্রাপ্যধন, জগজ্জননি! আপনি জগতের জীবন, জীবের জীবন নদ নদী বৃক্ষ,

লতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই আপনা হোতে উৎপন্ন, চেতন অচেতন উদ্ভিদ্ সকলই আপনি, আপনাতেই সব, ওমা নরকান্ত কারাণি! সামান্য নর নাশের জন্য আপনার এরূপ বেশে কি যাওয়া সম্ভবে? ওমা কৈবল্য দায়িনি! আপনার কটাক্ষে ত্রিলোক ধ্বংস হয়, পদভরে ধরা অধীরা হোয়ে ওঠে, হুহুঙ্কারে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হোয়ে উঠে, মাগো! তুমি সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী, সামান্য নর কীটকে নাশ কর্ত্তে আপনার এবেশে কি যাওয়া উচিৎ, ওমা সংহারিণি! সমরের বেশ সংহার কোরে অন্য বেশে সিংহলে গমন করুন, অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকা বধে কি কখন ব্রহ্মাস্ত্রের আবশ্যক হোয়ে থাকে, না পতঙ্গ মার্‌তে সৈন্যের আবশ্যক কোরে, তাই আপনি ব্রহ্মাস্ত্র করে কোরে গমন কচ্ছেন, ওমা ক্ষেমঙ্করি! ক্ষান্ত হন, যদি ভক্ত শ্রীমন্তকে একান্তই রক্ষা কর্‌তে সাধ হোয়ে থাকে, তাহোলে অন্য বেশে গমন করুন।

ভগবতী। আচ্ছা নারদ! তোমার কথায় আমি এবেশ পরিত্যাগ কোরে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে মশানে যাব তুমি স্বস্থানে গমন কর।

নারদ। যে আজ্ঞা জননি। (প্রণামান্তর প্রস্থান)

ভগবতী। যোগিনীগণ! নারদ যা বল্লে সে বড় মিছে নয়, ছদ্ম বেশে যাওয়াই উচিৎ তোমরা ছাওয়া রূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, যদি তেমন তেমন দেখি, তাহোলে অম্‌নি শুম্ভঘাতিনী সংহার মূর্ত্তি ধারণ কোরে, শালিবাহনকে বধ কোর্ব্বো, তোমরা অম্নি সশস্ত্রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

২য় যোগিনী। আচ্ছা দেবি! আমরা ছায়ারূপে আপনার সঙ্গে চল্লেম, আপনি তবে চলুন।

ভগবতী। চল।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিংহল রাজ্য দক্ষিণ মশান।

(কোটাল, রামসিং গঙ্গারাম সিং বেষ্টিত বন্ধনাবস্থায় শ্রীমন্তের প্রবেশ।)

কোটাল। আরে বেটা আবি তো তোম্‌রা কাল আকে পোঁছা গিয়া, আচ্ছিতরে তেরা বাপ্ কো মাকো ডাকো, আবি তেরা শির্ যোধা করেঙ্গে।

শ্রীমন্ত। হায় হায়! পিতার অন্বেষণে এসে শেষে প্রাণে মলেম, মার সঙ্গেও দেখা হলোনা, পিতার সঙ্গেও দেখা হোলোনা, মা দুর্গার সঙ্গেও দেখা হোলোনা, সিংহলে এসে সকলকেই হারালাম, হাপিতঃ! হামাতঃ! ওমা দুর্গে গো! এ দুঃসময় তোমরা কোথায় রইলে, দুরন্ত কোটালের হাতে যে আজ শ্রীমন্তের প্রাণ যায়, মাগো! বড় সাধ ছিল, পিতাকে নিয়ে গিয়ে তোমার দুঃখ দূর কোর্ব্বো, পিতার পাদপদ্ম দেখে জন্ম সফল কোর্‌ব, পিতাকে উদ্ধার করে পুত্র

নামের পরিচয় দিব, জননি! আজ আমার সে সাধে বিষাদ ঘট্‌লো, সে আশা নিরাশা হোলো, ওমা মাগো! তোমার বড় সাধের শ্রীমন্ত আজ জনমের মত বিদায় হয়, তোমার শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হয়, মাগো! তোমার প্রাণের শ্রীমন্ত আজ মর্ত্তলোক ত্যাগ কোরে যম লোকে চল্লো, রাজ কিঙ্কর কাল কিঙ্কর স্বরূপ আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনই আমার প্রাণ নাশ কোর্ব্বে, (কোটালের প্রতি) ওরে কোটাল! আমার মার আমি বই আর কেহই নাই, আমাকে বধ কোরোনা, আমি মার একমাত্র চক্ষু আমাকে বধ কোল্লে মা আমার অন্ধ হবেন, আমি মার জীবন আমার জীবন, গেলে মার জীবন যাবে, আমি প্রাণে ব্যথা পেলে মা প্রাণে ব্যথা পাবেন, আমার জীবনে আঘাত লাগ্‌লে মার জীবনে আঘাত লাগ্‌বে, কোটাল রে! আমি বই আমার মাকে মা বোল্বে ডাক্‌তে সংসারে আর কেহই নাই, এক বিমাতা আছেন; তিনি সর্ব্বদাই তাঁর প্রতি বিরূপ, সংসারে তাঁর সুখের লেশ মাত্র নাই, সুখ যে কি তাও তিনি জানেন না, কেবল দুঃখই জানেন দুঃখ নিয়েই থাকেন, দুঃখই তাঁর অঙ্গের ভূষণ, কষ্টই তাঁর কণ্ঠহার, শোক তাপই তাঁর গলার গজমতি, দিবানিশি কান্নাই তাঁর সঙ্গিনী, পতি বিয়োগানলই মার আমার প্রাণের বন্ধু, এসকল নিয়েই তার সংসার এ ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই, কোটালরে! আমাকে বধ কোরে কেন আমার জন্ম দুঃখিনী মাকে শোকের উপর শোক দেবে, কোটাল! আমাকে বধ কোরোনা, আমাকে ছেড়ে দেও আমি মার কাছে যাই, ওমা শঙ্করি! এ সঙ্কট সময় কোথা আছ মা?

(গীত।)

বিপদ কালে কোথায় আছ গো মা শঙ্করী।
একবার দেখা দাও মা কৃপা করি ॥
আমি পড়েছি ঘোর বিপদে, এসে রক্ষা কর অভয়পদে।
রাখ রাঙা পায় ঠেলোনা পায়,
(ওমা দুর্গে দুর্গে গো) (ওমা তারা তারা গো (
আমি শুনেছি মা মার মুখে, ওমা দুর্গানামে বিপদ না থাকে
(ওমা দুর্গে) ওমা ওমা দুর্গে ॥

কোটাল। আরে বাচ্ছা! কাহেকো তোম্ মায়ি মায়ি বোল্‌কে রোতা হায়, মহারাজ্‌কা হুকাম্ হুয়া হায়, তেরা শির্ যোধা করেঙ্গে, কবি তোম্‌কো নেহি ছোড়েগা।

শ্রীমন্ত। কোটাল! তোমার দুটী করে ধরে বিনয় কোরে বল্‌ছি, আমাকে ছেড়ে দাও আমি আমার মার কাছে যাই।

কোটাল। কেঁউরে বেটা মর্‌নেকা বকৎ দেয়ালি দেখ্‌তা হায়, না কেয়া এসি আস্তে তেরা মুসে আবিতক্ ছোড়দেও ছোড় দেও বাৎ নেক্‌লাতা হায়, এছি তরে তোম্‌কো নেই ছোড়েগা দোনো টুক্‌রা কর্‌না ছোড় দেগা, চাই মায়িকো পাস্ যাও, চাই বাপ্‌কো পাস্ যাও।

শ্রীমন্ত। কোটাল! তবে কি আমাকে ছেড়ে দেবেনা, তবে কি আমি মাকে দেখ্‌তে পাবনা, তাহোলে আমার মার উপায় কি হবে, মাযে আমার জন্য কেঁদে কেঁদে মারা যাবেন, একে দুঃখিনী মা আমার পিতার শোকে অতি অধীরা, অতি কাতরা নয়নে নিরন্তর তারাকারার ন্যায় ধারা বার হচ্ছে,

তাতে আবার ভাগ্যহীনা ললনার ন্যায় অতি দীনা ক্ষীণা বিষণ্ণা বিবর্ণা হয়ে বাস কচ্ছেন, আনাথার ন্যায় অনাথা হয়ে অবিরত রোদন কচ্ছেন, তার উপর আবার আমাকে হারা হোলে মণিহারা ফনিণীর মত অতি অধীরা হোয়ে মুখে কেবল হাপুত্র হাপুত্র বোলে হাহাকার করেন, ধরায় পড়ে ধুলায় গড়াগড়ি দেবেন, বক্ষে করাঘাত কর্‌বেন, মাথা ভাঙ্‌বেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে উচ্চৈস্বরে কেবল হা শ্রীমন্ত তুই কোথায় গেলি, হা শ্রীমন্ত তুই কোথায় গেলি বোলে প্রাণান্ত কোর্ব্বেন, কোটাল! আমার প্রাণ যায় তাতে ক্ষতিনাই, পাছে আমার শোকে মা প্রাণত্যাগ করেন, সেই কষ্টই আমার কষ্ট সেই শোকই আমার বড় শোক, নৈলে আমার মত মাতৃ পিতৃহীন পুত্রের মরণই মঙ্গল, বাঁচনে কোন সুখ নাই তবে কেবল জন্ম দুঃখিনী মার জন্য ভাবনা, পতি পুত্রধনে বঞ্চিত হোলে তাঁর গতি কি হবে, তাঁর যে দুর্গতির সীমা থাক্‌বেনা ভিখারিনীর মত পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবেন, হয়তো পতি পুত্রশোকে আত্মঘাতী হয়ে মর্‌বেন, কোটাল! আমাকে বধ কোরে কেন স্ত্রীবধের পাতক হবে, তোমার দুটী করে ধরি, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মার কাছে যাই।

কোটাল। আরে বেটা বদমাস্‌! তোম্‌তো বড়া নট্‌খটী লাগাতা হায়, তোম্‌ মর্‌নেছে তেরা বাপ্‌মরে, চাই মা মরে, হাম্‌ লোক্‌কা ক্যা পরোয়া হায়, মহারাজ্‌কা যো হুকাম্‌ ওহি কাম্‌ করেগা, চাই পাপ্‌ হায় চাই পুন হোয়ে, তেরা মৎলবসে হাম্‌ কাম নেই করেগা।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) না দয়া হোলোনা, এত কোরে

বিনয় কোরে করে ধরে বল্লেম, তাতেও কোটালের দয়া হোলোনা, বধ কর্‌বেই কিছুতেই ছাড়্‌বেনা আর আমার জীবনের আশা নাই, আজ আমার জীবন লীলার শেষ দিন, হে দেব দিবাকর! তুমি কি আজ উদয় হোয়েছিলে, আমার মৃত দেহ দেখ্‌বার জন্য, প্রভো! প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলে চাও, তোমার পুত্রকে নিবারণ কর, যেন দুঃখিনীর পুত্র শ্রীমন্তকে গ্রাস না করে, সূর্য্যদেব! আমি শুনেছি সূর্য্যবংশীয় পুত্রেরা পিতার বাক্য রক্ষা কোরে থাকে, পিতার আদেশ মস্তকে কোরে বহন কোরে থাকে, তার প্রত্যক্ষ দেখুন না, শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনে চৌদ্দ বৎসর বনে বাস কোরেছিলেন, দেব! তুমি নিবারণ কোল্লে তোমার পুত্র অবশ্যই তোমার কথা রক্ষা কোর্ব্বে, (ক্ষণকাল চিন্তা) কৈ প্রভো! পুত্রকে নিবারণ কোরতে গেলেনা; আস্তে আস্তে অস্তাচলে চল্লে, দুঃখিনীর সন্তান বোলে কি দয়া হোলোনা, আচ্ছা তবে যাও, আমার কপালে যা আছে, তাই হবে, আমি কোটালকে অনুনয় বিনয় কোরে বল্লেম, তাতেও দয়া হোলোনা; আচ্ছা একবার পদে ধরে দেখি, দয়া হয় কিনা, পদই বা ধরি কি কোরে, দুটী হাত যে বাঁধা, পদ তো ধর্‌বার যো নাই, হায় হায় তবে আর হলোনা, পদধরার উপায় তো হোলোনা, আচ্ছা একবার পদতলে পতিত হয়ে দেখি, পদে রাখে কিনা, দয়া হয় কিনা (পদতলে পতিত হইয়া) কোটাল! আমি তোমার পদতলে পতিত হলেম, তুমি আমাকে ছেড়ে দেও আমি মার কাছে যাই।

কোটাল। বেটা মদ্‌মাস তো বহুৎ বখেড়া কর্ত্তা হ্যায়,

নেই আউর্ দের্ কর্‌নে সে কুচ্ দরকার নেই, উঠ্‌রে বেটা উঠ্। (পায়ে ঠেলা)

শ্রীমন্ত। (পদাঘাতে ব্যথিত হইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া) কোটাল! আমি তোমার পদতলে পতিত হলেম, তুমি আমাকে পদাঘাত কল্লে, মাগো! তোমার শ্রীমন্ত পদাঘাত খেয়েই এসেছিল, আর পদাঘাত খেয়েই চল্লো, সেখানে গুরুর পদাঘাত খেয়ে বার্ হোয়েছি, এখানে কোটালের পদাঘাত খেয়ে কৃতান্তপুরে চল্লেম, মাগো! এজন্ম আমার পদাঘাতই প্রাণ নাশের কারণ হোলো! হায় হায় আমি পুত্র হোয়ে পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পাল্লেম না, পিতাকে উদ্ধার কোরে মার দুঃখ মোচন কোর্ত্তে পাল্লেম না, ওঃ আমি কি পাতকী! আমার জন্মে ধিক, নরলোকে এ নারকীর স্থান না হোয়ে নরকে স্থান হওয়াই উচিৎ। পিতাগো! তুমি বিদেশে কারাগারে বন্দী হয়ে রইলে, আর জন্ম দুঃখিনী মা পিপাসিতা চাতকীনির মত আমার আশাপথ চেয়ে স্বদেশে থাক্‌লেন, এই শোকশেল আমি বক্ষে করে চক্ষের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যমালয়ে চল্লেম, জীবন গেলেও আমার এ শোকশেল যাবেনা, জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে, যদি জন্ম জন্মান্তরে কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী হই, তাহোলেও আমার এ শোক শেল বুকে কোরে বহন কোর্‌তে হবে, কিছুতেই যাবার নয়, জন্মের মত হৃদয়ে বিদ্ধ হোয়ে রইলো, কোটাল! আমি তোমার কাছে এত কোরে কাঁদছি, আমার কান্না দেখে কি তোমার কষ্ট হোচ্ছেনা, তুমি কি হৃদয় পাষাণ দিয়ে বেঁধেছ, অন্তর কি বজ্রের সারভাগ দিয়ে গড়িয়েছ, এ পাপীকে

দেখ্‌বেনা, এ পাপীর কথা শুনবেনা বোলে কি দর্শন শক্তি শ্রবণ শক্তি রোধ কোরেছ, তাতেই কি আমার দুর্দ্দশা দেখ্‌ছেনা, আমার কথায় কর্ণপাৎ কচ্ছনা. কোটাল! একবার কৃপা কর, একবার কৃপা কোরে ছেড়ে দাও, আমি মার কাছে যাই, হায় হায় ভাগ্যে পিতার দর্শন হোলোনা।

(গীত)

ভাগ্যে হোলোনা হোলোনা পিতার দর্শন।
এই খেদ রহিল জনমের মতন॥
দুঃখিনী মা রইলেন আশাপথ চেয়ে,
পিতা রইলেন কারাগারে বন্দী হোয়ে,
আমি চলিলাম কৃতান্ত আলয়ে,
না হোলো আমার বাসনা পুরণ।
অকুলের কূল দিয়ে কুল দায়িনী.
কূলে এনে আমার ডুবালে তরণী,
স্বপনে না জানি, শ্মশান বাসিনী,
মশানে সন্তানে করিবেন নিধন॥

কোটাল। ওজি রামসিং! ওজি গঙ্গারামসিং! খাড়া হোকে ক্যা দেখ্‌তা হায়, আচ্ছিতরে দোনো আদ্‌মি উস্‌কো পাক্‌ড়ো, জল্‌তি জল্‌তি কাম্‌ হাঁসিল্‌ কর্‌কে চলো।

রামসিং। বেশ্‌ বাৎ বোলাহায়, ওই কর্‌নেই আচ্ছা।

শ্রীমন্ত। কোটাল! তোমরা আর একটু অপেক্ষা কর, আমার আর এক মা আছে তাঁরে একবার ডাকি।

কোটাল। আচ্ছা জল্‌তি জল্‌তি বোলা লেও।

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) ওমা দুর্গে! এ দুঃসময় কোথায় রইলে? ওমা বিপদভঞ্জিনি! একবার এসে বিপদে রক্ষা কর, ওমা দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! জল যাত্রা কালে আমার জন্ম দুঃখিনী মা যে তোমার হাতে আমাকে সুঁপে দিয়েছেন, তাকি মা তোমার মনে নাই, ওমা অভয়ে! তুমি যে মাকে অভয় দিয়েছিলে, তবে কেন মা এখন নিদয় হোলে? ওমা দুর্গে! আমি যে দুর্গা দুর্গা বোলে যাত্রা কোরেছি দুর্গা নামের ফল কি শেষে এই হোলো মা, ওমা কূল কুণ্ডলিনি! অকূলের কূলে এনে শেষে গোষ্পদের জলে ডুবালে মা, ওমা বিশ্বজননি! ভীষণ ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে শেষে পতঙ্গ দিয়ে প্রাণ নাশ করালে মা, ওমা জগজ্জননি! আমার অভাগিনী জননী যে তোমার প্রত্যহ পূজা করেন, দিবানিশি তোমার চরণ চিন্তা করেন, মুখে সদা সর্ব্বক্ষণ দুর্গা দুর্গা বোলে ডাকেন, তার পরিণাম কি এই হোলো, ওমা ব্রহ্মসনাতনি! আমি তোমার সাহসে সাহসী হোয়ে ভীষণ পাথারে ঝাপ দিয়েছি, ওমা কৃপাময়ি! তোমার কৃপাবল সম্বল কোরে বাড়ী হোতে বেরিয়েছি, ওমা তারা ত্রিনয়নি! আমি যে তোমার চরণ তরণী আশ্রয় কোরে তরণীতে চড়েছি, ওমা অন্নদে! আমার যা কিছু সাহস ভরসা বল সম্বল সবই তোমার অভয় পদ কমল। ওমা ত্রিলোক বন্দিনি! আমি মার মুখে শুনেছি, তুমি আমার মা, আশুতোষ আমার বাপ, কার্ত্তিক গণেশ আমার ভাই, লক্ষ্মী সরস্বতী আমার ভগ্নী, তবে কেন মা আমার অকালে মৃত্যু হয়, ওমা মহামায়া! পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, মাতা যার মৃত্যুঞ্জয়ী, তাঁদের সন্তানের মৃত্যু হোলে

যে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয়ী নামে কলঙ্ক হবে, তাহোলে তো কেউ আর মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয়ী বলে ডাক্‌বেনা, ওমা মৃত্যুঞ্জয় মনো মোহিনি! যদি আপনার মৃত্যুঞ্জয়ী নাম বজায় রাখ্‌তে ইচ্ছা থাকে, তাহোলে সন্তানকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার কর, ওমা ত্রিগুণ ধারিণি! আমি মার মুখে তোমার নামের গুণ পদের গুণ শুনেছি, তোমার নামের গুণের সীমা নাই, পদের গুণের ও সীমা নাই, ওমা গুণ ধারিণি! কৈ আমিতো তোমার কোন গুণই দেখ্‌ছিনা, দুর্গমে রক্ষা কর বোলে তোমার নাম দুর্গা, ওমা মোক্ষদে! তোমার নামে মোক্ষ, পদে মোক্ষ, জীবে তোমার নাম কোল্লেও মোক্ষ পায়, তোমার পদ ভাবনা কোল্লেও মোক্ষ পায়, ওমা দুর্গে! তোমার একটী দুর্গা নামের গুণ কত, দুর্গা বোলে ডাক্‌লে আর তার কোন ভয়ই থাকেনা, দুর্গা নামে সকল দুঃখ দূরে যায়, সকল শোকের শান্তি হয়, সকল আশা পূর্ণ হয়, সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, সকল ভয়, সকল চিন্তা নাশ হয়, সঙ্কট যায়, বিপদ যায়, জল অগ্নি কাল ভয় থাকেনা, ভবে আসেনা, ভবযন্ত্রণা সহেনা, জঠোর যন্ত্রণা পায়না, ভূত প্রেত পিশাচ ডাকিনী যোগিনী ভয় দেখাতে পারেনা, রাক্ষসে মারেনা, দানবে বধেনা, দস্যুতে ছোঁয়না, দুগানাম ব্রহ্মঅস্ত্র যার কাছে আছে, সে ত্রিলোকের কাকেও ভয় করেনা, অন্তরের সহিত নিরন্তর যে দুর্গানাম করমালা করে কোরে জপ করে, সে সকরে সুধাকরে ধরে, দিবাকরে বাঁধে, রত্নাকরে সেঁচে, দুর্গানাম অক্ষয় কবচ ধারণ কোল্লে সে অক্ষয় অমর হয়।

(স্তব।)

মা তুমি ত্রিশূল ধরা ত্রিশূল-মোহিনী।
ত্রিবিধ কলুষ হরা ত্রিলোক তারিণী?
ত্রিসন্ধ্যা রূপিণী ধ্যান করে ত্রিপুরারি।
ত্রিদেব বন্দিনী তারা ত্রিপুরা সুন্দরী?
মা তুমি ত্রিবেণী তীর্থ জাহ্নবী ত্রিধারা।
ত্রিকোটী রূপিণী তুমি ত্রিসংসার সারা?
ত্রিগুণ ধারিণী তব সৃষ্টি ত্রিভুবন।
ত্রৈলোক্য তারিণী ধ্যান করে ত্রিলোচন?
তিষ্ঠ সর্ব্বঘটে আশা তৃষ্ণা নিবারিণী।
ত্রিজগৎ কর্ত্রী ত্রাণ কর্ত্রী ত্রিলোচনী?
শক্তি তুমি মুক্তি দাত্রী ভক্তি মূলাধার।
দূর্ল্লভ জনম দূর্গা আমি ধূরাচার?
বণিক গৃহেতে জন্ম বৃথা গেল দিন।
নাস্তি গুণ গৌরব অন্য গতি হীন?

ওমা দুর্গে গো! এ বিপদকালে তুমি কোথায় আছ মা!

(গীত)

কোথায় দুর্গে দুর্গে গো বিপদ কালে।
এদাসেরে রহিলে ভুলে॥
সদয় হয়ে নিদয় কেন, হওমা সন্তানে.
কিদোগ করেছি মাগো তোমার চরণে,
(আমি জানিনা জানিনা) (তোমার চরণ বই আর)
(তোমার রাঙা চরণ বই আর) কি দোষে চরণে ঠেলিলে।
জীবন যায় তায় নাই মা ক্ষতি, কিন্তু ভগবতী,

এই দুঃখ রহিল আমার অন্তরেতে অতি,
(দেখা হোলোনা হোলোনা) (দুঃখিনী মার সনে)
(আমার পিতার সনে) (ওমা তোমার সনে)
প্রাণ হারালাম এসে সিংহলে।

কোটাল। তেরা মায়িকো তো বোলালিয়া, তব্ আও তেরা শির্ যোধা করে।

শ্রীমন্ত। কোটাল! আর একটু অপেক্ষা কর আমি চক্ষু মুদ্রিত করে অন্তরে একবার মাকে ডাকি।

কোটাল। আচ্ছা জল্দি বোলা লেও।

শ্রীমন্ত। আস্বার সময় মা আমার কর্ণে দুর্গা নাম মহামন্ত্র প্রদান করেছিলেন, আর বলে দিয়েছিলেন, বৎস্য শ্রীমন্তরে! তুই বিপদে পড়্লে মুখে কেবল দুর্গা দুর্গা বোলে ডাকিস, তাতে যদি তোর বিপদ না যায়, তাহোলে তুই চক্ষু মুদ্রিত কোরে আমার দত্ত এই মহা-মন্ত্র শ্রীদুর্গা নাম জপ করিস্, তবেই তোর সকল বিপদ দূর হবে, তুই কোন বিপদেই পড়্বিনে, আচ্ছা আমি তো মার কথা মত কার্য্য কর্‌বই, তবে আর একবার কেন শঙ্করীকে ডেকে দেখিনা, ওমা শঙ্করি! এ সঙ্কট সময় তুমি কোথা আছ মা, না, মা এলেন না; তবে আমি মার উপদেশ মত চক্ষু মুদ্রিত কোরে মহামন্ত্র শ্রীদুর্গা নাম জপ করি।

(শ্রীমন্ত উপবিষ্ট হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া অন্তরে মহামন্ত্রশ্রীদুর্গা নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত শ্রীমন্তের সন্মুখে কোটাল অসি নিষ্কসিত করিয়া দণ্ডায়মান- পশ্চাতে রামসিং গঙ্গারামসিং দণ্ডায়মান)

কোটাল। কেঁউ রামসিং! এই বকৎ এক্ চোটলাগায়ে দেগা।

রামসিং। পুছ্‌তা হায় ক্যা জলদি এক চোট লাগা দেও।

গঙ্গারামসিং। নেই নেই জেরাসে সবুর করো আগাড়ি উঠ্‌নে দেও, পিছু উস্‌কো মার।

কোটাল। নেই জি গঙ্গারামসিং! তোম্‌ সম্‌ঝাতা নেই, উঠনেসে বড়া মোস্‌কিল হোগা।

গঙ্গারাসিং। তব্‌ তোম্‌ লোক্‌কো যো মৎলব সো করো।

কোটাল। (অসি উত্তোলন করিয়া) হে ধরম্‌ হে সূরয্‌ দেব, হে মায়ি কালি, আব দেখ্‌লে জিউ, হাম্‌ মহারাজ্‌কো হুকাম্‌সে এহি লেড় কাকো শির্‌ যোধা করে।

(কাটিতে উদ্যত)

(বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ব্যস্তভাবে ভগবতীর প্রবেশ)

ভগবতী। কোটাল করকি করকি? ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও; বোধনা বোধনা।

(কোটালের হস্ত ধারণ)

(গীত)

বোধনা বোধনা কোটাল দুঃখিনীর জীবন ধনে।
জনম দুঃখিনী আমি শ্রীমন্ত বই জানিনারে॥
বহুব্রত পূণ্যফলে, পেয়েছি শ্রীমন্তে কোলে,
জীবন ধনের জীবন গেলে,
ভাসিব নয়ন জলে, কাঁদিব বসে বিরলে,
কিবা নিশি কিবা দিনে॥
(কিবা নয়নের মণি আমার, হৃদয়ের মণি,
জীবন সর্ব্বস্ব ধন মৃত সঞ্জিবনী,

অঞ্চলের অমূল্য নিধি, গুণের গুণমণি,

বধিলে বাছারে, আমি দিব জীবন জীবনে ॥

ভগবতী। কোটালরে! আমি অতি দুঃখিনী দ্বিজরমণী আমার দুঃখের কথা শুনলে যার পাষাণ হৃদয়, তারও দয়া হয়, ওরে কোটাল! আমার পিতা যিনি তিনি অচল, তাঁর গতি শক্তি নাই। একটি ভাই ছিল, অতি অল্প বয়সে সাগরের জলে ডুবে মরেছে। মাতুল কুলে এমন কেহই নাই, যে দুদিন গিয়ে বাস করি, আমার স্বামী যিনি, তিনি তো পাগল তাঁর মান অপমানের ভয়নাই, প্রাণেরও ভয় নাই, বিষখান, শ্মশানে থাকেন; গায়ে ভস্ম মাখেন, ওরে কোটাল! আমার দুঃখের কথা আর বোল্‌বো কি, অন্নাভাবে ক্ষুধায় মরি, বস্ত্রাভাবে দিগম্বরী, স্বামীর দশা তো এই, তাতে আবার একটী সতিন, সে স্বামীকে পাগল দেখে স্বামীর মাথায় চড়ে বসেছে, তার তরঙ্গ দেখে ভয়ে ঘরে না থাক্‌তে পেরে পথে পথে বেড়াই, লক্ষ্মী স্বরসতী দুটী কন্যা আছে সত্য, তাদের কাছে গিয়ে যে দশদিন থাক্‌বো, তার যো নাই, তারা তিন দিনের বেশী থাক্‌তে দেয়না, মেয়েদের দশাত এই, কার্ত্তিক গণেশ দুটী ছেলে আছে, তাদেরতো কথাই নাই, কার্ত্তিক তো ময়ূরে চড়ে চড়ে বেড়ান, মাযে কি খেলে কি পর্‌লে তা একবার চক্ষেও দেখেনা, আর একটী ছেলে গণেশ তাকেতো শনিতে পেয়ে বসেছে, তার মুখ দেখ্‌লে সকলেই বিমুখ হয়, হস্তী মুখ বোলে কেউ গ্রাহ্যও করেনা, ছেলেদেরত এই দশা, আর আমার দশাতো স্বচক্ষে দেখ্‌তেই পাচ্ছো, বাপ্‌ কোটাল! আমি অনেক দুঃখে অনেক

কষ্টে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে (শ্রীমন্তকে দেখাইয়া) এই ভিক্ষার ঝুলিটী নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে বেড়াই, দয়া কোরে ভিখারিনীর ভিক্ষার ঝুলিটী ত্যাগ কর, আমি ভিক্ষা কোরে খাইগে, (শ্রীমন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! একি সর্ব্বনাশ! বৎস শ্রীমন্তের যে আমার দুটি কমলহস্ত বন্ধন কোরেছে, আহা! বাছা আমার কতকষ্ট কত যাতনাই পাচ্ছে, বন্ধন যাতনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে, কেঁদে কেঁদে দুটী চক্ষু ফুলিয়েছে, উচ্চৈস্বরে মামা বোলে ডেকে তৃষ্ণায় হয়তো বাছারগল্যা শুকিয়ে গিয়েছে, আহা! খুল্লনা যে আমার হাতে হাতে শ্রীমন্তকে সঁপে দিয়েছিল, আমি তা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, হায় আমি কি কঠিন! খুল্লনা যদি শ্রীমন্তের মুখে আমার নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা শুনে, তাহোলেতো খুল্লনা আর আমাকে মা বলে ডাক্‌বেনা, মা দুর্গা বোলে ভক্তি কর্‌বেনা, তবে আমার উপায় কি হবে, আমি যাব কোথায়, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, কারমুখ দেখে প্রাণ জুড়াব, কে আমাকে আদর কোরে খেতে দেবে, কে আমাকে ভক্তি কোরে পূজা কোর্‌বে, খুল্লনার মত ভক্তি মাখান মেয়ে যে আর আমার কেহ নাই, সে যদি আমাকে অভক্তি করে, তাহোলে আমার দুর্গতির সীমা থাক্‌বেনা, হায় হায় আমি না বুঝে কি অন্যায় কাযই কোরেছি! (শ্রীমন্তের কাছে বসিয়া) বাপ্ শ্রীমন্তরে! চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ্ আমি তোরমা এসেছি, আর তোর ভয়নাই, আর তোরে কেউ মার্‌বেনা, দুঃখিনীর ধন! কে তোরে বন্ধন করেছে, কে তোর কমল প্রাণে ব্যথা দিয়েছে, শ্রীমন্তরে! তোর বন্ধন দেখে যে আমার প্রাণ ফেটে

যাচ্ছে! বাপ্! এই আমি তোর বন্ধন খুলে দিই, তুই চক্ষু মিলে চেয়ে দেখ্ (বন্ধন খুলিয়া) হায় হায় বাছার কমল করে কঠিন বন্ধনের দাগ পড়েছে, এও আমাকে চক্ষে দেখ্তে হোলো, এ দাগ খুল্লনা দেখ্লে তার মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে, খুল্লনা এদাগ, দেখে যদি শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করে শ্রীমন্তরে! তোর হাতে এ দাগ কিসের? সে সময় শ্রীমন্ত যদি বলে, মা! দুরন্ত কোটাল আমার কর বন্ধন কোরেছিল, তাই শুনে খুল্লনা যদি বলে শ্রীমন্ত! তুই কি সেই সময় তোর দুর্গা মাকে ডাকিস্নি, শ্রীমন্ত যদি বলে মা দুর্গা মাকে ডেকে ছিলাম, দুর্গা মা বন্ধনের পরে এসেছিলেন। এই কথা শুন্লেইত খুল্লনার বিষ নয়নে পড়্বো, হায় আমি কেন বন্ধনের সময় শ্রীমন্তের কাছে এলেম না! জীবন সর্ব্বস্ব বাপ্! আমি তোর বন্ধন খুলে দিয়েছি, তুই চেয়ে দেখ্, বাপ্রে! তুই নয়ন মুদে যে মহামন্ত্র দুর্গানাম জপ কচ্ছিস্, সেই দূর্গা মা তোর কাছে এসে শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত বোলে ডাক্ছে একবার চক্ষুমেলে চেয়ে দেখ্, বাপ্রে শঙ্কা পরিত্যাগ কর।

(গীত)

শঙ্কাপরিহর রে প্রাণাধিক।
(আর ভয়নাই ভয়নাই রে বাপ)
(অভয়া অভয় দিতে এসেছি আর)
মা বলে আয় কোলে, ডাক চাঁদ মুখেতে,
নয়ন মিলিয়ে দেখ, জগত জননী,
এসেছে তোমার কাছে ওরে যাদুমণি।

(তুই নয়ন মুদে যারে ভাবতেছিলি)
(দেখ্ দেখ্ তারে নয়ন মেলি।

ভগবতী। (স্বগতঃ) শ্রীমন্ত চক্ষু মিলে চাইবেকি মাতৃদত্ত মহামন্ত্র দুর্গানাম ধ্যান কত্তে কত্তে বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে, তাইতে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেনা, আমি বীজমন্ত্র হরণ না কল্লে শ্রীমন্তের চৈতন্য হবেনা, কাজেই আমাকে হরণ কত্তে হোলো। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল অবস্থিতি)

শ্রীমন্ত। (সচকিতে) কে আমার ধ্যান ভঙ্গ কল্লে, কে আমার হৃদয় নিধি হৃদয় হতে হরণকরে নিলে, আমি যে ধ্যানে হৃদ পদ্মাসনে দশভুজা দুর্গার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন কচ্ছিলেম, হায় হায় কে এমন নিষ্ঠুর কাজ কল্লে!

ভগবতী। বৎস শ্রীমন্ত! তুমি যার ধ্যান কচ্ছিলে, তিনি তোমার সম্মুখে উপস্থিত, বাপ্! তুমি একবার চক্ষু-মিলে দেখ।

শ্রীমন্ত। মা! তুমি কি আমার দুর্গা মা এসেছ, তুমিই কি আমার কর বন্ধন খুলে দিয়ে প্রাণ বাঁচালে?

ভগবতী। বৎস্য! আমিই তোমার দুর্গা মা, আমিই তোমার কর বন্ধন খুলে দিয়েছি।

শ্রীমন্ত। (উত্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ওমা দুর্গে! এত কোরে ছেলেকে কষ্টদিতে হয়মা? মাগো! আমি যে তোমাকে ডেকে ডেকে আধমরা হয়েছি, মা! আমি মার মুখে শুনেছি, তুমি পাষাণীর মেয়ে তাইতে তুমি এত কঠিন মা! তুমি যে পাষাণীর মেয়ে, গঙ্গাও তো সেই পাষাণীর

মেয়ে, কৈ মা, তিনিতো এত কঠিন নন্! শুনেছি কুরুযুদ্ধে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হয়ে একবার মাতর্গঙ্গে বলে ডেকে ছিলেন, তাইতে ভীষ্ম জননী সুরধূনী ভীষ্মের সম্মুখে এসে শীতল জল সিঞ্চনে ভীষ্মকে সুস্থ কোরেছিলেন, দিলীপ নন্দন ভগীরথ একবার মাতর্গঙ্গে বোলে ডেকেছিলেন, তাইতে অমনি ব্রহ্মকমণ্ডলু বাসিনী ব্রহ্মকমণ্ডলু পরিত্যাগ কোরে মধুর কুলী কূলীধ্বনি কোত্তে কোত্তে ভগীরথের সম্মুকে এসে তাঁর আশা পূর্ণ কোরেছিলেন. কৈ মা, তিনিতো এত কঠিন নন্ তিনিতো সহজেই ছেলেদের দেখা দিয়েছিলেন, ওমা কৃপা-ময়ি! যদি কৃপা কোরে এসেছ, তবে এই দীন দাস সন্তানকে রক্ষা কর, যেন দুরন্ত কোটালের হাতে আমার প্রাণ না যায়, আর যেন তোমার দুর্গানামে কলঙ্ক না হয়, যেন তোমার কৃপায় পিতাকে ভবনে নিয়ে গিয়ে দুঃখিনী মার দুঃখ দুর করতে পার মাগো! এতক্ষণের পর সন্তানে কি মনে পড়েছে।

(গীত)

এতক্ষণে পড়িল কি মনে।
পদাশ্রিত এ অভাজনে।
যদি এলে মা, রক্ষা করমা,
যেন বধেনা দুরন্ত কোটাল মশানে দুঃখিনীর ধনে॥

ভগবতী। বৎস্য! আর কেঁদনা, আ[illegible]মার কান্না দেখা যায়না, আমি না বুঝে তোমা[illegible]নেক কাঁদিয়েছি, অনেক কষ্ট দিয়েছি, সে সব কিছু মনে কোরনা? জীবন ধন! আমি যখন এসে তোমাকে দেখা দিয়েছি, তখন তুমি পিত্ম-

কেও দেখ্‌তে পাবে, মাতাকেও দেখ্‌তে পাবে, তোমার সকল বাসনাই পূর্ণ হবে, তোমার কোন চিন্তা নাই, কিন্তু বৎস! আমার একটী কথা রক্ষা কোর্‌তে হবে, এসকল কষ্টের কথা যেন তোমার মাকে গিয়ে জানিওনা, তাহোলে তোমার মা প্রাণে বড় ব্যথা পাবে।

শ্রীমন্ত। মা! তা আর আমাকে বোলে দিতে হবেনা, এখন আমি যাতে রক্ষা পাই তার উপায় কর।

ভগবতী। ভয় কি বৎস? এই আমি তোমাকে কোলে কোরে নিয়ে এখানে বস্‌লেম, দেখি কার সাধ্য তোমাকে বিনাশ করে।

(শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া ভগবতীর উপবেন)

কোটাল। এজি রাম সিং এজি গঙ্গারাম সিং দোনো আদ্‌মি খাড়া হোকে ক্যা দেখ্‌তা হায়, কাঁহাসে একঠো বুড্ডি আকে মিঠা বাৎসে হাম্‌ লোকোন্‌কো ভুলায় দেকে লেড়্‌কা কো আপন্‌ ছাতি পর্‌ উঠায় লিয়া, আবি হাম্‌ ক্যা কোরে ভেইয়া।

রামসিং। এ বুড্ডি তোম্‌ কোন্‌ হায়; কুচ্‌ বাৎ নেই বোল্‌কে কাহেকো লেড়্‌কা কো ছাতি পর লিয়া, লেড়্‌কাকো ছোড় দে। নেহি তো তেরা বড়া মস্কিল্‌ হোগা।

ভগবতী। বাপ্‌ সকল! আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে আমাকে অত করে ধম্‌কিওনা, তাহোলে আমি মারা পড়্‌বো, বাপ সকল! আমি অনেক দূর হতে এসেছি আমাকে কিছু বোলোনা, আমার ছেলে আমাকে দাও, আমি ঘরে যাই, দয়াকোরে ছেলেটিকে ভিক্ষা দাও, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের ভাল হবে।

রামসিং। কেঁউ বুড্ডি! তেরা বাৎসে মহারাজকা হুকুম্ হটায় দেগা, জল্ দি লেড়্কাকো ছোড়্ দে নেইতো তোমারা বি, শির্ যোধা করেগা, আরে বুড্ডি! মহারাজ্কা হুকাম, ইস্ কো শির যোধা কর্নেকো, হাম্ লোক্ কিস্তরে তোম্কো লেড়্কা ভিক্ দেগা!

কোটাল। আউরে লেড়্কা! আবি তোম্রা শির যোধা করে। (অসি উত্তোলন)

শ্রীমন্ত। কোটাল! আরকি আমি তোদের অসিতে ভয় করি, আমি যে এখন অসিত বরণী অসি ধারিণীর কোলে বোসে আছি, এখন কাল এলেও তাকে ভয় করিনা, তুই একটা সামান্য রাজার জোরে জোর কোচ্ছিস্, ওরে জ্ঞানান্ধ! আমি যাঁর কোলে বোসে আছি, ইনি এই ত্রিলোকের রাজা, তেত্রিশকোটি দেবতা এঁর প্রজা, ইন্দ্র চন্দ্র বিধি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এর আজ্ঞাকারী, ধনপতি কুবের ভাণ্ডারী, ত্রিজগতের রাজা এঁর পদানত, ওরে কোটাল! আমি এই সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরী রাজ রাজেশ্বরীর ছেলে, আমি কি আর অন্য কোন রাজাকে ভয় করি, না আমার কাছে আর কারো জোর্ খাটে, এখন আমি এই তেজময়ীর অঙ্গ স্পর্শে মহাতেজস্বী এখন তোদের মত কোটাল যদি আমাকে কোটি কোটি জন কাট্তে আসে, তাহোলে কটাক্ষে সকলকে নাশ কোর্তে পারি। কোটাল! আর কি আমি তোদের রাজাকে ভয় করি।

(গীত)

আরকি ভয় করিরে কোটাল তোদের সামান্য রাজারে।
যখন মা অভয় দায়িনী অভয় দিলেন আমারে॥

মা আমার রাজ রাজেশ্বরী, কুবের যাঁর ভাণ্ডারী,
ব্রহ্মাবিষ্ণু আজ্ঞাকারী, ত্রিপুরারি ভাবেন যাঁরে।
সেই মা সদয় হোয়ে, যখন মশানে আসিয়ে,
বসিলেন কোলে করিয়ে, তখন কি আর ভয়,——
এখন যদি আসে শমন, কোরে মার চরণ স্মরণ,
করিব তাহারে নিধন, কার সাধ্য আমারে মারে॥

কোটাল। এ লেড়্কা কাঁহেকো তোম্ ও বাৎ বোল্তা হ্যায়, তোম্ রাজাকো কুচ্ ডর্ নেই কিয়া, তব্ দেখ্ আবি তেরা শির্ যোধা করে, কিস্তরে তেরা মায়ী তোম্কো রাখে।

(কাটিতে উদ্যত)

ভগবতী। কোটাল! কেটনা কেটনা।

(অসি ধারণ অসি ভগ্ন!

কোটাল। (আশ্চর্য্য হইয়া স্বগতঃ) কেয়া তাজ্জুব্কা বাৎ হ্যায় হো, বুড্ডি মেরারু হোকে এত্তিবর্ তল আর্কো হাৎসে পাকড়্লিয়া, কুচ্ চোট্বি হাত্মে নেই লাগা, তল আর্ঠো এক দম্সে দোটুক্রা কর্ দিয়া, এ বুড্ডি যাদুকরনে ওবালী না ক্যা, আচ্ছা ফিন্ দোসরা তল আরিসে দেখেঙ্গে (প্রকাশ্যে) কেঁউ বেটি বুড্ডি! আবি তেরা লেড়্কাকো কিস্তরে রাখেগা হাম্ দেখে।

(পুনঃ কাটীতে উদ্যত)

ভগবতী। কোটাল! করকি করকি? ক্ষান্ত হও।

(অসি ধারণ অসি ভগ্ন)

কোটাল। কেঁউ বুড্ডি! ইস্ দফে তেরা লেড়্কাকো

রাখ্‌নে সেখো, তব্‌ মালুম কর্‌লেগা, তোম্‌ কেসা যাদুবালী।

(কাটিতে উদ্যত)

ভগবতী। কোটাল! তোকে দুইবার ক্ষমা কোরেছি, এইবার অসির আঘাত কোল্লে তোদের বিপদ ঘট্‌বে, বুঝে সুজে কায কর্‌।

কোটাল। কেঁউ বেটী বুড্ডি! তোম্‌রা তো বড়া জবর্‌দস্তিকা বাৎ শুন্‌তা হ্যায়, ফিন্‌ ও বাৎ বোল্‌নে সে পয়্‌লা তোম্‌কো কাট্‌কে তেরা লেড়্‌কাকো শির্‌ যোধা করেগা, মু সামাল্‌কে বাৎ বোল্‌না।

ভগবতী। কোটাল! তোরে এখনও বল্‌ছি বুঝে সুজে অসি হাতে করিস্‌ নৈলে তোদের বিপদ ঘট্‌বে।

কোটাল। কেঁউ বেটী! ছোটা মুসে বড়া বাৎ নেক্‌-লাতা হায়, রহ আগাড়ি তোম্‌কো দো টুক্‌রা কর্‌কে পিছাড়ী তেরা লেড়্‌কাকো শির যোধা করে।

(কাটিতে উদ্যত)

ভগবতী। (সক্রোধে) ওরে পাষণ্ড! আমার কথা অন্যথা, তবে দেখ, তোদের কি দুর্দ্দশা ঘটাই। (কোটালের হস্ত হইতে অসি লইয়া সজোরে চপেটাঘাত)

কোটাল। (স্বগত) বাপরে বাপ্‌ বুড্ডি মেরারু কো এৎনি জোর্‌, যো এক্‌ থাপ্পড়্‌সে হাম্‌কো আঁধ্‌রি দেখা দিয়া, হামারা তো উঠ্‌নেকা মুগ্‌দার নেই হ্যায়, এক্‌ থাপ্পড়্‌সে কাপ্‌ড়ামে মোৎ ডালা রে বাবা দোসরা থাপ্পড়্‌ লাগানেসে হামারা জান্‌তো নেক্‌ল যাতা; থাপ্পড়্‌কা এত্‌নি তেজ্‌ যব্‌

হামারা পিট্‌মে গিরা, তব মালুম গিয়াকিথা, বিশ মোন্ এক্‌ঠো পাথর গিরা, আউর বুড্ডিকো এক্‌ঠো বাত্ নেই বোলেগা, ফিন্ থাপ্পড়্ লাগানেসে আৎমা নারাণ ভাগ্ যাগা, হাম্ নক্‌রিকা আস্তে আপ্‌কা জান্ দেনে নেহি শেখেগা বাবা, আবি হাম্ মহারাজ্‌কো পাস্ চলে, উন্‌কো কহে পিছু যো হোয়, সো হোয়। (বেগে প্রস্থান)

রামসিং। কেঁউ বেটী বুড্ডি! হাম্ লোকন্‌কো হাৎমে জান দেগা, আপ্‌না প্রাণ লেকে ভাগো, নেহিতো তোম্‌কো বি কাটেগা, তোমারা লেড়্‌কাকো বি কাটেগা। আরে বুড্ডি! লেড়্‌কা কো ছোড়্‌দে, কেঁও লেড়্‌কাকো নেহি ছোড়েগা, তব্ দেখ্।

(ভগবতীর অঙ্গে প্রহার)

ভগবতী। (ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার শব্দ করতঃ) কি দুরাত্মন! শৃগাল হোয়ে সিংহীর কাছে আস্ফালন, ভেক হোয়ে ভুজঙ্গিনীর অঙ্গ স্পর্শ (উচ্চৈস্বরে) যোগিনী-গণ! কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস, এই দেখ্ নারকীগণ তোদের নিধনের জন্য আজ আমি নৃমুণ্ড মালিনী দানব দলনী ভয়ঙ্করী কালি মূর্ত্তি ধারণ কল্লেম।

(ভগবতীর কালি মূর্ত্তি ধারণ)

রাম সিং গঙ্গারাম সিং। (কালি মূর্ত্তি দেখিয়া কম্পিত ভাবে দণ্ডায়মান)

(নাচিতে নাচিতে যোগিনীগণের প্রবেশ)

যোগিনীগণ। দেবি! আমাদের কি জন্য ডাক্‌লেন,
কি কার্য্য সাধিতে হবে বলগো জননী।

বিলম্ব সহেনা প্রাণে বল বল শুনি ?
ভগবতী। বিনাশ দুষ্ট দুজনে কিল চাপড়েতে।
প্রাণান্ত করে পাঠাও কৃতান্ত পূরেতে ?
কোরেছে দুষ্ট দুর্ম্মতি শ্রীমন্তের দুর্গতি।
কর কর শীঘ্র কর ওদের দুর্গতি ?
যোগিনীগণ। যে আজ্ঞা দেবি ! তবে বিনাশি পামরে।
দেখ দেখ মহাদেবি ! প্রফুল্ল অন্তরে ?

(যোগিনীগণের প্রহারে রাম সিং ও গঙ্গারাম সিংহের পতন)

শ্রীমন্ত ! মা ! যোগিনীদের দেখে আমার বড় ভয় পেয়েছে।

ভগবতী। ভয়কি বাপ ! আয় আমার কোলে আয় তোকে কোলে কোরে বসি। (উপবেশন) যোগিনীগণ ! তোম্‌রা আমার সম্মুখে একবার নৃত্য কর।

যোগিনীগণ। যে আজ্ঞা দেবি ! (নৃত্যকরণ)

(নেপথ্যে)

জয় মহারাজ্‌ শালি বাহনকি জয়।
জয় মহারাজ শালি বাহনকি জয়,
জয় মহারাজ্‌ শালি বাহনকি জয়॥

ভগবতী। (সচকিতে) যোগিনীগণ ! সহসা জয় জয় ধ্বনি শোনা যায় কেন ? তবে কি রাজা শালিবাহন সসৈন্য এসে উপস্থিত হোলো ?

খুব সাবধান খুব সাবধান ধর খরশান অসি।
হও বদ্ধ পরিকর, কাপাও ভূধর, হয়ে সবে এলোকেশী॥

সঘনে হুঙ্কার, কর বারে বার, টঙ্কার কর ধনুকে।
প্রতি পদে ধরা, করগো অধীরা, জয় জয় বল মুখে ॥

১ম যোগিনী। যখন দিলেন অভয়, তখন কি ভয়,
করিব জয় সমরে।
ভীষণ মশানে, সুতীক্ষ্ণ কৃপানে,
বধিব আজি তাহারে ॥

২য় যোগিনী। থাকিতে যোগিনী, কেন গো জননী,
ভাবিতেছ অন্তরে।
লয়ে ধনুঃস্বর, করিব সমর,
পাঠাইব যম ঘরে ॥

৩য় যোগিনী। ওমা দক্ষসুতা, কারিবা ক্ষমতা,
দেয় মাথা রণমাঝে।
কাটি তার মাথা; ঘুচাইব ব্যথা,
রণ মাঝে রণ সাজে ॥

৪র্থ যোগিনী। ওমা কমলাক্ষি, ভয়কি ভয়কি,
করি কি দেখ রণেতে।
কোর্ব্বো রঙ্গ ভূমি, রঞ্জিত আমি,
বিপক্ষ নর শোণিতে ॥

ভগবতী। দিলাম অভয়, কর পরাজয়,
যোগিনী যোদ্ধৃতা বেশে।
শঙ্কা পরিহরি, তীক্ষ্ণ অসি ধরি,
রণ করহ সাহসে ॥

১ম যোগিনী। কি ভয় কি ভয়, কোর্ব্বো পরাজয়,
নির্ভয় হইয়া রণে।

নাহিক নিস্তার, করিব সংহার,
দেখ তারা ত্রিনয়নে ॥

২য় যোগিনী। কি চিন্তা কি ভয়, শত্রু পরাজয়,
করিব আজি সমরে।
তুষিব শৃগালে, গৃধিনী সকলে,
বিনাশি দুষ্ট রাজারে ॥

(সৈন্য সহ শালিবাহনের প্রবেশ)

শালিবাহন। (সক্রোধে) কোটাল! কৈ কৈ সে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, শীঘ্র দেখিয়ে দে, আজ আমি তার নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত শাস্তি দিব, সে একটা সামান্য প্রাচীনা রমণী হোয়ে কিনা আমার অনুচর দের অপমান কোরেছে, কি লজ্জার কথা, সে পাপিনী কি জানেনা, আমি সিংহলের রাজা, আমার নাম শালিবাহন আমার বাণ অব্যর্থ বাণ, আমি মনে কল্লে গির্ব্বাণের বাণ ব্যর্থ করতে পারি, আমার রাজ্যে এসে আমার উপর অত্যাচার, শীঘ্র দেখিয়ে দে, আমি আমার এই দক্ষিণ হস্ত স্থিত সুতীক্ষ্ণ কৃপানে তার শিরচ্ছেদন কোরে প্রজ্বলিত ক্রোধানল নির্ব্বাণ করি, না, আর বিলম্ব সহ্য হয়না, শীঘ্র দেখিয়ে দে।

কোটাল। মহারাজ! হুজুর! আপকো দেখ্ কর বুড্ডি কিধার ভাগ গেঁই।

শালিবাহন। শুনিবনা ও বচন দেখাও সত্বরে।
নহিলে নাশিব তোরে অসির প্রহারে?
একি অসম্ভব বাক্য ভেকে ফণিগ্রাসে।
মাতঙ্গ শঙ্কিত হয় পতঙ্গের ত্রাসে?

যেমতি পাষাণে শস্য হওয়া অসম্ভব।
নিশিতে ভানু উদয় না হয় সম্ভব?
তেমতি রে তোর বাক্য না হয় বিশ্বাস।
দেখাও রমণী নৈলে কোর্ব্বো সর্ব্বনাশ॥

কোটাল্। মহারাজ! হুজুর আউর্ হাম্ ক্যা দেখ্‌লা বেগা আপ্ দেখ্‌লে জিএ বুড্ডিকো থাপ্পড়্‌সে আপকো রাম সিং গঙ্গারাম সিং পরান্ ছোড়্‌কে জমীনি পর্ ঘাস্ খাতাহ্যায়।

রাজা। (দৃষ্টিপাত করিয়া) মিছেওতোনয়, সর্ব্বাঙ্গে কিল চাপড়ের দাগ, মেরেছেও সত্য তাইতো সে বুড়ি তো বড় শক্ত বুড়ি, দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি,

দেখিব দেখিব সে রমণী ধরে কত বল।
দেখিব দেখিব তার কত বল প্রবল?
যদি হয় যক্ষ রক্ষ কিন্নর অপ্সরী।
বধিব তাহারে আজি তীক্ষ্ণ অসি ধরি?
শালিবান রাজা আমি বিখ্যাত ভুবনে।
মহামান্য গণ্য আমি জানে সর্ব্বজনে?
আমার কোপেতে এসে পড়েছে যখন।
নাহিক নিস্তার তার নাশিব জীবন?
একি! সহসা ক্রোধের শান্তি হইল আমার।
অন্তরেতে শান্তিরস করিল সঞ্চার॥
শান্তিময় দেখি ধরা শান্তি সমুদয়।
শান্তি নিকেতনে যেন লয়েছি আশ্রয়?
অন্তরে এভাব যদি হইল উদয়।
সুপ্রসন্ন ভাগ্য আজি জানিনু নিশ্চয়?

সে যাই হউক্ এখন কি আমি মশানে না শ্মশানে স্বর্গে না বৈকুণ্ঠপুরে কাশীধামে না শ্রীবৃন্দাবনে, অযোধ্যায় না কৈলাসে কোনস্থানে আছি কিছুই স্থির কত্তে পাচ্ছিনা মশানে হোলে মন কলুসিত হোতো, শ্মশান হোলে শ্মশান বাসী দেবাদি দেব মহাদেবকে দেখ্তে পেতাম, স্বর্গ হোলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত থাক্তেন, বৈকুণ্ঠ পুরী হোলে বৈকুণ্ঠনাথ হরির সঙ্গে সাক্ষাৎ হেতো, পূণ্য ক্ষেত্র কাশীধাম হোলে ভুত ভাবন্ ভগবান ত্রিলোচন ও অন্ন পূর্ণা নয়ন পথের পথিক হোতেন, শ্রীবৃন্দাবন হোলে শ্রীবৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি শুন্‌তে পেতাম, নিধুবন নিকুঞ্জবন তালবন তমাল বন শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন সকলই জাজ্বল্যমান থাক্তো, অযোধ্যা হোলে দয়ার জলধি রাম গুণনিধি সীতা সহ রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট থাক্তেন কৈ সকলের তো কিছুই দেখ্ছিনা, তবে কি কৈলাস পুরী,— কৈলাস পুরীই বটে, আমরি মরি কৈলাসের কি অপূর্ব্ব শোভা শোভার সীমা নাই, যেন শান্তি দেবীর আরাম স্থান, সকল স্থানই শান্তিতে পরিপূর্ণ, শান্তি সুধা সিঞ্চনে সিঞ্চিত দ্বেষ হিংসা বিবর্জ্জিত, কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয় রিপু তিরোহিত, ফলবান্ তরুসকল পল্লবিত কুসমিত ফলিত চিরবসন্ত বিরাজিত সকল প্রাণী বিমলানন্দে পুলকিত শোক তাপ জরা ভয় বঞ্চিত এমন নয়ন মনোরঞ্জন স্থান অতি দুর্ল্লভ, আহা কি আশ্চর্য্য রূপ, বিল্ব বৃক্ষমূলে বিশ্বনাথ আশুতোষ বসে রয়েছেন, নন্দী ভৃঙ্গী দুই ভাই বিভুতি লয়ে সদানন্দের সর্ব্বাঙ্গে লেপন কোচ্ছে, কার্ত্তিক গণেশ দুই ভাই মহাকালের যুগল পদ সেবায়

নিযুক্ত, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভগ্নীতে দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন কোচ্ছে, ভুত প্রেত পিশাচ তাল বেতাল ভৈরব প্রভৃতি ভোলানাথের চতুর্দ্দিকে মুখে কেবল্ অবিরত ব্যোম ব্যোম শব্দ কোচ্ছে, আমরি মরি কি অপরূপ রূপ, ধুতুরা ভাং সেবনে ঢুলু ঢুলু পদ্ম আঁখি দুটী, কোটি দেশে ব্যাঘ্র চর্ম্ম, কণ্ঠে হাড়-মালা বিভুতি ভূষণে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, শ্রুতিযুগলে ধুতুরা ফুল জটাজালে জড়িত কালফণি ফণা বিস্তার কোরে পাপীগণকে ভয় দেখাচ্ছে, শ্বেত পদ্ম বিনিন্দিত পাদপদ্মে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর সকল উড়ে গিয়ে বোস্‌ছে, দশ নখরে দশ ইন্দু দিবা-নিশি প্রকাশমান, ভাল দেশে অনল রাশি ধক্ ধক্ কোরে জ্বল্‌ছে, এ আবার কি, আদ্যাশক্তি ভগবতী ভয়ঙ্করী কালি মুর্ত্তি ধারণ কোরে সুতীক্ষ্ণ অসি হস্তে যোগিনীগণ সহ ক্রোধ ভরে দণ্ডায়মান, উঃ উঃ কি ভয়ানক, শঙ্করীর দুই চক্ষু হোতে যেন প্রজ্বলিত দাবাগ্নিসম ক্রোধাগ্নি বহির্গত হোচ্ছে, উঃক্রোধা-গ্নির কি তেজ, কি ভীষণ সন্তাপ, ভয়ঙ্করী শিখার কি দাহিকা শক্তি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোর্‌বার জন্য যেন পিতামহ ব্রহ্মা কাল ভয় বারিণী কালির কাল চক্ষু হোতে এক একবার স্তুপা-কারে২ যাচিঙ্গা দ্বারায় অনল বহিস্কৃত কচ্ছেন উঃ একিদেখ্‌তে দেখ্‌তে কোপাগ্নি যে কৈলাস ছেড়ে ক্রমশঃ আকাশে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, সমুদয় গগণ মার্গ যে প্রজ্জলিত কোপাগ্নিতে সমাচ্ছন্ন হেলো, নব কাদম্বিনী আচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় অগ্নিরাশির ধূম রাশিতে দিবাকরের কর জাল আচ্ছাদিত হোলো, উঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিবিড় ধুম রাশি সূর্য্য দেবকে গ্রাস কোল্লে, যে অন্ধকার জগৎ অন্ধকার বিশ্ব সংসারে ঘোর তর তমবাস

পরিধান কোরে অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে ভয় দেখাচ্ছে, কি আশ্চর্য্য! এত ঘোর অন্ধকার একেবারে দূরীভূত হোলো, কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ, আবার যে শূন্যপথে কোপাগ্নি জ্বলে উঠেছে, প্রচণ্ড শিখা মুখ ব্যাদন করে তর্জ্জন কোর্ত্তে কোর্ত্তে পৃথিবীতে নাম্বার উদ্যোগ কোচ্ছে, উঃ কোপাগ্নি এ যে ধুধু কোরে জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে আস্‌ছে, কি সর্ব্বনাশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিংহল রাজ্য কোপাগুণে জ্বলে উঠ্‌লো, ঐ যে ধনাগারে আগুণ শয়নাগারে আগুণ হস্তিশালা অশ্বশালায় আগুণ, দেবালয়ে যে আগুণ, তোরণ দ্বারে রাজপথে, জলাসয়ে উদ্যানে, রাজ্যের সকল স্থানেই আগুণ,সমুদয় রাজ্যই অগ্নিময় সকলই দগ্ধ হোলো, নর নারী হস্তী অশ্ব গো গর্দ্দভ সকলই দগ্ধ হোলো, রাজ্যে কেও রহিলনা, সমুদয় ভস্ম, চক্ষে সমস্ত অগ্নিময় দেখ্‌ছি; অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌ছিনা, একি! আমার অন্তর মধ্যে কোপাগ্নি জ্বলে উঠ্‌লো, মাথার ভিতর জ্বলে উঠ্‌লো, সর্ব্ব শরীর মধ্যে জ্বলে উঠ্‌লো, দগ্ধ হলাম, দগ্ধ হোলাম, হায় হায় মলাম মলাম। (মুর্চ্ছা) (মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া) হা হা হা নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ কোপাগ্নি নির্ব্বাণ, ওঃ এ আবার কি করাল বদনী কালি যে যোগিনীগণ সঙ্গে কোরে চক্ষের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কি বেশ কি ভয়ানক বেশ করে অসি, মুণ্ডমালা গলে মুণ্ডমালিনীর এলোথেলো কেশ, আরক্ত দুটী বিশাল নয়ন, লোলরসনা, দিক্‌বসনা, শবাসনা, রুধির পানে মগনা, তারা ত্রিনয়না অতি ভীষণ দশনা, হর ললনা যেন আমার চক্ষের উপর এসে মুহু র্মুহু তাড়না কোচ্ছেন, দনুজ দলনী কাল বরনীর প্রশান্ত দুটী

চক্ষের কি তেজোময়, প্রখর জ্যোতি, যেন শত সহস্র বজ্রের তেজ ধারণ কোরেছে, না আর রক্ষা নাই, যখন রক্ষাকালী আমার উপর বিরূপ তখন আর রক্ষা নাই, কি-আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, না বিভীষিকা দেখ্‌ছিলাম, স্বপ্নই বটে বিভীষিকাই সত্য; হায় হায় আমার কি দুরদৃষ্ট, অনন্তরূপিণী দেখা দিয়ে অন্তর্হিত হোলেন, ঐ না মহিষ মর্দ্দিনী শূন্যপথে মহিষে চড়ে বেড়াচ্ছেন. ঐ না মৃগরাজ বিহারিণী মৃগরাজে বিরাজ কোচ্ছেন, ঐ না শ্মশান বাসিনী শ্মশানে, উঃ শ্মশান কি ভয়ানক স্থান, কি ভয়ানক দৃশ্য, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনীগণ কর্ণভেদী হুহুঙ্কার শব্দে নৃত্য কোচ্ছে, ফেরুগণ উচ্চৈঃস্বরে ফেরুরব কোচ্ছে, শবহৃদি বিলাশিনী শবহৃদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য শ্মশান বাসিনী ঐ যে আস্তে আস্তে মশানে আস্‌ছেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন শুভদিন সুপ্রভাত, (ভগবতীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আমরি মরি লীলাময়ীর কি আশ্চর্য্য লীলা, ভক্ত শ্রীমন্তকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য কৈলাস পরিত্যাগ কোরে মশানে এসে উপস্থিত হোলেন, আহা শ্রীমন্তের কি ভাগ্য, ভব যাঁর পদাভিলাষী যোগীঋষি মুনিগণ যাঁর পদের জন্য বনবাসী, যাঁর জন্য সজ্জনেরা সন্ন্যাসী, ধার্ম্মিকেরা উদাসী, অমর বৃন্দ যাঁকে দিবানিশি ভাবেন যিনি রাজ রাজেশ্বরী রাজমহিষী তিনি কিনা শ্রীমন্তকে কোলে কোরে প্রফুল্ল মনে সহাস্য বদনে মশানে অবস্থিতি কোচ্ছেন, যিনি জগতের মা, তিনি কিনা মার মত শ্রীমন্তকে বক্ষে কোরে রক্ষা কোচ্ছেন, ধন্য শ্রীমন্তের সাধনা, ধন্যা শ্রীমন্তের রত্নগর্ভ জননী, বহু পূণ্যে এ দুর্ল্লভ রত্নে লাভ কোরেছে,

বহু তপবলে এমন সন্তান কে কোলে কোরেছে, শ্রীমন্ত! তুমি জগদম্বার প্রধান ভক্ত, যোগীগণে আজীবন কাল গঙ্গা-জলে শ্রদ্ধা বিল্বদলে পূজা করে যাঁর পদকমলে স্থান পান্না তুমি অতি অল্পকালে তাঁর পদ কমলে স্থান পেয়েছ, তোমার মত পুণ্যাত্মা আর পৃথিবীতে কে আছে।

(গীত।)

তোর কি ভাগ্য পুণ্যবল কি সাধন তপবল।
তাইতে মা অভয়া, হইয়ে সদয়া,
দিলেন পদছায়া বধে সৈন্যদল।
ইন্দ্র চন্দ্র বিধি, যাঁরে নিরবধি,
ধ্যান করেন সদা হইয়ে সমাধি,
ভবহৃদি নিধি, তাঁর কোলের নিধি,
হলি গুণনিধি জনম সফল॥
যোগীগণে যায় না পায় হৃদয় কমলে,
ভব ভাবে পড়ে যাঁর পদকমলে,
সেই মা মঙ্গলে, যখন তোর মঙ্গলে.
উদয় সিংহলে পাব মোক্ষফল॥

(ভগবতীর প্রতি) ওমা জগদম্বে! সামান্য অপরাধে দাসকে কি এত কোরে ভয় দেখাতে হয় মা, ওমা ক্ষেমঙ্করী! ভক্তিহীন এ দীনকে ক্ষমা করমা? ওমা জগজ্জননী! আমি জীবাধম, অতি তুচ্ছ কীট বিশেষ, আমার নাশের জন্য রণ বেশ কেন মা? ওমা রণ রঙ্গিনী! রণ রঙ্গে বিরত হও মা, মাগো! আপনার কটাক্ষে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংশ হয়, আপনার পদভরে ত্রিলোক বিকম্পিত হয়, আপনার হুহুঙ্কার

শব্দে অচল সচল হয়, ওমা অচল নন্দিনী! আপনি মনে কল্লে পলকে প্রলয় কোর্‌তে পারেন, স্বর্গকে মর্ত্তে, মর্ত্তকে স্বর্গে লয়ে যেতে পারেন, রসাতলকে মর্ত্তে তুল্‌তে পারেন; আপনিই সব, আপনাতে সব, তুমি আদ্যাশক্তি, আপনার শক্তিতেই সকলের শক্তি, ওমা শক্তিরূপিণী! ত্রিজগতে এমন শক্তি কার আছে যে আপনার শক্তিনাশ করে, মা তুমি সারাৎ সারা, পরাৎ পরা, সাকারা, নিরাকারা, নির্ব্বিকারা, সর্ব্ব-মূলাধারা, ত্রিপুরা ত্রিগুণ ধরা ত্রৈলোক্য সারা, নিস্তারা, তারা ভবদারা, ওমা জীবন রূপিণী! তুমি জীব তুমি নির্জীব, তুমি জীবন তুমিই মন, ওমা অনন্তরূপিণী! তুমি অন্তর, তুমি আত্মা তুমি পরমাত্মা, অগ্নি বায়ু বরুন তুমি, সবই তোমাতে প্রসব, ওমা বিশ্ব প্রসবিনী! আমি সামান্য নর আপনার গুণাবলী কিরূপে কীর্ত্তন কর্‌ব মা? অনন্ত যে গুণের অন্ত কোর্‌তে পারেন্ না, আমি নির্গুণ হোয়ে সে গুণের কি ব্যাখা কর্‌বমা, ওমা পতিত পাবনী! জন্ম জন্মান্তরে প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় কোরেছিলাম, বহুকাল তপস্যা কোরেছিলাম, সেই জন্য তোমাকে ঘরে বসে লাভ কল্লেম, ওমা ভবতারিণী বহু ভাগ্যে ভবহৃদয় ধনে ধনী হোলাম। ওমা ভবভয় ভঞ্জিনী; ভবভয় নাশিনী, ভবহৃদি বিলাসিনী ভবেশ মোহিনী, ভজন পূজন হীনে রেখোমা রাঙ্গা চরণে, ভুলোনা যেন চরণে অকৃতি সন্তানে। ওমা কুল কুণ্ডলিনী, কাল ভয় নিবারিণী, কালাকাল স্বরূপিণী, করাল বদনী, ভজন পুজন হীনে রেখো মা রাঙা চরণে, ভুলোনা যেন চরমে অকৃতি সন্তানে। মধুকৈটভ ঘাতিনী, মহিষাসুর মর্দ্দিনী, শুম্ভ নিশুম্ভ মথিনী, শিবানী

শর্ব্বানী, ভজন পূজন হীনে, রেখ মা রাঙাচরণে ভুলোনা যেন চরমে অকৃতি সন্তানে। ত্রিপুরা ত্রিগুণ ধরা, পরাৎ পরা সারাৎসারা দুঃখ হরা ভবদারা, দুর্গতি নাশিনী, ভজন পূজন হীনে, রেখো মা রাঙা চরণে ভুলোনা যেন চরমে, অকৃতি সন্তানে। উমে অন্নদে মোক্ষদে, কালি কামদে বরদে, শুভে শারদে যশোদে, যন্ত্রণা হারিণী, ভজন পুজন হীনে, রেখো মা রাঙা চরণে ভুলোনা যেন চরমে, অকৃতি সন্তানে। ওমা শশ্মান বাসিনী, সচ্চিদানন্দ রূপিণী, বিশ্বজন প্রসবিনী, বিশ্ব সনাতনী, ভজন পূজন হীনে, রেখো মা রাঙা চরণে, ভুলোনা যেন চরমে অকৃতি সন্তানে।

(গীত।)

কোরোনা বঞ্চনা আমায়।
স্বগুণে নির্গুণে রেখো রাঙ্গাপায় ॥
অন্তকালে কালে যেন লইয়ে না যায়।
শুনেছি বেদেতে, শ্রীদুর্গা নামেতে,
না আসে ভবেতে, পায় মোক্ষপায়,
আমি ভক্তি অতি অভাজন অনুপায়,
কি হবে গতির উপায় ভাবি তায়।
অকৃতি সন্তান, বলিয়ে মা যেন.
হইয়ে কৃপণ ঠেলোনা পায়,
পায় যেন চরমে পায় স্থান পায়,
কোরোমা নিরুপায়ের উপায়।

ভগবতী। মহারাজ! আমি তোমার স্তবে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোয়েছি, আর আমি তোমাকে ভয় দেখাবনা, বিভীষিকাও

দেখাবনা, বল শ্রীমন্তের বন্ধনের কারণ কি? প্রাণ নাশেরই বা হেতু কি? শীঘ্র বল, নইলে তোমার পক্ষে বিপদ ঘট্‌বে।

শালিবাহন। ওমা জগদম্বে! শ্রীমন্ত আমাকে কালিদহে কমলে কামিনী দেখাবে বলে পন করেছিল, আমিও শ্রীমন্তের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তুমি যদি আমাকে কালি দহে কমলে কামিনী দেখাতে পার, তাহোলে তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য সুশীলা কন্যা দান কোর্‌বো, আর যদি কমলে কামিনী না দেখাতে পারো, তাহোলে তোমাকে দক্ষিণ মশানে নর-বলি দিব, সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে পাঠিয়েছি।

ভগবতী। মহারাজ! শ্রীমন্ত যদি কালিদহে কমলে কামিনী দেখাতে পারে, তাহোলে অর্দ্ধেক রাজ্য সুশীলা কন্যা দান কোরবে।

শালিবাহন। জননী! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছেন্ তদ্দণ্ডেই প্রতিজ্ঞা প্রালন কোর্‌ব।

ভগবতী। আচ্ছা তবে শ্রীমন্তকে সঙ্গে কোরে কালি দহে গমন কর।

শালিবাহন। যে আজ্ঞা মা! (শ্রীমন্ত সহ প্রস্থান)

ভগবতী। যোগিনীগণ! তোমরা কৈলাসে যাও আমি বৎস শ্রীমন্তের মন বাসনা পুর্ণ না করে আর কৈলাসে যাচ্ছিনা তোমরা যাও, আমি কালিদহে কমলে কামিনী হয়ে ভক্তের মন সাধ পূর্ণ করিগে।

যোগিনী। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কালিদহ।

(কমলোপরে করী করে কমলে কামিনীর আবির্ভাব
রাজা শালিবাহন মন্ত্রী সেনাপতি শ্রীমন্তের
প্রবেশ।)

শ্রীমন্ত। হের রাজন! কালিদহে অপরূপ শতদল মাঝে।
করে করি গ্রাসে করী কমলে বিরাজে॥
অতি কৃশোদরী বামা ভুবন-মোহিনী।
কমলে উদয় যেন শত সৌদামিনী॥
মহামায়ার কত মায়া কে বুঝিতে পারে।
উদয় হোলেন দেখ কমল উপরে॥
দেখায়ে তোমারে রাজা কমলে কামিনী।
সার্থক হইল জন্ম শুন নৃপমণি॥

সালিবাহন। বৎস! তোমার কৃপায় আমি কমলে কামিনী।
দেখিয়ে সফল জন্ম হোল গুণমণি॥
কিন্তু ও রূপ মাধুরী ভুলিতে না পারি
একান্ত বাসনা মনে অবিরত হেরি।
আমরি মরি কি অপরূপ রূপ॥

(গীত।)

আমরি কি অপরূপ কমলদল বাসিনী।
দেখে মনে অনুমানি, এ নয় সামান্যাধনী
ব্রহ্মাণী কি ইন্দ্রাণী হর মনো-মোহিনী॥

মরি মরি কি রূপ হেরি, ভুলিতে নাহিক পারি,
করে ধরি, গ্রাসিছে করী, কমলেতে কামিনী।
আহা কিবা মনোরমা, অপরূপ অনুপমা,
যেন গগণ চন্দ্রমা, উদয় দিবারজনী॥

(কমলে কামিনীর তিরোভাব।)

শ্রীমন্ত। মহারাজ! সুমুখী বিমুখী হোয়ে লুকাল কমলে।
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিনু রেখ পদতলে॥

শালিবাহন। কোটী কোটী পুণ্যফলে তোমা হেন নিধি।
সানুকুল হোয়ে মোরে দিয়েছেন বিধি॥
অর্দ্ধরাজ্য কন্যা দিব প্রফুল্ল অন্তরে।
এস বৎস এস যাই লোয়ে কোলে কোরে॥

(শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া রাজার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কারাগার।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবদত্ত, শিবসিংহ, ধনপতি প্রভৃতি বণিকগণ আসীন।)

দেবদত্ত। (স্বগতঃ) হা ভাগ্য আর কতদিন ঘোর-অন্ধকারপূর্ণ নিরানন্দময় শমন ভবন তুল্য কারাগৃহে বাস কোর্‌বো, হৃদয় যে ভেদ হয়ে যাচ্ছে, উঃ কি কষ্ট! তমোময় মাতৃগর্ভ জরায়ুস্থ সন্তানের মত আর কতদিন এই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন গৃহে বাস কর্ব্বো, হা জগৎ পিতঃ! একবার পুত্রদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; দারুণ যম যন্ত্রণা সম ঘোর যন্ত্রণা

আর সহ্য কোর্ত্তে পারি না, হায় হায় এ ধরাতলে এ অভাগাদের উদ্ধার কোর্ত্তে কেহই নাই, উঃ! নিষ্ঠুর রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে হোচ্ছে, আর আত্মা পুরুষ শুকিয়ে যাচ্ছে, দীননাথ! সহায় হীন দীনেদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

শিবসিংহ। ওহে সদাগর! বিপদের সময় অধৈর্য্য না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করাই উচিত, আমাদের এত সামান্য বন্ধন, যাঁর নামে ভব-বন্ধন মোচন হয়, বিপদ ভঞ্জন হয়, এস আমরা সকলে মিলে তাঁকে ডাকি, তাহোলেই আমাদের বন্ধন মোচন হবে, বিপদ ভঞ্জন হবে, হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন! বিপদের সময় একবার এসে দেখাদাও!

(গীত।)

যায় জীবন ওহে মধুসূদন হরি বিপদ ভঞ্জন।
এসে দীন দাসে দাও দরশন॥
জানি ভববন্ধন মোচন, নামে হয় বন্ধন মোচন,
তাইতে ভববন্ধন মোচন, বলে ডাকি তোমারে।
কৃপাময় কৃপা করি, কর বন্ধন কর বিমোচন॥

ধনপতি। (স্বগতঃ) হায় হায় আমি যদি স্বপত্নী লহনার কথায় পতিপ্রাণা খুল্লনার স্থাপিত মঙ্গল চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত না কোর্ত্তেম, তাহোলে কখনই আমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘট্‌তোনা, সেই সর্ব্বমঙ্গলার অপমান কোরেই আমার অমঙ্গল উপস্থিত হোয়েছে, ভীষণ ভববন্ধন নাশিনীকে অগ্রাহ্য কোরেই তো আমি কঠিন বন্ধনে বন্ধন গ্রস্থ হোয়ে আছি, ভব কারাগার বিমোচনীকে অভক্তি কোরেই তো ঘোর অন্ধকার পূর্ণ কারাগারে বন্দী হোয়েছি, পূর্ণবতী সতি খুল্লনার কথা না

শুনে সিংহলে বাণিজ্যে এসে আমার যা হবার তা হোলো, হায় হায় কোথায় বা পতিপ্রাণা খুল্লনা রহিল, কোথায় বা আমি রইলাম, এ জন্মে যে আবার প্রেয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সে আশা আর আমার নাই, সেই আশায় আমি একবারে নিরাশা হোয়েছি,হায়হায় কি কষ্ট! পঞ্চমমাস গর্ভাবস্থায় প্রিয়াকে দুঃখ সাগরে ফেলে এসেছি, তিনি যে কত কষ্ট কত যন্ত্রণা পাচ্ছেন, কিছুই জান্‌তে পাচ্ছিনে, তাঁর গর্ভে কন্যা হোলো কি পুত্র হোলো তারও কিছু জান্‌তে পাল্লেম না, হয়তো পতিপ্রাণা পতিশোকেই গর্ভাবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেছেন; যদি তাঁর গর্ভে পুত্র জন্ম গ্রহণ কোর্‌তো, তাহোলেই অবশ্যই সে পুত্র পিতার অন্বেষণে বার হতো, ওমা সর্ব্ব মঙ্গলে! আমি না বুঝে তোমার ঘটে পদাঘাত কোরেছি, আমাকে ক্ষমা কর মা! আমার প্রতি সদয় হও মা? একবার এ পাপীর মুখ পানে চাও মা, ওমা নরকান্ত কারিণি! নিজ গুণে এ নিগুর্ণে শ্রীচরণে স্থান দাও মা একবার মা দাসের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত কর।

(গীত।)

কোথায় দয়াময়ী কোথায় রহিলে এসে দেখনা।
সহেনা সহেনা প্রাণে দারুণ বন্ধন যাতনা॥
ঘোর সঙ্কটে পড়ে, তারা গো ডাকি তোমারে,
একবার আসি কৃপা কোরে, বিনাশ বন্ধন বেদনা।
দুর্গানাম করিলে পরে, ভীষণ ভবসিন্ধু তরে,
জন্ম না হয় জঠরে, যায় মা যম যন্ত্রণা॥

(রাজা শালিবাহন ও শ্রীমন্তের প্রবেশ।)

শালিবাহন। হের বৎস শতজন বন্দী কারাগারে।
কেবা তব পিতা লহ অন্বেষি তাহারে ?

শ্রীমন্ত। হায় কিরূপে চিনিব পিতা চক্ষে নাহি হেরি।
শুনিয়াছি মার মুখে আছে পিতা মোর,
সিংহল পাঠনে রাজ কারাগারে বন্দী,
তাই আমি আসিয়াছি সিংহল পাঠনে,
পারি যদি উদ্ধারিতে পূজ্য পিতৃদেবে
মাদুর্গার কৃপাবলে অকূলেতে তরি
বিবিধ বিপদ হোতে তরিলাম যদি,
কিন্তু বৃথা হোলো মোর সব পরিশ্রম
বৃথা চেষ্টা বৃথা আশা বৃথা এ জীবন॥
যদ্যপি চিনিতে নাহি পারি পিতৃদেবে,
সিন্ধু জীবনে জীবন দিব বিসর্জ্জন।
কোথা গো মা ! ভবরাণি কোথা গো জননি
পড়িয়াছি পুনরায় বিপদ সাগরে
নিস্তারিণী তোমা বিনে কে বল নিস্তারে॥
মশানে রক্ষিলে মাগো শ্মশান বাসিনী
রক্ষাকালী হোয়ে কালী অকৃতি সন্তানে
এবার বিপদে পড়ে ডাকি মা তোমারে।
কৃপাময়ী কৃপা কোরে এস কারাগারে॥

ধনপতি। (শ্রীমন্তকে দেখিয়া স্বগতঃ) সুমতি সুকুমারকে দেখে সহসা আমার অন্তরে বাৎসল্য ভাবের উদয়

হোলো কেন ? পিতা পুত্রকে দেখ্‌লে যেরূপ প্রীতিলাভ করে, আমিও সেইরূপ প্রীতি লাভ কোচ্ছি, হৃদয় মাঝারে অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো, সন্তাপিত দেহ জীবন শীতল হোলো, বন্ধন যাতনাও দূর হোলো, তবে কি ভববন্ধন মোচনের জন্য ভব বন্ধন বিনাশিনী ভবানী কার্ত্তিককে সিংহলে পাঠিয়েছেন, না, কখনই এ কুমার সে কুমার নন্, তাহোলে শিখিবাহনে আস্‌তেন, বালক দেখে আমার মন এত বিচলিত হবার কারণ কি, তবে কি বালক আমার সন্তান, খুল্লনার গর্ভে জন্মেছে, এমন ভাগ্য কি আমার হবে, আমি পুত্রের মুখাবলোকন কোর্ব্বো, পতি প্রাণা খুল্লনার গর্ভজাত সন্তান দেখ্‌বো, ওঃ আমার কি দুরাশা, হায় হায় প্রেয়সীকে কোথায় ফেলে এলাম, এ জন্মের মত আর দেখা হোলোনা, জন্মের মতই হারালাম।

শালিবাহন। জিজ্ঞাসহ বৎস তুমি ! কেবা তব পিতা,
অর্দ্ধ রাজ্য কন্যাদিয়ে তুষিব তোমারে।

শ্রীমন্ত। (দেবদত্ত প্রতি)
কহ আর্য্য কেবা তুমি কোথায় বসতি।
কিবা নাম ধর বল তুমি কিবা জাতি॥

দেবদত্ত। দেবদত্ত নাম মম বনিক সন্ততি।
গুজরাটে বসতি মোর বলিনু সুমতি॥

শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) হায় হায় হোলোনা মোর পিতার সন্ধান।
বিফল হইল সব শ্রম অনুষ্ঠান॥
(শিবসিংহ প্রতি) বল আর্য্য কেবা তুমি কোথায় নিবাস।
প্রকাশিয়ে পূর্ণ কর মম অভিলাষ॥

শিবসিংহ। শিবসিংহ নাম মম বারানসী বাসী।
বাণিজ্যে আসিয়ে বৎস কারাগার বাসী ॥
শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) হায় হায় হোলোনা ভাগ্যে পিতৃ দরশন।
ফুরাইলো সব আশা জন্মের মতন ॥
শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বলি জিজ্ঞাসি এবার।
যা থাকে কপালে তাই হইবে আমার ॥
(ধনপতি প্রতি) বল ওহে সদাগর কিবা নাম ধর।
সত্য পরিচয় দিয়ে আশা পূর্ণ কর ॥
ধনপতি। ধনপতি নাম মম বাস উজ্জয়িনী।
লহনা আর খুল্লনা দুই প্রণয়িনী ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী দেখে খুল্লনারে।
বাণিজ্যে আসিয়ে বন্দী রাজ কারাগারে ॥
দিলাম সত্য পরিচয় দেহ পরিচয়।
কে তুমি কোথায় বাস কাহার তনয় ॥
শ্রীমন্ত। (স্বগতঃ) আহা সার্থক হইনু আজি শুনি তব বাণী।
জুড়ালো শ্রবণ মম যুড়ালো পরাণী ॥
সার্থক হইল আমার শ্রীদুর্গার নাম।
পূর্ণ হোলো এতদিনে সব মনস্কাম।

(প্রকাশ্যে) পিতঃ! আপনিই আমার পিতা, আমি আপনার ঔরসে খুল্লনার গর্ভে জন্ম গ্রহন কোরেছি, জননীর মুখে আপনার কারাগারে বন্দীর কথাশুনে শ্রীদুর্গানাম অবলম্বন করে বাড়ী হোতে যাত্রা কোরে বেরিয়েছি, সেই দয়াময়ীর দয়ায় আপনাকেও দর্শন পেলাম, এমন ভাগ্য জগতে আর কার, আছে পিতাকে উদ্ধার কোরে যে পুত্রনামের পরিচয় দিবু, এ

আর আমার মনে উদয় ছিলনা, পিতৃদেব! আজ আপনার পাদ পদ্ম দর্শন কোরে আমার মন বাঞ্ছা পূর্ণ হোলো ভীষণ শোক তাপের ও শান্তি হোলো, আমিও ধন্য হলেম্।

ধনপতি। বৎস্য! সার্থক পুত্র তুমি, পিতা পুন্নাম নরক হোতে উত্তীর্ণ হবার জন্যই পুত্র কামনা করে, বাপ্! তুমি আজ আমাকে সে নরক হোতে উদ্ধার কোল্লে, প্রাণাধিক! অধিক আর কি বোল্‌বো, জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার মত সৎপুত্রের মুখাবলোকন কোত্তে পারি, জীবনাধিক্! আমি বন্ধন অবস্থায় আছি, আমার বন্ধন খুলে দাও, আমি একবার তোমাকে কোলে কোরে সন্তাপিত হৃদয় শীতল করি।

শ্রীমন্ত। যে আজ্ঞা!

(ধনপতির করবন্ধন মোচন ও অন্যান্য বণিকদের কর বন্ধন মোচন

দেবদত্ত। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হও, অদ্য আমরা নরক যন্ত্রণা হোতে নিস্কৃতি লাভ কল্লেম মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করুন, এক্ষণে আমরা স্বদেশে চল্লেম।

(প্রস্থান)

ধনপতি! এস বৎস তোমাকে কোলে করি।

(কোলে করিয়া দণ্ডায়মান)

শালিবাহন। বৎস শ্রীমন্ত! তোমার উদ্দেশ্য তো সফল হোলো, আর বিলম্ব কেন? চল তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য সহ কন্যাদান কোরে আমি সত্য পালন হোতে মুক্ত হইগে।

(প্রস্থান)